বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৩

তথ্য কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৩

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭

টেলিফোন ঃ ৯১১৩৯০০, ৯১১০৭৫৫, ৯১১০৬৭৫, ৯১১১৫৯০, ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১৫

৮১৮১২১৩, ৮১৮১২১০, ৮১৮১২১৮, ৮১৮১২১৭, ৯১৩৭৩৩২, ফ্যাক্সঃ ৯১১০৬৩৮, ৯১৩৭৩৩২

ই-মেইল ঃ cic@infocom.gov.bd ওয়েব-সাইট ঃ www.infocom.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৩

পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : তথ্য কমিশন

সহযোগিতায় : কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৪ খ্রিঃ

তথ্য কমিশন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ : তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫০৪১২, ৯৫৫৩৩০৩, ০১৮১৯২৬৩৪৮১

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৩

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচীপত্রের সারণী	
	মুখবন্ধ	v
	মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন	vii
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন	ix
	ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উন্মোচন	xi
	বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	xiii
	প্রাক্তন প্রধান তথ্য কমিশনারবৃন্দ	xvii
	বর্তমানে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	xviii
অধ্যায় ১ ঃ	*তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা*	*১-৪*
১.১	তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি	২
১.২	কমিশনের জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি	২
১.৩	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা	৩
অধ্যায় ২ ঃ	*তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি*	*৫-৫২*
২.১	জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ	৬
২.২	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	৯
২.৩	জেলা ও অন্যান্য পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ	১২
২.৪	তথ্য কমিশনের সার্ভার স্টেশন স্থাপন	১৭
২.৫	তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন	১৭
২.৬	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে মিডিয়ার ভূমিকা	১৮
২.৭	তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ	১৯
২.৮	তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রকাশনা বিতরণ	১৯
২.৯	তথ্য কমিশনের কর্মতৎপরতা	২০
২.১০	স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে তথ্য কমিশনের ভূমিকা	৩৭
২.১১	তথ্য অধিকার ও সামাজিক দায়বদ্ধতা (গ্রামীণ ফোন)	৩৯
২.১২	তথ্য কমিশন ও বেসরকারী সংগঠনসমূহের যৌথ কর্মকাণ্ড	৩৯
	ক. তথ্য জানার অধিকার দিবস	৩৯
	খ. এফএনএফ	৪১
	গ. ব্র্যাক	৪৩
	ঘ. টিআইবি	৪৪
	ঙ. নিজেরা করি	৪৮
	চ. ডেমোক্রেসিওয়াচ	৪৯
	ছ. এমআরডিআই	৫১

অধ্যায় ৩ ঃ	*তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি*	*৫৩-৯০*
৩.১	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা	৫৪
৩.২	সরবরাহকৃত ও অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সংখ্যা	৫৪
৩.৩	আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তির অবস্থা	৫৫
৩.৪	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	৫৫
৩.৫	তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	৫৫
৩.৬	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	৫৫
৩.৭	তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি	৬১
৩.৮	তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের বিশ্লেষণ	৬১
৩.৯	একই আবেদনকারী কর্তৃক একের অধিক অভিযোগ দায়ের	৭৪
৩.১০	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০ টি মন্ত্রণালয়	৮১
৩.১১	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০ টি জেলা	৮২
৩.১২	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ০৫ টি এনজিও	৮২
৩.১৩	তথ্য কমিশন ঃ কেস স্টাডি	৮৩
৩.১৪	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ	৮৫
	৩.১৪.১ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ	৮৬
	৩.১৪.২ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ	৮৭
	৩.১৪.৩ এএনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ	৮৮
৩.১৫	মৌখিক তথ্যের বিশ্লেষণ	৮৮
৩.১৬	তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব	৮৯
৩.১৭	উপসংহার	৮৯
অধ্যায় ৪ঃ	*পরিশিষ্টসমূহ*	*৯১-১১৮*
ক.	তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	৯২
খ.	তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরির্দশন	৯৩
গ.	তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রকাশিত কিছু পত্রিকার প্রকাশনা	১০৫
ঘ.	গ্রামীণফোন কর্তৃক তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রচারণামূলক কার্যক্রম	১১০
ঙ.	তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ফরমসমূহ	১১১
চ.	জনঅবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এরূপ জেলা সমূহের ম্যাপ	১১৭

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে তথ্য অধিকার আইন। তথ্য জানার অধিকার সমাজের দুর্বলতম ব্যক্তিকেও ক্ষমতায়িত করতে পারে। ফলে এ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব। জনগণের ক্ষমতায়ন তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার এক মহৎ উদ্দেশ্যে সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জাতীয় সংসদে পাশ করে এবং আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে।

তথ্য জানার অধিকার সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি হাতিয়ার। এ অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এবং দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন তরান্বিত করা সম্ভব হবে। তথ্য অধিকার আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণমূলক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে জনবান্ধব শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য অধিকার তথা তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এ লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনের বার্তা ও এর সুফল সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিত করার জন্য সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনঅবহিতকরণসভা; মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি; কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিস্পত্তি ছাড়াও তথ্য কমিশন ইতোমধ্যে চারটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবছরও তথ্য কমিশন তার সার্বিক কর্মকান্ড ও অর্জন নিয়ে ২০১৩ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য যারা বিভিন্ন তথ্য দিয়ে বা সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এছাড়াও তথ্য কমিশনের দু'জন কমিশনার, সচিবসহ যারা এ প্রতিবেদন তৈরীতে শ্রম ও মেধা দিয়ে সহায়তা করেছেন আমি তাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আশা করি এ প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে জনগণ বিগত সাড়ে চার বছরে তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কর্মকান্ড, সীমাবদ্ধতা ও অর্জন সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারবে এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

মোহাম্মদ ফারুক
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন।

তথ্য কমিশন

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন

তথ্য কমিশন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন

তথ্য কমিশন

ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে
মাননীয় তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, এমপি

তথ্য কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে প্রেস কমিশনের সুপারিশ ও ২০০২ সালে আইন কমিশনের কার্যপত্রের সূত্র ধরে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দাবী জোরদার হতে থাকে। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রভৃতি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনা করে ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া সরকারের নিকট পেশ করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে মতামত নিয়ে সচিব কমিটি এবং উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করা হয়। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' জারি করা হয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' কে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় এবং ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে যে কয়টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয় তার মধ্যে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অন্যতম। উক্ত অধিবেশনে ২৯ মার্চ, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে এই আইনটিতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১১(১) উপ-ধারার বিধান মতে আইন জারীর ৯০ দিনের মধ্যে গত ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার ও ২ জন তথ্য কমিশনার তন্মধ্যে একজন নারী সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয়।

জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাই এই আইনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুসারে এবং এ আইনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার আইন পাশ করার পরপরই তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে ও এর কমিশনার ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ/পদায়ন করেছে। সরকারের এই আন্তরিক সদিচ্ছা ও সাহসী উদ্যোগ দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব তথ্য কমিশনের হলেও সমাজের অন্যান্য অংশ তথা বেসরকারী সংস্থা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ এবং সর্বোপরি জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। এ আইনী বাধ্যবাধকতা থেকে বিগত বছরের ন্যায় এবারও তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, এ আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্‌সংক্রান্ত আপীল ও নিস্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, আইনটি বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। এতদ্‌ব্যতীত, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য কমিশনের কর্মকা-, অর্জিত সাফল্যসমূহ, তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা, সেমিনার, আলোচনা, এতদ্‌সংক্রান্ত প্রবন্ধ, নিবন্ধ, প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা, সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে গৃহীত কর্মকা- প্রভৃতিও এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এর মাধ্যমে দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও তথ্য কমিশনের কর্মকা- সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে স্বচ্ছ ধারণা ফুটে উঠবে।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনসাধারণকে তথ্য প্রদানের সাধারণ বিধান হলো প্রতিটি সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের জন্য নিয়োজিত থাকবেন যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে

আইনের বিধান ও ব্যতিক্রমসমূহ অনুসরণপূর্বক কাঙ্ক্ষিত তথ্য নির্ধারিত ফি গ্রহণপূর্বক সরবরাহ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল এবং সেক্ষেত্রেও সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। তথ্য কমিশন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমন জারী ও শুনানী গ্রহণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক অভিযোগ নিষ্পত্তি করে থাকে। তবে জনগণের অনুরোধে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রতিটি দপ্তর যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ছাড়াও স্ব-প্রণোদিতভাবে তাদের কর্মকাণ্ড জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নানা কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে দেওয়ানী আদালতের মত তথ্য কমিশন কোন ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারী এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করতে বাধ্য করার আদেশ দিতে পারবে। দোষী প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জরিমানা করতে পারবে, তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করতে পারবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের আদেশও দিতে পারবে।

আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ

ক. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ইংরেজী পাঠ "The Right to Information Act, 2009"।

খ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯।

গ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯।

ঘ. তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০।

ঙ. তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০১১।

চ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রচার ও প্রকাশ) প্রবিধানমালা, ২০০৯।

ছ. তথ্য অধিকার (অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১।

জ. তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল, ২০১২।

ঝ. তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্ত সমূহ সম্বলিত বই।

ঞ. তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৯, ২০১০, ২০১১ এবং ২০১২।

ট. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর পকেট সংস্করণ।

ঠ. তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্ত সমূহের ইংরেজি সংস্করণ।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

- দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে।
- অধিকাংশ জেলার তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন সন্নিবেশিত হয়েছে।
- ওয়েব সাইটে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী স্ব-উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, এ আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্‌সংক্রান্ত আপীল ও নিস্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, আইনটি বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ সম্পর্কে সরকারী-বেসরকারী সকল কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য চাওয়া হয়। প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুসারে সারা দেশে যেসব বিষয়ে তথ্যের

জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পাওয়া গেছে সে বিষয়সমূহের মধ্যে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, সরকারী চাকরি, প্রশাসন ও মামলা মোকদ্দমা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, সমাজসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা, নিয়োগ পরীক্ষা, ভর্তি পরীক্ষা এবং বিবিধ বিষয়াদি উল্লেখযোগ্য।

তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ১১,৭২৭টি। তন্মধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৭,৮১৬টি এবং এনজিওগুলোতে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা ৩,৯১১টি। সরকারী দপ্তরে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ৬৬.৬৫% এবং বেসরকারী দপ্তরে দাখিলকৃত তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ৩৩.৩৫%। দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ১১,৭২৭টি আবেদনের মধ্যে ১১,২৭৫টির তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে যা মোট আবেদনের ৯৬.১৫%। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৪৫২ টির (৩.৮৫%) মধ্যে কিছু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কমিশন প্রতিষ্ঠার পর হতে তথ্য কমিশনে সর্বমোট ৫১৩ টি অভিযোগ দাখিল করা হলে কমিশনের বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ২৫৪ টি অভিযোগ আমলে গ্রহণ করা হয়। ২৪৮ টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ০৬টি অভিযোগ অনিষ্পন্ন রয়েছে। ২৩৬টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ আমলে গ্রহণ না করার কারণ পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ১ টি অভিযোগ নথিজাত করা হয় এবং অবশিষ্ট ২২টি অভিযোগ তথ্য অধিকার আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ না হওয়ায় খারিজ করা হয়।

তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

তথ্য কমিশন ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য মঞ্জুরি বাবদ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৩৮২.০০ (তিন কোটি বিরাশি লক্ষ) টাকার মধ্যে ২০১৩ সালের জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ১১৫.৬২ (এক কোটি পনের লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকা ব্যয় করেছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমনঃ

- সাধারণ জনগণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতার অভাব।
- তথ্য প্রদানের সংস্কৃতি তৈরি না হওয়া।
- তথ্য প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা।
- জোরদার মনিটরিং এর অভাব।
- জেলা পর্যায়ে সরকারী অফিসসমূহে জনবল স্বল্পতা।
- প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুতের নিমিত্ত সরকারী অফিসে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকা।
- তথ্য অধিকার আইনের অস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা।
- তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণার অপর্যাপ্ততা।
- সকল দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না হওয়া।
- স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অভাব।
- তথ্য অধিকার আইন চর্চার ক্ষেত্রে অনীহা।
- সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মীদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে অনীহা।
- তথ্য সংরক্ষণের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকা।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য প্রদানে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীলতা।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দপ্তরে লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশ

- তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ সম্পন্ন করা।
- প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা।
- Suo-moto disclosure এর পরিমাণ ও পরিধি বৃদ্ধি করা, ইনডেক্স ও ক্যাটালগ অনুসারে তথ্য সংরক্ষণ ও সংগৃহিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- Video Conference Based Hearing এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- স্ব-উদ্যোগে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত করা ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা
- ওয়েবসাইট প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা
- বেসরকারী দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা
- দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সদস্যদের পদমর্যাদা একই হওয়া বাঞ্ছনীয়
- অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ তথ্য কমিশনের আদেশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করলে কমিশনকে Contempt of the Court এর Proceeding draw করার ক্ষমতা প্রদান করা ইত্যাদি বিভিন্ন সময়োপযোগী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

উপসংহার

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছার প্রতিফলন যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি জনগণের ক্ষমতায়ন এবং সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। কমিশন কাজ শুরু করার পর স্বল্প সময়ে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তথ্য পাওয়ার বিষয়ে জনগণের আগ্রহ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাড়া নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য জানার আকাঙ্ক্ষা পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে কমিশনের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের কাজ সম্পর্কে জনগণের ব্যাপক সচেতনতার ওপর। দেশের আপামর জনগোষ্ঠী এ আইনের সহায়তা নিয়ে সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুগুণে উজ্জ্বল হবে বলে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

প্রাক্তন প্রধান তথ্য কমিশনারবৃন্দ

এম আজিজুর রহমান

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন গঠনের পর প্রথম প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে এম আজিজুর রহমান ০২/০৭/২০০৯ তারিখে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৫(৩) ধারার বিধান মোতাবেক ৬৭ বছর পূর্ণ হওয়ায় ১০/০১/২০০৯ তারিখে দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন।

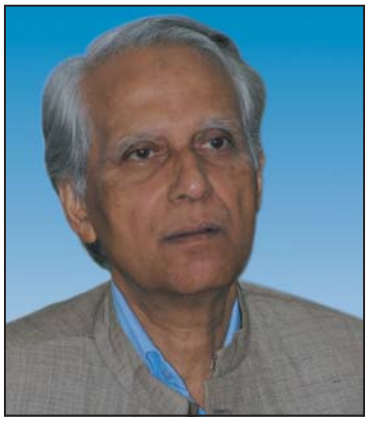

মোহাম্মদ জমির

সাবেক রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জমির তথ্য কমিশনের দ্বিতীয় প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে ৩১/০৩/২০১০ তারিখে যোগদান করেন এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৫(৩) ধারার বিধান মোতাবেক ৬৭ বছর পূর্ণ হওয়ায় ০৩/০৯/২০১২ তারিখে দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন।

বর্তমানে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ

মোহাম্মদ ফারুক

প্রধান তথ্য কমিশনার

সাবেক রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ফারুক তৃতীয় প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে ১১/১০/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে যোগদান করে দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

মোহাম্মদ আবু তাহের

তথ্য কমিশনার

সাবেক সচিব মোহাম্মদ আবু তাহের তথ্য কমিশনার হিসেবে ২০০৯ সালের ০২ জুলাই থেকে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। প্রথম প্রধান তথ্য কমিশনার এম আজিজুর রহমানের অবসরের পর ১১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৩/২০১১ তারিখ পর্যন্ত এবং ২য় প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমিরের অবসরের পর ০৩/০৯/২০১২ তারিখ থেকে ১০/১০/২০১২ তারিখ পর্যন্ত দু'বার ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার এর দায়িত্ব পালন করেন।

অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম

তথ্য কমিশনার

অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম প্রথম নারী তথ্য কমিশনার হিসেবে ২০০৯ সালের ০২ জুলাইয়ে নিয়োগ পাবার থেকে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক।

অধ্যায় - ১
তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

অধ্যায় - ১

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

১.১. তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়। তথ্য অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী বা বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট ও পরিচালিত বেসরকারী সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে বিবেচনা করা হয়। আর তথ্য অধিকারের মাধ্যমে এর সবগুলো নিশ্চিত করা গেলে দেশ হতে দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে বলে মনে করা হয়। এরূপ একটি ধারণা থেকে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে। আইন পাশ করার পরপরই আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে ও এর কমিশনার ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ/পদায়ন করেছে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি হ্রাস করার একটি আন্তরিক সদিচ্ছা ও বাসনা থেকে সরকার এ সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। যদিও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব তথ্য কমিশনের তথা সরকারের তথাপি বেসরকারী সংস্থা ও নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এর পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। দেশে বিরাজমান তথ্য অধিকারের সুফল পেতে জনগণকে এ আইনটি সম্পর্কে জানতে হবে; এর প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে হবে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার সারে চার বছর অতিক্রান্ত হলেও তথ্য অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘ। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সুসংহত করার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে প্রেস কমিশন তথ্য অধিকার আইন পাশের সুপারিশ করেছিল। পরবর্তীতে ২০০২ সালে আইন কমিশন তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত করে সরকারের নিকট উপস্থাপন করে। দেশের সুশীল সমাজ, বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদসহ অনেকেই তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকে এবং দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রতিষ্ঠার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০০৮ সালের ২০ অক্টোবর তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ৯ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশ হয় এবং ৬ এপ্রিল ২০০৯ সালে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

১.২. তথ্য কমিশনের জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের তিনটি কক্ষে কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন শেরে বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব ভবনের ৩য় তলায় একটি ফ্লোর নিয়ে তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন করা হয়। বর্তমানে উক্ত ভবনেই কমিশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কমিশনের নিজস্ব কার্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে ২০১০ সালে ০.৩৫ একর জমিসহ এফ-১৭/ডি নং প্লটটি তথ্য কমিশনের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত জমির সেলামী বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ ৬৩,৬৩,৬৩৭ (তেষট্টি লক্ষ তেষট্টি হাজার ছয়শত সাইত্রিশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক জমির মূল্য ৬,৩৬,৩৬,৩৬৩/৬৩ (ছয় কোটি ছত্রিশলক্ষ ছত্রিশ

হাজার তিনশত তেষট্টি টাকা তেষট্টি পঁয়সা) টাকা পুনঃনির্ধারণপূর্বক সেলামী বাবদ পরিশোধকৃত টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট (৬,৩৬,৩৬,৩৬৩/৬৩-৬৩,৬৩,৬৩৭)= ৫,৭২,৭২,৭২৬/৬৩ (পাঁচ কোটি বাহাত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশত ছাব্বিশ টাকা এবং তেষট্টি পঁয়সা) টাকা চালানের মাধ্যমে পরিশোধের জন্য বলা হয়। সে প্রেক্ষিতে জানানো হয় যে, তথ্য কমিশনের চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাজেটে জমির মূল্য পরিশোধের জন্য কোন বরাদ্দ নেই। এছাড়া, তথ্য কমিশন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও তথ্য কমিশনের বাজেট সরকারী কোষাগার হতে থোক বরাদ্দের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। তথ্য কমিশনের জমির মূল্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ হতে পরিশোধযোগ্য এবং মূল্য বাবদ অর্থ এক মন্ত্রণালয় হতে অন্য একটি মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হবে। সেহেতু তথ্য কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত সেলামীর ভিত্তিতে তথ্য কমিশনকে জমির অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধের দায়ভার থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক জমির দখল বুঝিয়ে দেয়ার জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তীতে উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের মতামত এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তরের মতামতের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশনের বরাদ্দকৃত জমির অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধের দায়ভার থেকে অব্যাহতি প্রদানের আবেদন বিবেচনা করা সম্ভব হচ্ছে না মর্মে জানানো হয়।

তথ্য কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে জমির দখল বুঝে নেয়া প্রয়োজন বিধায় অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধের জন্য সর্বমোট ৫,৭২,৭২,৭২৬/৬৩ (পাঁচ কোটি বাহাত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশত ছাব্বিশ টাকা এবং তেষট্টি পয়সা) টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। জমির দখল হস্তান্তর হওয়ার পর প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে কমিশনের নিজস্ব কার্যালয় স্থাপন করা হবে।

১.৩. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা

২০০৯ সালেই তথ্য কমিশনের ৭৬ জন জনবলসমৃদ্ধ টিওএ-ই অনুমোদন করা হয়। তৎপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং তম-প্রেস-২/সাংবাদিক-১/২০০৫(অংশ-২)/৭৮৭ তারিখ ২৭-০৭-২০১০ এর মাধ্যমে তথ্য কমিশনের জন্য ৭৬ টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়। তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১১ অনুমোদিত হয়ে গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর গত ফেব্রুয়ারি, ২০১১ মাসে তথ্য কমিশন কর্তৃক দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ অনুসরণক্রমে কমিশনে ৩১ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল। তন্মধ্যে ০৮ জন কর্মচারী চাকরি হতে ইস্তফা প্রদান করেছেন এবং ০২ জন যোগদান না করায় ২১ জন কর্মচারী কর্মরত ছিল। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে ০৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ০২ জন কর্মচারী যোগদান না করায় বর্তমানে কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা ২৭ জন। তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট 'ক' তে প্রদর্শিত হলো।

বর্তমানে তথ্য কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ

ক্র.নং	নাম	পদবী		ফোন নম্বর
১.	জনাব মোহাম্মদ ফারুক	প্রধান তথ্য কমিশনার		০২-৯১১৩৯০০
২.	জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের	তথ্য কমিশনার		০২-৮১৮১২২১
৩.	অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম	তথ্য কমিশনার		০২-৮১৮১২২০
৪.	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন	সচিব	প্রেষণে নিযুক্ত	০২-৯১১১৫৯০
৫.	জনাব মোঃ আব্দুল করিম	পরিচালক (প্রশাসন)		০২-৮১৮১২২২
৬.	জনাব মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম	পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)		০২-৮১৮১২১৫
৭.	ড. মোঃ আঃ হাকিম	উপপরিচালক (প্রশাসন)		০২-৮১৮১২১৩
৮.	জনাব নূরুন নাহার	উপপরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)		০২-৮১৮১২১০
৯.	জনাব মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন	পিএস টু সিআইসি		০২-৮১৮১২১৮
১০.	জনাব সেলিম শেখ	পিএস টু আইসি		০২-৮১৮১২১১
১১.	জনাব মোঃ শাহ আলম	জনসংযোগ কর্মকর্তা		০২-৯১৩৭৩৩২
১২.	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)		০২-৮১৮১২১৯
১৩.	জনাব হেলাল আহমেদ	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)		০২-৮১৮১২১৬
১৪.	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা		
১৫.	লাবণী সরকার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা		
১৬.	মুন্না রানী শর্মা	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা		
১৭.	জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন	সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা		
১৮.	জনাব আসমা আক্তার	লাইব্রেরীয়ান		
১৯.	জনাব মোঃ কহিনুর ইসলাম	হিসাব রক্ষক		
২০.	জনাব মোঃ জাবির বিন আহসান	অফিস সুপার		
২১.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	কম্পিউটার অপারেটর		
২২.	জনাব মোঃ সাজিদুল ইসলাম	কম্পিউটার অপারেটর		
২৩.	জনাব মোঃ আবু রায়হান	ব্যক্তিগত সহকারী		
২৪.	জনাব শারমিন সুলতানা	উচ্চমান সহকারী		
২৫.	জনাব মোঃ সোহেল রানা	সহকারী হিসাবরক্ষক		
২৬.	জনাব মোঃ মামুন	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর		
২৭.	মৌ-রানী বিশ্বাস	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর		
২৮.	জনাব মোঃ মঞ্জুরুল হাসান কাজল	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক		
২৯.	জনাব মোঃ তানভীর চৌধুরী	পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর		
৩০.	জনাব নজরুল ইসলাম	পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর		
৩১.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান	গাড়ীচালক		
৩২.	জনাব মোঃ সালাউদ্দিন	গাড়ীচালক		
৩৩.	জনাব মোঃ আবুল কালাম	গাড়ীচালক		
৩৪.	জনাব মোঃ জালাল শেখ	গাড়ীচালক		
৩৫.	জনাব মোঃ জিহান প্রাঃ	গাড়ীচালক	দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে	
৩৬.	জনাব মোঃ মোক্তার হোসেন	ডেসপাস রাইডার		
৩৭.	জনাব মোঃ রুবেল শেখ	প্রসেস সার্ভার		
৩৮.	জনাব মোঃ জামিল হোসেন	জমাদার		
৩৯.	জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান	অর্ডারলি		
৪০.	শ্রী-রাজু	ক্লিনার	দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে	
৪১.	শ্রীমতি লতা রানী	ক্লিনার		

অধ্যায় - ২
তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

অধ্যায় - ২

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

২.১ জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত যেসব জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো হলো ঃ নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাগুরা, যশোর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, নরসিংদী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বান্দরবান, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ,শেরপুর, ময়মনসিংহ, পঞ্চগড়, রংপুর, সিলেট, রাজশাহী, ঝিনাইদহ, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, সাতক্ষীরা, খাগড়াছড়ি, খুলনা, কুড়িগ্রাম, পাবনা, জামালপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, শরীয়তপুর, বাগেরহাট, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, চট্রগ্রাম, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঢাকা, ভোলা, ফেনী, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, মৌলভীবাজার, ও সুনামগঞ্জ জেলা।

বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা, রংপুর ও সিলেট বিভাগ এবং উপজেলা পর্যায়ে কুমিল্লা আদর্শ সদর, দেলদুয়ার, কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ), বুড়িচং, চৌদ্দগ্রাম, ভান্ডারিয়া, নাজিরপুর, লক্ষীপুর সদর, রামগঞ্জ, রায়পুর, চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর, টুঙ্গীপাড়া, চরফ্যাশন ও লালমোহন উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যেসব জেলায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো হলোঃ রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ঝিনাইদহ, নোয়াখালী, সাতক্ষীরা, খুলনা, পাবনা, জামালপুর, নাটোর, কুমিল্লা, বগুড়া, কক্সবাজার, টাঙ্গাইল, রাঙ্গামাটি, রাজশাহী, জয়পুরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, নওগাঁ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, বাগেরহাট, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঢাকা, গোপালগঞ্জ, ভোলা, গাজীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা।

এছাড়া যেসব উপজেলায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো হলোঃ ফেনী জেলার ফেনী সদর, ফুলগাজি, দাগনভূইয়া, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর, মির্জাপুর, নরসিংদী জেলার পলাশ, রায়পুরা, ঢাকা জেলার ধামরাই, কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর ও হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর।

গোপালগঞ্জ জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ ফারুক এবং তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন

ঠাকুরগাঁও জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ ফারুক

ফেনী জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জনঅবহিতকরণ সভায় অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

লালমনিরহাট জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জনঅবহিতকরণ সভায় তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন

২.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি হওয়ার পর হতে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সরকারী-বেসরকারী দপ্তরসমূহকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানের জন্য পত্র প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ফোরামে আলোচনায় এবং সরকারী/আধাসরকারী পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে তাগিদ প্রদান করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনারের পক্ষ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবরে ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সরকারী দপ্তরে ১৪,৬১৩ জন ও বেসরকারী সংস্থায় ৩,৬৬৮ জনসহ সর্বমোট নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ১৮,২৮১ জন। সমগ্র দেশ থেকে প্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.infocom.gov.bd) আপলোড করা হচ্ছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্ত তালিকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তথ কমিশনের ডাটাবেজ অনুযায়ী বছরওয়ারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা

সাল	সরকারী	এনজিও	সংখ্যা
২০১০	৪৬১৬	১১৩৪	৫৭৫০
২০১১	৩২২২	১৩৩৮	৪৫৬০
২০১২	২২৪৬	৬১৩	২৮৫৯
২০১৩	৪৫২৯	৫৮৩	৫১১২
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা	১৪৬১৩ জন	৩৬৬৮ জন	মোট ১৮২৮১ জন

➢ **২০১০ সালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা**

সরকারী	৪৬১৬ জন
এনজিও	১১৩৪ জন

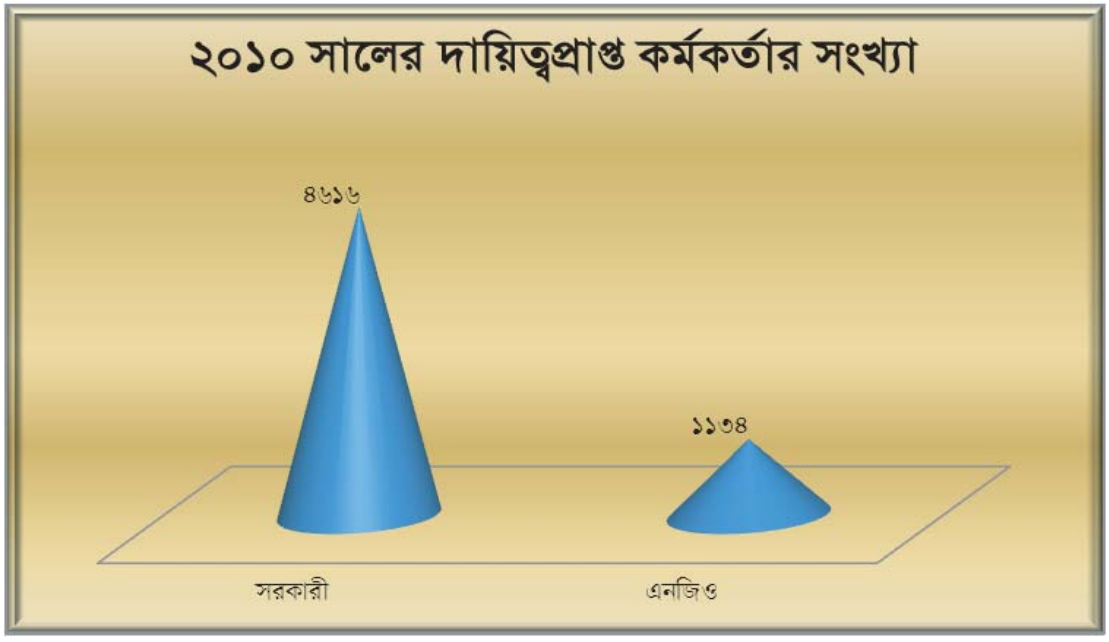

➢ ২০১১ সালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা

সরকারী	৩২২২ জন
এনজিও	১৩৩৮ জন

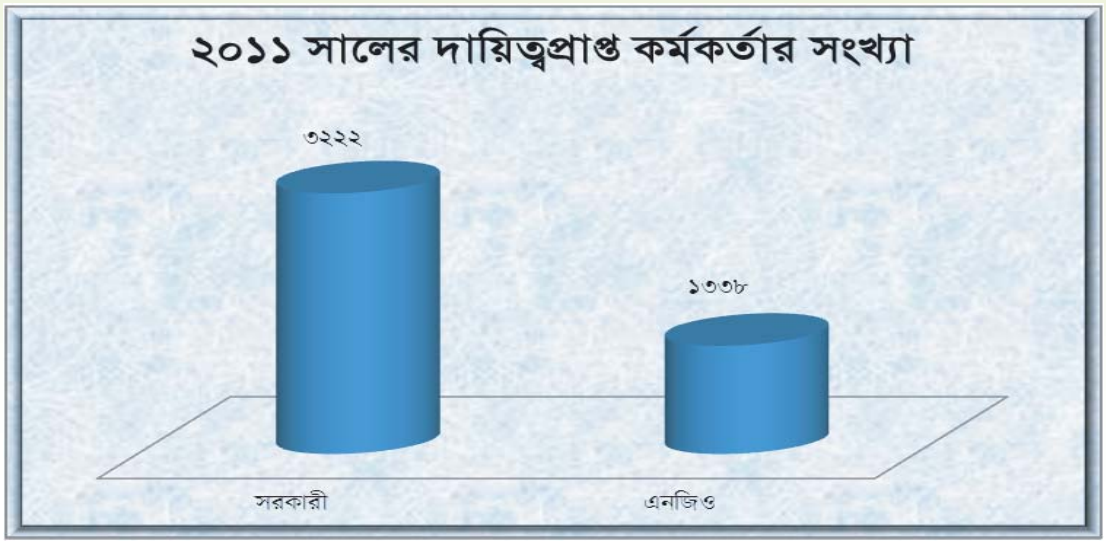

➢ ২০১২ সালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা

সরকারী	২২৪৬ জন
এনজিও	৬১৩ জন

➢ ২০১৩ সালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা

সরকারী	৪৫২৯ জন
এনজিও	৫৮৩ জন

তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নাম ও পদবী	*যোগাযোগের ঠিকানা*	*আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর নাম ও পদবী*	*যোগাযোগের ঠিকানা*
মোঃ সালাহ উদ্দিন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	ফোনঃ ০২-৮১৮১২১৯ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৭১০-৬৮৫৯৮৭ ই-মেইলঃ doinfocom@gmail.com	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন সচিব	ফোনঃ ০২-৯১১১৫৯০ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৮১১১১৬২৮৪৬ ই-মেইলঃ hmforhad1@gmail.com

তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ২০১৩ সালে মোট ২৪টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সবকটি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা ০৩টি। শুনানীর মাধ্যম ০৩টি আপীল আবেদনই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তথ্য মূল্য বাবদ আদায় হয়েছে ৩৭৮/- (তিনশত আটাত্তর) টাকা।

তথ্য মূল্য সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর নিম্নরূপ ঃ

১	৩	৩	০	১	০	০	০	১	১	৮	০	৭

২.৩ জেলা পর্যায় ও অন্যান্য পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশন সমগ্র দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে চলছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং তথ্য কমিশনের উদ্যোগে তথ্য কমিশনে এসব প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। রংপুরে রংপুর বিভাগের আটটি জেলার ৪৩৪ জন, সিলেটে সিলেট বিভাগের চারটি জেলার ২৬১ জন, ঝিনাইদহ জেলায় ১৬৫ জন, সাতক্ষীরা জেলায় ২০৪ জন, খুলনা জেলায় ১০২ জন, নোয়াখালী জেলায় ৮৮ জন, পাবনা জেলায় ১৭৩ জন, জামালপুর জেলায় ১২৮ জন, নাটোর জেলায় ৮৯ জন, কুমিল্লা জেলায় ৩৯৮ জন, বগুড়া জেলায় ১৩১ জন, কক্সবাজার জেলায় ১৫৫ জন, টাঙ্গাইল জেলায় ৩৪৪ জন, রাঙ্গামাটি জেলায় ৮৬ জন, রাজশাহী জেলায় ১৮৩ জন, জয়পুরহাট জেলায় ৭১ জন, ঝালকাঠি জেলায় ১১৪ জন, পিরোজপুর জেলায় ১৪৮ জন, নওগাঁ জেলায় ১০১ জন, শরিয়তপুর জেলায় ৬২ জন, মাদারীপুর জেলায় ৯৮ জন, বাগেরহাট জেলায় ১০৯ জন, লক্ষ্মীপুর জেলায় ১০৪, চাঁদপুর জেলায় ৯৫ জন, চট্টগ্রাম জেলায় ১৪১, সিরাজগঞ্জ জেলায় ১২৫ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য কমিশনে ২০১০ সালে ১৫২ জন এবং ২০১১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বদলিজনিত কারণে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে তথ্য কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরূপ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই ২০১৩ সাল থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং শিক্ষক, সাংবাদিক, মসজিদের ইমামগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৩ সালে জেলা পর্যায়ে ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৭১ জন, পঞ্চগড় জেলায় ১৮০ জন, মৌলভীবাজার জেলায় ২০১ জন, সুনামগঞ্জ জেলায় ২০২ জন, খাগড়াছড়ি জেলায় ১০০ জন, বরগুনা জেলায় ৭৯ জন, পটুয়াখালী জেলায় ৮৩ জন, ঢাকা জেলায় ১৯১ জন, গোপালগঞ্জ জেলায় ১০১ জন, ভোলা জেলায় ১৩১ জন, গাজীপুর জেলায় ১০০ জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১৩২ জন সর্বমোট ১৬৭১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৩ সালে উপজেলা পর্যায়ে ফেনী জেলার ফেনী সদর, ফুলগাজি, দাগনভূইয়া উপজেলায় ২২৯ জন, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় ১০৯ জন ও মির্জাপুর উপজেলায় ১৮১ জন, নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় ১৬০ জন ও রায়পুরা উপজেলায় ২৫৭ জন, ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় ১৫৩ জন, কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর ১৬০ জন ও হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর উপজেলায় ১৬২ জন সর্বমোট ১৪১১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, তথ্য মন্ত্রণালয়ের ৫২ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ৫৫ জন কর্মকর্তা, রাজউক এর ৫৯ জন কর্মকর্তা, ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯৪ জন শিক্ষক, সাব-এডিটর ১৩২ জন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি কর্তৃক আয়োজিত ৪৫৮ জন সাংবাদিক, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, রাজশাহী, পুলিশ স্টাফ কলেজ, ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, সিআইডি, ঢাকা এর সর্বমোট ৩৫৫ জন্য পুলিশ কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তথ্য কমিশন, মন্ত্রণালয়, জেলা, উপজেলা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ৪,৩১৩ (২০১২ সন পর্যন্ত) + ৪,১৫৫ (২০১৩ সন পর্যন্ত) = ৮,৪৬৮ জন। তথ্য কমিশন ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা নিজস্ব উদ্যোগে তথ্য অধিকার আইনের ওপর বিভিন্ন সেক্টরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যার তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত রয়েছে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পঞ্চগড় জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বিয়াম ফাউন্ডেশনে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সারদা, রাজশাহীতে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান

তথ্য কমিশনে ১৯-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশনে ৩০-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশনে ৩০-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশনে ১২-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে সাংবাদিকবৃন্দের প্রশিক্ষণ

কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

২.৪ তথ্য কমিশনের নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন

তথ্য কমিশন নিজস্ব ওয়েবসাইট পরিচালনা ও অন্যান্য দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৬,৯৭,২০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশত) টাকা ব্যয়ে নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন করেছে। দুই হাজার গিগাবাইট এর অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এ সার্ভার স্টেশনটির স্থাপন কাজ গত ডিসেম্বর, ২০১১ মাসে সম্পন্ন হয়েছে।

ইউএসএইড ও প্রগতির সহযোগিতায় তথ্য কমিশনের তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্প সম্পন্ন হয়। এতে তথ্য কমিশনের বিদ্যমান যন্ত্রাংশের সাথে আরও ১টি সার্ভার, ২টি নেটওয়ার্ক সুইচ, ১টি রাউটার+ ফায়ারওয়াল, ১টি অনলাইন ইউপিএস, ১টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র, ২টি কম্পিউটার, ১টি Black & White Multifunctionl Common Printer, ১টি Network Color Printer ও কমিশনের বিভিন্ন কক্ষে সুগঠিত Inter Network স্থাপনে ৪৪টি (Node) সংযোগস্থল স্থাপন করা হয়। যার ফলে কমিশনের কম্পিউটার ব্যবহারকারীগণ File Sharing, File Security, Computer Security, Centrally Computer Virus Protection ও File Backup এর সুবিধা সহ সার্ভার থেকে কেন্দ্রিয় ভাবে সকল কম্পিউটার ও তথ্যের সুরক্ষা পাচ্ছে যা কমিশনের কার্যক্রমকে আরও যুগোপযোগী ও বেগবান করেছে।

তাছাড়া তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীগণের জন্য কমিশনের নিজস্ব Domain (www.infocom.gov.bd) এর অনুকূলে ৪৪টি ই-মেইল একাউন্ট চালু করা হয় যা কমিশনের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য করেছে। এছাড়াও এই প্রকল্পে তথ্য কমিশনের একটি নতুন সমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়। যা বর্তমানে চলমান সাইটের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে আরও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২.৫. কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন

গত ১৯ অক্টোবর ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট (www.infocom.gov.bd) শুভ উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্প ও গ্রামীণফোনের সহযোগিতায় তথ্য কমিশন উক্ত ওয়েবসাইট নির্মাণ করে।

উক্ত ওয়েবসাইটে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সারা দেশ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তরের ১৮,২৮১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা ও তথ্য আপলোড করা হয়েছে। উক্ত তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ওয়েবসাইটটিতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, কমিশনের কার্যাবলী, সিদ্ধান্তপত্র, বার্ষিক প্রতিবেদন, নিউজ লেটার, বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রতিবেদন, আপ-কামিং ইভেন্ট, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তব্য, আপীল প্রক্রিয়া, গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে এবং তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনের পদ্ধতি সহজ ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কমিশন নিজস্ব সার্ভার স্থাপন করে ওয়েবসাইটটি আরো উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে গড়ে ২৩৩ জন ব্যক্তি প্রতিদিন তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করে লাভবান হচ্ছেন।

তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন প্রতিবেদনটি পরিশিষ্ট 'খ' তে দেখানো হলো

২.৬ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে মিডিয়ার ভূমিকা

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলো বিশেষতঃ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া উদারতার সাথেই তাদের দায়িত্বপালন করে যাচ্ছে। যখনই কোনো অনুষ্ঠান বা কর্মসূচীর প্রেস কভারেজের জন্য জাতীয় দৈনিকসমূহ, অনলাইন পত্রিকা, নিউজ এজেন্সী, টিভি ও রেডিও চ্যানেলসমূহকে তথ্য কমিশন থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তখনই তারা সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানের বস্তুনিষ্ঠ প্রচারণা করে যাচ্ছে। ফলে জনগণ পত্রিকা, টিভি ও ইন্টারনেট দেখে কিংবা রেডিও শুনে এ আইন সম্পর্কে অবগত হচ্ছে। ফলে তারা তথ্য জানার অধিকার প্রয়োগ করে নিজেদের ক্ষমতায়িত করতে শুরু করেছেন। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

বিটিভি, এটিএন নিউজ, এটিএন বাংলাসহ কিছু টিভি চ্যানেল প্রতিবেদন ও তথ্য কমিশনারদের সাক্ষাৎকার প্রচার করেও এ আইনের প্রচারে অবদান রেখেছে। এজন্য তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট সকল মিডিয়াকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রকাশিত কিছু পত্রিকার প্রকাশনা পরিশিষ্ট 'গ' তে দেয়া হলো

তথ্য অধিকার আইন প্রচারে সহযোগী প্রধান মিডিয়াসমূহের নাম

পিআইডি, বিএসএস, ইউএনবি, বিবিসি, ভোয়া, দৈনিক ইত্তেফাক, কালের কণ্ঠ, প্রথমআলো, যুগান্তর, সমকাল, সংগ্রাম, নয়াদিগন্ত, আমাদের সময়, যায় যায় দিন, সংবাদ, নওরোজ, স্বাধীনসংবাদ, আজকের জনতা, নরসিংদীর কাগজ, দৈনিক জনসংবাদ, দৈনিক ডান্ডিবার্তা (নারায়নগঞ্জ), লোকসমাজ (যশোর), ডেইলি সান, নিউএজ, নিউজটুডে, মিডিয়া ওয়াচ, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, স্টার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সাপ্তাহিক ঢাকা কুরিয়ার, প্রোব ম্যাগাজিন, আইস-টুডে, ব্যাংক বীমা অর্থনীতি, বাংলানিউজ২৪ডটকম, বিডিনিউজ২৪ডটকম, বিডি রিপোর্ট২৪, বাংলা৭১, বার্তা২৪, বিটিভি, এটিএন নিউজ, এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, বৈশাখী টিভি, বাংলাভিশন, ইটিভি, সময় টিভি, মাছরাঙ্গা টিভি, আরটিভি মোহনা টিভি, দেশ টিভি, দিগন্ত টিভি, মাইটিভি, ইসলামিক টিভি, এনটিভি, ইনডিপেন্ডন্ট২৪টিভি, চ্যানেল২৪, চ্যানেল৭১, বাংলাদেশ বেতার, রেডিওটুডে, এবিসিরেডিও, রেডিও সুন্দরবনসহ বেশকিছু কমিউনিটি রেডিও ইত্যাদি ।

২.৭ তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকল্পে তথ্য কমিশন ২০১৪ সালের জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে। রোডম্যাপ অনুসারে তথ্য কমিশন সারা দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ, জনঅবহিতকরণ সভা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, অভিযোগ নিষ্পত্তি, জনবল নিয়োগ, স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ, এসএমএস প্রেরণ, ভয়েস এসএমএস প্রেরণ, টেলিভিশনে স্ক্রল প্রদর্শন, তথ্য অধিকার বিষয়ক জারি গান/নাটিকা প্রচার, ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ, নিউজলেটার প্রকাশ, তথ্য অধিকার বিষয়ক অন্যান্য প্রকাশনা প্রকাশ, তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক গবেষণাকর্ম সম্পাদন প্রভৃতি বিষয়ে কর্মকা- পরিচালনা ও অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তথ্য কমিশন নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে ।

২.৮ তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রকাশনা বিতরণ

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সারা দেশে মন্ত্রণালয় হতে উপজেলা পর্যন্ত সরকারী দপ্তরসমূহে তথ্য অধিকার আইন ও এতদ্সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকাশনা বিতরণ করা হয়। ২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন জাতীয় সংসদ সদস্যগণের জন্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা/উপজেলায় এবং সংবাদ পত্র/নিউজ এজেন্সি, টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও/কমিউনিটি রেডিও সমূহের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম, আপীল আবেদন ফরম, অভিযোগ দায়েরের ফরম বিতরণের জন্য দেশের সকল জেলায়, মন্ত্রনালয়ে এবং বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। ২০১৩ সালে জেলা পর্যায়ে ঠোকুরগাঁও, পঞ্চগড়, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঢাকা, গোপালগঞ্জ, ভোলা, গাজীপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ফেনী জেলার ফেনী সদর, ফুলগাজি, দাগনভূইয়া উপজেলা, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর, মির্জাপুর উপজেলা, নরসিংদী জেলার পলাশ, রায়পুরা উপজেলা, ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা, কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলা, হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর উপজেলা এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ে, রেলপথ মন্ত্রণালা, রাজউক, ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, সাব-এডিটর, ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিটি কর্তৃক আয়োজিত সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বই বিতরণ করা হয়। এছাড়া ২০১৩ সালে বরগুনা, পটুয়াখালী, ঢাকা, ভোলা, ফেনী, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, মৌলভীবাজার, ও সুনামগঞ্জ জেলা এবং টুঙ্গীপাড়া, চরফ্যাশন ও লালমোহন উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনঅবহিতকরণ সভায় উপস্থিত সকলের মাঝে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বই বিতরণ করা হয় ।

২.৯ তথ্য কমিশনের কর্মতৎপরতা

প্রধান তথ্য কমিশনার এর কর্মতৎপরতা

- ০৮ জানুয়ারী ২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে বাংলাদেশ বেতারে এক সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহন করেন।
- ১৫ জানুয়ারী ২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশন ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে প্রত্নতত্ত্ব ভবনের দ্বিতীয় তলায় তিনটি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় সভায় যোগদান।
- ২৪ জানুয়ারী ২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা কক্ষে ব্রেইল পদ্ধতিতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর প্রকাশিত বই বিতরণ ও সেমিনারে অংশগ্রহন। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু।
- ০৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মত বিনিময়।
- ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের ০১ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণে গোপালগঞ্জ জেলার সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরসমূহের ৮৩ (তিরাশি) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর মাজারে পুস্পস্তবক অর্পন করছেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ ফারুক

- ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা এ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে ঢাকা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও জনঅবহিতকরন সভায় প্রধান অতিথি।
- ১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে কানাডিয়ান হাইকমিশনারের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বাংলাদেশ ও কানাডার তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিষয়ে ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়।
- ৩০ মার্চ ২০১৩ তারিখে ভোলা জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণে ভোলা জেলার সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরসমূহের ১৩১ (একশত একত্রিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।
- ২৩ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে পরিসংখ্যান ভবনে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যাবস্থাপনা বিভাগ এর সভাপতিত্বে পরিসংখ্যান বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি। মতবিনিময় সভায় ৬৫জন কর্মকর্ত উপস্থিত ছিলেন।
- ০৫ মে ২০১৩ তারিখে গাজীপুর জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণে গাজীপুর জেলার সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরসমূহের ১০০ (একশত) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

- ০৬ মে ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিতব্য 'মুক্ত আলাপ' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তাঁর সাথে তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
- ১৩ মে ২০১৩ তারিখে ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) আয়োজিত "From Obligation to Practice: Making the Dhaka South City Corporation more Transparent and Accessible to People" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- ১৩ মে ২০১৩ তারিখে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ সমীপে তথ্য কমিশনের ২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করেন। এ সময় তথ্য কমিশনের মাননীয় কমিশনারদ্বয় জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের ও অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম এবং তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
- ২২ মে ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এর সাথে অলোচনা হয়।
- ০৯ জুন ২০১৩ তারিখে টিআইবি'র উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি' শীর্ষক গোলটেবিলে অংশগ্রহণ করেন।
- ২৩ জুন ২০১৩ তারিখে মাধবী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমীপে তথ্য কমিশনের ২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করেন। এ সময় তথ্য কমিশনের মাননীয় কমিশনারদ্বয় জনাব মোঃ আবু তাহের ও অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম এবং তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
- ০৭ জুলাই ২০১৩ তারিখে ঢাকা রিপোর্টাস ইউনিট এর 'ডিআরইউ-সাগর রুনী' মিলনায়তনে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বিষয়ক সাংবাদিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।
- ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে সকালে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস পালন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বর থেকে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী পর্যন্ত র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন এনজিও এর যৌথ উদ্যোগে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীতে দিনব্যাপী এক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু।
- ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) সম্মেলন কক্ষে ঢাকা রিপোর্টাস ইউনিটির তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠাণে উপস্থিত ছিলেন।
- ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে ঢাকার ব্র্যাক সেন্টার মিলনায়তনে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে চাহিদা বৃদ্ধিঃ চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গোলটেবিল অনুষ্ঠাণে অন্যতম আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকেন।
- ০৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ওপর সরকারী ও বেসরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
- 13 November 2013: attend as Chief Guest at a meeting to launch a report on "Stakeholders' Perception Survey on the Functioning of the Information Commission in Implementing the Right to Information Act, 2009" in the Conference Room of the Information Commission, Bangladesh.
- ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশন সম্মেলন কক্ষে MRDI ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে আয়োজিত 'Promoting Citizen' Access to Information শীর্ষক প্রকল্প অবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহন করেন।
- ২৬ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশন সম্মেলন কক্ষে সাব-এডিটরগণদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
- ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে প্রশিকা মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ট্রাস্ট, কৈট্টা, মানিকগঞ্জে আইন ও সালিশ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত (২৫-২৭ ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত) তৃণমূল পর্যায়ে মানবাধিকার কর্মীদের নিয়ে সম্মেলন 'তথ্য অধিকার নিয়ে আইন ও সালিস কেন্দ্রের কার্যক্রমের দুই বছর ঃ অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং করণীয় নির্ধারন' শীর্ষক আলোচনায় প্রধান আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ।
- ৩০ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশন মিলনায়তনে ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের কর্তৃক অংশগ্রহণকৃত বিভিন্ন সভা/অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্তসার ।

০২ জানুয়ারী, ২০১৩ ঃ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ০২-০১-২০১৩ তারিখ সন্ধ্যা ০৬:৩০ মিঃ থেকে রাত ০৮:০০ মিঃ পর্যন্ত এনএপিডি এর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৪৯ ও ৫০ তম বিশেষ বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৭৫ (পঁচাত্তর) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

০৫ জানুয়ারী, ২০১৩ ঃ সিরডাপ কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ০৫-০১-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:০০ মিঃ থেকে দুপুর ০১:০০ মিঃ পর্যন্ত সিরডাপ এর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর "তৃণমূলে তথ্য অধিকার " শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ১২৫ (একশত পঁচিশ) জন।

১৫ জানুয়ারী, ২০১৩ ঃ ১৫-০১-২০১৩ তারিখ বিকাল ০৩:০০ মিঃ থেকে বিকাল ০৫:০০ মিঃ পর্যন্ত হোটেল সারিনায় অনুষ্ঠিত 'ইন্টারনেটে মতপ্রকাশের অধিকার' শীর্ষক জনসংলাপ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ) জন।

১৬ জানুয়ারী, ২০১৩ ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ১৬-০১-২০১৩ তারিখ দুপুর ০২:৩০ মিঃ থেকে বিকাল ০৪:৩৫ মিঃ পর্যন্ত বিয়ামের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৩৪ তম বিশেষ বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৬০ (ষাট) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

২৩ জানুয়ারী, ২০১৩ ঃ ঢাকাস্থ গণপূর্ত ট্রেনিং একাডেমী কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২৩-০১-২০১৩ তারিখ দুপুর ০২:০০ মিঃ থেকে বিকাল ০৩:৪৫ মিঃ পর্যন্ত গণপূর্ত ট্রেনিং একাডেমী এর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পিডব্লিউডি এর বিসিএস (ইঞ্জিনিয়ার) ক্যাডারের ৭৫ (পঁচাত্তর) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

২৪ জানুয়ারী, ২০১৩ ঃ তথ্য কমিশনের সেমিনার কক্ষে ২৪-০১-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:০০ মিঃ থেকে দুপুর ০১:০০ মিঃ পর্যন্ত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্যে ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উন্মোচন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৫০ (পঞ্চাশ) জন।

২৫ জানুয়ারী, ২০১৩ ঃ ২৫-০১-২০১৩ তারিখ বিকাল ০৪:৪৫ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ০৬:৩০ মিঃ পর্যন্ত বঙ্গভবনে আয়োজিত পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

৩১ জানুয়ারী, ২০১৩ ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ৩১-০১-২০১৩ তারিখ সন্ধ্যা ০৬:০০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ০৭:৩৫ মিঃ পর্যন্ত বিয়াম ফাউন্ডেশনে স্কুল সংক্রান্ত কমিটি সভায় অংশগ্রহণ।

০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ ঃ বিগত ০৭-০২-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:১৫ মিঃ থেকে দুপুর ০১:১৫ মিঃ পর্যন্ত তথ্য কমিশনের সেমিনার কক্ষে বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিগণের সাথে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ।

১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ ঃ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) এর মহাপরিচালকের আমন্ত্রণক্রমে ১২-০২-২০১৩ তারিখ দুপুর ০২:৩০ মিঃ থেকে বিকাল ০৪:৩০ মিঃ পর্যন্ত নায়েমের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ১৩৭ তম বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের ১৮২ (একশত বিরাশি) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ ঃ সমাজসেবা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালকের আমন্ত্রণক্রমে ১৩-০২-২০১৩ তারিখ সকাল ১১:০০ মিঃ থেকে দুপুর ১২:০০ মিঃ পর্যন্ত অধিদপ্তরের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে ঘূর্ণায়মান তহবিল ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের ৪০ (চল্লিশ) জন সমাজসেবা কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ ঃ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২০-০২-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ থেকে দুপুর ০২:৩০ মিঃ পযন্ত একুশে পদক প্রদান ২০১৩ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২৫-০২-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ থেকে দুপুর ০২:৩০ মিঃ পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এর অধিনস্থ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ১৯১ (একশত একানব্বই) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ ঃ ঢাকা, আগারগাঁও এ ২৭-০২-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ থেকে সকাল ১১:৩০ মিঃ পর্যন্ত বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

০৬ মার্চ ২০১৩ ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ০৬-০৩-২০১৩ তারিখ দুপুর ০২:৩০ মিঃ থেকে বিকাল ০৪:৩৫ মিঃ পর্যন্ত বিয়ামের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৩৫ তম বিশেষ বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

১৩ মার্চ ২০১৩ ঃ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৩-০৩-২০১৩ তারিখ বিকাল ০৩:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ০৬:০০ মিঃ পর্যন্ত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১১ প্রদান উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ১৩-০৩-২০১৩ তারিখ সন্ধ্যা ০৬:৩০ মিঃ থেকে রাত ০৮:০০ মিঃ পর্যন্ত এনএপিডি এর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৫১ ও ৫২ তম বিশেষ বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ১০০ (একশত) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

২৪ মার্চ ২০১৩ ঃ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২৪-০৩-২০১৩ তারিখ সকাল ০৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ১২:০০ মিঃ পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মহামান্য রাষ্ট্রপতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

২৫ মার্চ ২০১৩ ঃ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২৫-০৩-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:০০ মিঃ থেকে দুপুর ০১:০০ মিঃ পর্যন্ত স্বাধীনতা পদক ২০১৩ প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

২৬ মার্চ ২০১৩ ঃ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৬-০৩-২০১৩ তারিখ ভোর ০৫:৩০ মিঃ থেকে সকাল ০৬:৩০ মিঃ পর্যন্ত সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তাবক অর্পণ অনুষ্ঠানে অংগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ২৬-০৩-২০১৩ তারিখ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে সকাল ০৮:৩০ মিঃ থেকে সকাল ১১:৩০ মিঃ পর্যন্ত শিশু-কিশোর সমাবেশ অনুষ্ঠানে অংগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

০৮ এপ্রিল, ২০১৩ ঃ সমাজসেবা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালকের আমন্ত্রণক্রমে ০৮-০৪-২০১৩ তারিখ দুপুর ০২:৩০ মিঃ থেকে বিকাল ০৪:৩০ মিঃ পর্যন্ত অধিদপ্তরের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৩৬ তম বিশেষ বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে ৮২ (চল্লিশ) জন সমাজসেবা কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

২৩ এপ্রিল, ২০১৩ ঃ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২৩-০৪-২০১৩ তারিখ সকাল ০৯:৩০ মিঃ থেকে দুপুর ১২:৩০ মিঃ পর্যন্ত সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ২০১৩ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

২৪ এপ্রিল, ২০১৩ ঃ কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ২৪-০৪-২০১৩ তারিখ সকাল ১১:০০ মিঃ থেকে দুপুর ১২:৩০ মিঃ পর্যন্ত ঢাকা-নারায়নগঞ্জ-ঢাকা রুটে কমিউটার ট্রেন সার্ভিস এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

০৮ মে, ২০১৩ ঃ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ০৮-০৫-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ থেকে দুপর ১২:৩০ মিঃ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫২ তম জন্মবার্ষিকী ও নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্তির শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

০৯ মে, ২০১৩ ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ০৯-০৫-২০১৩ তারিখ দুপুর ০২:৩০ মিঃ থেকে বিকাল ০৪:৩৫ মিঃ পর্যন্ত বিয়ামের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৩৬ তম বিশেষ বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

১১ মে, ২০১৩ ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ১১-০৫-২০১৩ তারিখ সকাল ১১:৩০ মিঃ থেকে দুপুর ০১:৩৫ মিঃ পর্যন্ত বিয়ামের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৩৬ তম বিশেষ বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

১৩ মে, ২০১৩ ঃ সিরডাপ মিলনায়তনে ১৩-০৫-২০১৩ তারিখ সকাল ০৯:৩০ মিঃ থেকে দুপুর ০১:৩০ মিঃ পর্যন্ত রিইব কর্তৃক আয়োজিত 'কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভস' এর সাথে যৌথভাবে আয়োজিত সোমিনারে অংশগ্রহণ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে বিকাল ০৪:১৫ মিঃ থেকে বিকাল ০৫:১৫ মিঃ পর্যন্ত তথ্য কমিশনের ২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

২০ মে, ২০১৩ ঃ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২০-০৫-২০১৩ তারিখ সন্ধ্যা ০৭:০০ মিঃ থেকে রাত ০৮:৩০ মিঃ পর্যন্ত এনএপিডি এর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৫৩ ও ৫৪ তম বিশেষ বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৭৫ (পঁচাত্তর) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

২৫ মে, ২০১৩ ঃ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২৫-০৫-২০১৩ তারিখ সকাল ০৯:৩০ মিঃ থেকে দুপুর ১২:৩০ মিঃ পর্যন্ত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৪ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

২৭ মে, ২০১৩ ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২৭-০৫-২০১৩ তারিখ সকাল ১১:৩০ মিঃ থেকে দুপুর ০১:৩৫ মিঃ পর্যন্ত বিয়ামের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৩৭ তম বিশেষ বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

০৫ জুন, ২০১৩ ঃ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:০০ মিঃ থেকে দুপুর ০১:০০ মিঃ পর্যন্ত বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৩ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

০৯ জুন, ২০১৩ ঃ টিআইবি'র উদ্যোগে ০৯-০৬-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ থেকে দুপুর ০১:৩০ মিঃ পর্যন্ত 'জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ১২৫ (একশত পঁচিশ) জন।

১৩ জুন, ২০১৩ ঃ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) এর মহাপরিচালকের আমন্ত্রণক্রমে ১৩-০৬-২০১৩ তারিখ দুপুর ০২:৩০ মিঃ থেকে বিকাল ০৪:৩০ মিঃ পর্যন্ত নায়েমের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৩৮ তম বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের ১৫৮ (একশত আটান্ন) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

২৩ জুন, ২০১৩	ঃ	**প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২৩-০৬-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:০০ মিঃ থেকে দুপুর ১২:০০ মিঃ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে তথ্য কমিশনের ২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।**
২৬ জুন, ২০১৩	ঃ	তথ্য মন্ত্রণালয় এর আমন্ত্রণক্রমে ২৬-০৬-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:০০ মিঃ থেকে দুপুর ০১:০০ মিঃ পর্যন্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ের অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তথ্য মন্ত্রণালয় এর ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং এর অধিনস্থ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ৫২ (বায়ান্ন) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।
০২ জুলাই ২০১৩	ঃ	বঙ্গভবনে ০২-০৭-২০১৩ তারিখ বিকাল ০৫:০০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ০৬ঃ০০ পর্যন্ত প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান এর আত্মার মাগফিরাত কামনায় মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।
০৭ জুলাই ২০১৩	ঃ	ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ০৭-০৭-২০১৩ তারিখ দুপুর ১২:০০ মিঃ থেকে দুপুর ০২:০০ মিঃ পর্যন্ত ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি এর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক সাংবাদিক কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান। ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।
০৮ জুলাই ২০১৩	ঃ	০৮-০৭-২০১৩ তারিখ দুপুর ০২:৫০ মিঃ থেকে বিকাল ০৪:৫০ মিঃ পর্যন্ত বাংলাদেশ জাদুঘর এর শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।
১৫ জুলাই ২০১৩	ঃ	ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ১৫-০৭-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:০০ মিঃ থেকে দুপুর ০১:০০ মিঃ পর্যন্ত ডিআরইউ এর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক সাংবাদিক কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান। ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।
২২ জুলাই ২০১৩	ঃ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২২-০৭-২০১৩ তারিখ বিকাল ০৪:৩০ মিঃ থেকে বিকাল ০৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত বিয়াম ফাউন্ডেশনে পরিচালনা বোর্ডের ৪২ তম সভা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। ২২-০৭-২০১৩ তারিখ সন্ধ্যা ০৬:০০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ০৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত বঙ্গভবনে আয়োজিত পবিত্র পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ইফতার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ
২৮ জুলাই ২০১৩	ঃ	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২৮-০৭-২০১৩ তারিখ সকাল ১১:৩৫ মিঃ থেকে দুপুর ১২:৪৫ মিঃ পর্যন্ত এনএপিডি এর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । মৌল অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সে বিটিআরসি ৪৭ (সাতচল্লিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।
৩০ জুলাই ২০১৩	ঃ	গণভবনে ৩০-০৭-২০১৩ তারিখ সন্ধ্যা ০৬:০০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ০৭:০০ মিঃ পর্যন্ত পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ইফতার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।
১২ আগষ্ট ২০১৩	ঃ	বাংলাদেশ সচিবালয়ে ১২-০৮-২০১৩ তারিখ বিকাল ০৩:০০ মিঃ থেকে বিকাল ০৫:০০ মিঃ পর্যন্ত তথ্যমন্ত্রীর অফিস কক্ষে মাননীয় তথ্য মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়।
১৯ আগষ্ট ২০১৩	ঃ	আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১৯-০৮-২০১৩ তারিখ সকাল ১১:০০ মিঃ থেকে দুপুর ০১:০০ মিঃ পর্যন্ত তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য প্রস্তুতিমূলক সভায় অংশগ্রহণ।
২০ আগষ্ট ২০১৩	ঃ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২০-০৮-২০১৩ তারিখ বিকাল ০৩:০০ মিঃ থেকে বিকাল ০৫:০০ মিঃ পর্যন্ত বিয়ামের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৩৮ তম বিশেষ বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ২৮ (আটাশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।
২৫ আগষ্ট ২০১৩	ঃ	রাজউক এর চেয়ারম্যানের সাথে ২৫-০৮-২০১৩ তারিখ বিকাল ০৪:০০ মিঃ থেকে বিকাল ০৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনা । Inaugural

session of the Asia Workshop on Global Partnership for Effective Development Cooperation.

২৬ আগষ্ট ২০১৩ ঃ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২৬-০৮-২০১৩ তারিখ সন্ধ্যা ০৭:২০ মিঃ থেকে রাত ০৮:৩০ মিঃ পর্যন্ত এনএপিডি এর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । বিশেষ বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৪৭ (সাতচল্লিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

০২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ঃ ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ০২-০৯-২০১৩ তারিখ বিকাল ০৩:০০ মিঃ থেকে বিকাল ০৫:০০ মিঃ পর্যন্ত তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ঃ আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ০৮-০৯-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:০০ মিঃ থেকে সকাল ১১:০০ মিঃ পর্যন্ত ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।
বাংলাদেশ সচিবালয়ে, মাননীয় আইন মন্ত্রীর অফিস কক্ষে সকাল ১১:৩০ মিঃ থেকে সকাল ১২:৩০ মিঃ পর্যন্ত আইন মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ঃ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনরে ১৮-০৯-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ থেকে সকাল ১১:৩০ মিঃ পর্যন্ত আগারগাঁওস্থ নব নির্মিত ভবন এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ঃ রেল মন্ত্রণালয় এর আমন্ত্রণক্রমে ২৬-০৯-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:০০ মিঃ থেকে দুপুর ০১:০০ মিঃ পর্যন্ত রেল ভবন এর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রেল মন্ত্রণালয় এবং এর অধিনস্থ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ৫৫ (পঞ্চান্ন) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ঃ আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৮-০৯-২০১৩ তারিখ সকাল ০৯:৩০ মিঃ থেকে সকাল ১০:১৫ মিঃ পর্যন্ত র‍্যালিতে অংশগ্রহণ ।
আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সকাল ১০:৩০ মিঃ থেকে দুপুর ১২:৩০ মিঃ পর্যন্ত জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীর সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। অনুষ্ঠানে মাননীয় তথ্য মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ঃ প্রেস ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২৯-০৯-২০১৩ তারিখ দুপুর ১২:৩০ মিঃ থেকে দুপুর ০২:৩০ মিঃ পর্যন্ত পিআইবি এর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ঃ রাজউক কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ৩০-০৯-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:০০ মিঃ থেকে দুপুর ০১:০০ মিঃ পর্যন্ত রাজউক এর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রাজউক এর ৫৯ (উনষাট) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

০১ অক্টোবর ২০১৩ ঃ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ০১-১০-২০১৩ তারিখ দুপুর ০২:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ০৬:০০ মিঃ পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা এবং মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

০৭ অক্টোবর ২০১৩ ঃ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ০৭-১০-২০১৩ তারিখ সন্ধ্যা ০৭:০০ মিঃ থেকে রাত ০৮:৩০ মিঃ পর্যন্ত এনএপিডি এর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৫৬ ও ৫৭ তম বিশেষ বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৬১ (একষট্টি) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।

০৯ অক্টোবর ২০১৩ ঃ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ০৯-১০-২০১৩ তারিখ সকাল ০৯:৩০ মিঃ থেকে সকাল ১০:৪৫ মিঃ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কার প্রদান ও ডিজিটাল ব্যাংকিং উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রনক্রমে সকাল ১১:৩০ মিঃ হতে দুপুর ০১ঃ৩০ মিঃ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের মানব সম্পদ উন্নয়ন কোর্সের সমাপনী অধিবেশনে প্রদান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ।

২৪ অক্টোবর ২০১৩	ঃ	জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) এর মহাপরিচালকের আমন্ত্রণক্রমে ২৪-১০-২০১৩ তারিখ দুপুর ০২:৩০ মিঃ থেকে বিকাল ০৪:৩০ মিঃ পর্যন্ত নায়েমের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ১৩৯ তম বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের ১৭৩ (একশত তেয়াত্তর) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।
২৮ অক্টোবর ২০১৩	ঃ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২৮-১০-২০১৩ তারিখ দুপুর ০২:৩০ মিঃ থেকে বিকাল ০৪:৩৫ মিঃ পর্যন্ত বিয়ামের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৩৯ তম বিশেষ বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।
০৪ নভেম্বর ২০১৩	ঃ	বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)'র ০৪-১১-২০১৩ তারিখ সকাল ১০:০০ মিঃ থেকে সকাল ১১:৩০ মিঃ পর্যন্ত নবনির্মিত আটতলা ভবন এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।
১৩ নভেম্বর ২০১৩	ঃ	বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট ও এফএনএফ বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ১৩-১১-২০১৩ তারিখ সকাল ১১:০০ মিঃ থেকে দুপুর ০১:০০ মিঃ পর্যন্ত সভা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।
২৩ নভেম্বর ২০১৩	ঃ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২৩-১১-২০১৩ তারিখ বিকাল ০৫:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ০৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত বিয়াম ফাউন্ডেশনে পরিচালনা বোর্ডের ৪৪ তম সভা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।
১১ ডিসেম্বর ২০১৩	ঃ	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ১১-১২-২০১৩ তারিখ সন্ধ্যা ০৬:০০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ০৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত এনএপিডি এর অডিটরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৫৮ ও ৫৯ তম বিশেষ বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৩৪ (চৌত্রিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।
১৬ ডিসেম্বর ২০১৩	ঃ	মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বঙ্গভবনে ১৬-১২-২০১৩ তারিখ বিকাল ০৩:৩০ মিঃ থেকে বিকাল ০৫:০০ মিঃ পর্যন্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।
২৫ ডিসেম্বর ২০১৩	ঃ	বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৫০ বছরের শুভ সূচনার ২৫-১২-২০১৩ তারিখ বিকাল ০৩:৩০ মিঃ থেকে বিকাল ০৫:০০ মিঃ পর্যন্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মহামান্য রাষ্ট্রপতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।
২৬ ডিসেম্বর ২০১৩	ঃ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে ২৬-১২-২০১৩ তারিখ দুপুর ০২:৩০ মিঃ থেকে বিকাল ০৪:৩৫ মিঃ পর্যন্ত বিয়ামের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ৪০ তম বিশেষ বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় ।
৩০ ডিসেম্বর ২০১৩	ঃ	তথ্য কমিশনের আন্ত্রণক্রমে ঢাকা মাহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষককৃন্দ ৩০-১২-২০১৩ তারিখ সকাল ০৯:৩০ মিঃ থেকে দুপুর ১২:৩০ মিঃ পর্যন্ত তথ্য কমিশনের সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । ১৭ (সতের) জন শিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় । বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পকলা পদক ২০১৩ প্রদান বিকাল ০৩:০০ মিঃ থেকে বিকাল ০৫ঃ০০ মিঃ পর্যন্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। মহামান্য রাষ্ট্রপতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এর ২০১৩ সালে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের তালিকা

- (১৯-১২-২০১৩) -Speaker- Right to Information Act 2009 আয়োজনে: Civil Aviation Training Center, Dhaka. প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩১ জন।
- (১৮-১২-২০১৩) -Resource Person- Empowerment of the Common People and Right to Information আয়োজনে: Empowerment Through Law of the Common People (ElCOP), Dhaka. প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪৬ জন।
- (১৫-১২-২০১৩) -সম্মানিত আলোচক- মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে 'বিজয়ের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' শীর্ষক আলোচনা সভা আয়োজনে: বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ঢাকা।
- (১৪-১২-২০১৩) -বিশেষ অতিথি- 'তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে দলিত নারীদের উদ্বুদ্ধকরণ' এবং বার্ষিক দলিত ও বঞ্চিত নারী অধিকার সম্মেলন শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ আয়োজনে: বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত নারী ফেডারেশন ও নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা।
- (০২-১১-২০১৩) -বিশেষ পর্যবেক্ষক- আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি শীর্ষক গণশুনানীতে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার আয়োজনে: ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি), সম্প্রীতি মঞ্চ, জনউদ্যোগ ও কাপেং ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
- (২১-১০-২০১৩) -বিশেষ অতিথি- মানবাধিকার কমিশনের আইন নিয়ে পর্যালোচনা আয়োজনে: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
- (০৫-১০-২০১৩) -Chief Guest- Gender & RTI: National Seminar on Gender Policy in Bangladesh: Strategies, Constraints and Challenges আয়োজনে: North South University & Ministry of Women and Children Affairs Government of Bangladesh, Dhaka.
- (৩০-০৯-২০১৩) -প্রধান আলোচক- 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে চাহিদা বৃদ্ধি: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা' আয়োজনে: তথ্য অধিকার ফোরাম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
- (২৯-০৯-২০১৩) -প্রধান অতিথি- 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' আয়োজনে: এমআরডিআই, যশোর।
- (২৮-০৯-২০১৩) -স্বাগত বক্তা- 'আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৩' আয়োজনে: তথ্য কমিশন, আর্টিকেল-১৯, মানুষের জন্য, টিআইবি, এমআরডিআই, বিএনএনআরসি, ডি-নেট, ডেমোক্রেসি ওয়াচ,আইআইডি, এমএমসি, নিজেরা করি, নাগরিক উদ্যোগ, রিইব।
- (১৫-০৯-২০১৩) -বিশেষ অতিথি- 'বৈচিত্র্যের ঐক্যতানে আদিবাসী সংস্কৃতি' শীর্ষক আলোচনা সভা আয়োজনে: বাংলাদেশ আদিবাসী কালচারাল ফোরাম, ঢাকা।
- (১৪-০৯-২০১৩) -বিশেষ অতিথি- 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরীতে গণমাধ্যমের ভূমিকা' আয়োজনে: জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা, ঢাকা।
- (০৮-০৯-২০১৩) -বিশেষ অতিথি- 'প্রতিবন্ধী নারীদের অধিকার এবং তাদের নির্যাতন বিষয়ক সমস্যার অগ্রগতির ক্ষেত্রে সরকারী ও এনজিও পৃষ্ঠপোষকদের ভূমিকা' আয়োজনে: প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ ঢাকা।
- (২৫-০৮-২০১৩) -Speaker- RTI, Gender & Social Issues আয়োজনে: BRAC, Dhaka. প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫১ জন।
- (২১-০৮-২০১৩) -Chair- National Tripartite Seminar on Indigenous Peoples, Employment and Social Dialogue in Bangladesh: Key relevant ILO standards and CEACR observation on indigenous peoples and employment in Bangladesh আয়োজনে: ILO, Dhaka.
- (14-07-2013) -Guest Speaker- Civil and Political Rights of Persons with Disabilities in Bangladesh আয়োজনে: ADD International, Dhaka.
- (08-07-2013) -Guest of Honor Speaker- Women Against Violence in Elections আয়োজনে: USAID, UK Aid & International Foundation for Electoral Systems (IFES) Dhaka.
- (০৭-০৭-২০১৩) -বিশেষ অতিথি- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনে: ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট (ডিআরইউ), তথ্য মন্ত্রণালয় এবং তথ্য কমিশন, ঢাকা। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪২ জন।

- (০৭-০৭-২০১৩) -অতিথি বক্তা- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে জেলা পর্যায়ের ১২ জন সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজনে: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং NGO ফোরাম, ঢাকা। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১২ জন।
- (০৫-০৭-২০১৩ হতে ০৬-০৭-২০১৩) -অতিথি বক্তা- সাংবাদিকদের প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান আয়োজনে: ভোরের কাগজ, কক্সবাজার।
- (০৩-০৭-২০১৩) -অতিথি বক্তা- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে আলোচনা আয়োজনে: ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, সিআইডি, ঢাকা। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪৪ জন।
- (১৬-০৬-২০১৩) -অতিথি বক্তা- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে আলোচনা আয়োজনে: ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, সিআইডি, ঢাকা। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪১ জন।
- (০৮-০৬-২০১৩) -অতিথি বক্তা- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং Gender Issues and Women Empowerment বিষয়ে পাঠদান আয়োজনে: বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহী। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৯৪ জন।
- (০৬-০৬-২০১৩) -প্রধান আলোচক- Right to Information Act, 2009: Law & Order আয়োজনে: Police Staff College Bangladesh, Dhaka. প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩৯ জন।
- (০৪-০৬-২০১৩) -আলোচক- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান আয়োজনে: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন, ঢাকা। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫৩ জন।
- (০২-০৬-২০১৩) -অতিথি বক্তা- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে আলোচনা আয়োজনে: ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, সিআইডি, ঢাকা। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩৭ জন।
- (০১-০৬-২০১৩) -আলোচক- "ভূমি-পানি ব্যবস্থাপনা ও তার স্থায়িত্বশীলতা: বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী খিয়াং জনগোষ্ঠীর জীবন অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিত" শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ আয়োজনে: এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি) ঢাকা।
- (০১-০৬-২০১৩) -বিশেষ অতিথি- 'খাস জমিতে দরিদ্র ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা: বিদ্যমান বাঁধাসমূহ ও উত্তরণে করণীয়' আয়োজনে: USAID, Care Bangladesh & European Union, Dhaka.
- (২৭-০৫-২০১৩) -প্রধান অতিথি- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে জনঅবহিতকরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষকে (০১) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান আয়োজনে: জেলা প্রশাসন, ফেনী। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২২৯ জন।
- (১৩-০৫-২০১৩) -বিশেষ অতিথি- "From Obligation to Practice: Making the Dhaka South City Corporation more Transparent and Accessible to People": Use of RTI আয়োজনে: রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ্স, বাংলাদেশ (রিইব) ঢাকা।
- (০৮-০৫-২০১৩) -রিসোর্স পারসন- তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারা সম্পর্কে আলোচনা এবং ইউপি সচিবদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনে: জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) ঢাকা। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫৬ জন।
- (২৪-০৪-২০১৩) -রিসোর্স পারসন- 'Right to Information Act, 2009' Training Session Bangladesh আয়োজনে: Public Administration Training Centre (BPATC), Savar. প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২৪৫ জন।
- (১৮-০৪-২০১৩) -রিসোর্স পারসন- তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারা সম্পর্কে আলোচনা এবং ইউপি সচিবদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনে: জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) ঢাকা। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫৯ জন।
- (০৯-০৪-২০১৩) -রিসোর্স পারসন- তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারা সম্পর্কে আলোচনা এবং ইউপি সচিবদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনে: জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) ঢাকা। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৬১ জন।
- (২২-০৩-২০১৩) -আলোচক- High Level Policy Dialogue on the status of the CHT Peace Accord আয়োজনে: আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস, ঢাকা।
- (০২-০৩-২০১৩) -আলোচক- যৌন সহিংসতা: প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, প্রতিকার শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠক আয়োজনে: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, অ্যাকশন এইড ও প্রথম আলো, ঢাকা।
- (২৪-০১-২০১৩) -স্বাগত বক্তা- ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর উন্মোচন আয়োজনে: তথ্য কমিশন বাংলাদেশ।

তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এর ২০১৩ সালে বিভিন্ন জেলায় জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

কক্সবাজার

⇒ দৈনিক ভোরের কাগজ এর উদ্যোগে গত ৫ ও ৬ জুলাই ২০১৩ তারিখে কক্সবাজার জেলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে "জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন ২০১৩" তে "গণমাধ্যম ও সাম্প্রতিক বাস্তবতা" শীর্ষক সেমিনার এর আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে মাননীয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হলিম। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মাননীয় তথ্য কমিশনার মহোদয় সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারের উপযোগিতা ও বস্তুনিষ্ঠতা তুলে ধরেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে এটি একটি সাংবাদিক বান্ধব আইন, এর ব্যবহারের ফলে সাংবাদিক তাদের অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট তৈরী করতে পারবে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ভোরের কাগজ এর সম্পাদক শ্যামল দত্ত।

কক্সবাজারে "গণমাধ্যম ও সাম্প্রতিক বাস্তবতা" শীর্ষক সেমিনারে সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে প্রধান অতিথি মাননীয় তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

রাজশাহী

⇒ গত ০৮/০৬/২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীর (সারদা) অধ্যক্ষ এর আমন্ত্রণে মাননীয় তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম রাজশাহী গমন করেন। মাননীয় তথ্য কমিশনার ২৮ তম বি সি (পুলিশ) ক্যাডারদের মৌলিক প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও বর্তমান প্রেক্ষাপট প্রাসঙ্গিকতা এবং Gender Issues and Women Empowerment" বিষয়ে ১৯৪ জন সহকারী পুলিশ সুপারদের (শিক্ষানবীশ) প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী, কমিশনের ভূমিকা, তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী,দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্বসমূহ, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত আপীল অভিযোগ তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের নিয়ম ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষনার্থীদেরকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহীতে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণরত সহকারী পুলিশ সুপারদের একাংশ

মাননীয় তথ্য কমিশনারকে বোর্ড অব থ্যাঙ্কস্ দিচ্ছেন ২৮ তম বি সি এস (পুলিশ) ক্যাডারের সহকারী পুলিশ সুপার (শিক্ষানবীশ)

ফেনী

⇒ তথ্য কমিশনের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসন ফেনী এর সহযোগিতায় ফেনী জেলায় গত ২৭/০৫/২০১৩ তারিখ জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড.সাদেকা হালিম, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেনী জেলার পুলিশ সুপার জনাব পরিতোষ ঘোষ এবং সভাপতিত্ব করেন ফেনী জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক জনাব খন্দকার হুমায়ূন কবীর। ফেনী জেলার সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন। এসকল সকল প্রতিনিধিদের মধ্যে রয়েছেন সরকারী বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবী, উপজেলা চেয়ারম্যানবৃন্দ, ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ (বিশেষ করে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ) সহ সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তিনি তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি, কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী কমিশনের ভূমিকা, তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্বসমূহ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত আপীল অভিযোগ তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের নিয়ম ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেন এবং পরবর্তীতে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহন করেন। তথ্য কমিশনার ফেনী জেলায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২২৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তথ্য কমিশনার মহোদয় সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের অংশ

হিসেবে সর্বোপরি নাগরিক হিসেবে সকলের দায়িত্ব তথ্য অধিকার আইনের সার্বিক সাফল্যে নিরলসভাবে ও আন্তরিকভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ও আপীল কর্মকর্তাগণকে আহবান জানান। পরবর্তীতে তথ্য কমিশনার ফেনী জেলা প্রশাসকের গ্রাহক সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

ফেনী জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

যশোর

⇒ গত ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে মাননীয় তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম টিআইবি/সনাক যশোর গ্রামের কাগজ ও এমআরডিআই এর সহযোগিতায় এবং জেলা প্রশাসন যশোর এর পৃষ্টপোষকতায় আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২৮ সেপ্টেম্বর উদযাপন উপলক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের করনীয় শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে তথ্য কমিশনার "তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯" এর বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেন। উক্ত সেমিনারে MRDI এর নির্বাহী প্রধান জনাব হাসিবুর রহমান মুকুর এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ জহুরুল হক সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

***** উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বিভিন্ন জেলায় এবং বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ১২৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।***

তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এর আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

ব্যাংকক, থাইল্যান্ড

❖ অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম গত ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে The World Bank কর্তৃক আয়োজিত "The Meeting of the Transparency Advisory Group for South Asia, Bangkok, Thailand, 17,18 January 2013" শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত Advisory Group এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা। উক্ত মিটিং এর মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, To discuss and finalize the objectives, composition, structure and functioning of the Advisory Group. To discuss and finalize the current and future work plans. To review the progress of work of the Advisory Group. মাননীয় তথ্য কমিশনার মহোদয় সংশ্লিষ্ট Advisory Group এর একজন মনোনীত সদস্য। উক্ত প্রোগ্রামে কমিশনার Situation of Right to Information in Bangladesh-এর প্রেক্ষিতে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

নিগাম্বো, শ্রীলংকা

❖ অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম গত ২৬-৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত Leonard Cheshire Disability কর্তৃক আয়োজিত "Invitation to the South Asia Regional Council Meeting and Quality Assurance Framework Training Sri Lanka from 26th to 30 June 2013" শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত কনফারেন্স এর মূল আলোচ্য বিষয় ছিল সার্কভূক্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর `South Asia Regional Council Meeting and Quality Assurance Framework Training' বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা। এছাড়াও উক্ত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এ-Experts from Government Civil Society, Including Organizations of Persons with Disabilities, United Nations Entities, Development Partners and Academia এর বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

মাননীয় তথ্য কমিশনার Leonard Cheshire Disability সংগঠনের একজন সক্রিয় সদস্য। উক্ত কনফারেন্সে তিনি বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের বর্তমান অবস্থা, সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং চ্যালেঞ্জ এর উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধটিতে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবন্ধীদের অনুকুলে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ ও উন্নয়নমূলক প্রোগ্রামের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ***"তথ্য জানা সকলের অধিকার"*** এই শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিবন্ধীদেরকে সরকারী Agenda সমূহের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করেছেন।

নিগাম্বো, শ্রীলংকাতে অনুষ্ঠিত প্রতিবন্ধীদের কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীদের সাথে অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

বার্লিন, জার্মানী

❖ মাননীয় তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম গত ১৮/০৯/২০১৩ থেকে ২০/০৯/২০১৩ পর্যন্ত Task Force- ICIC 2013' কর্তৃক আয়োজিত '8th International Commissioners ICIC, Barlin, Germany, 18-20 September 2013' শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত কনফারেন্স - এ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রায় ৯০ টি দেশের তথ্য কমিশনারগণ যোগদান করেন। এই কনফারেন্সে বিভিন্ন দেশের তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন, সমস্যা ও সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

'৮ম আন্তর্জাতিক কমিশনারদের কনফারেন্সে' বার্লিনে বিভিন্ন দেশ আগত তথ্য কমিশনারদের সাথে আলোচনারত অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

বার্লিনে বিভিন্ন দেশের কমিশনারদের সাথে অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

দিল্লী, ভারত

❖ গত ০৭/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে New Delhi তে অনুষ্ঠিত The Society for Policy Studies (SPS) কর্তৃক আয়োজিত "Conference on Bangladesh: Prospects of Democratic Consolidation, New Delhi, India, 7 November 2013" শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশ গ্রহন করেন। উক্ত কনফারেন্স এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে সুদৃঢ়করণ এবং সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা। কনফারেন্সে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড.সাদেকা হালিম বাংলাদেশের একজন মনোনীত সদস্য হিসেবে Whether Fundamentalism affects women most? শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধে বাংলাদেশের নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উপর মৌল-বাদের প্রভাব এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নারীদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়।

ব্রাসেলস, বেলজিয়াম

❖ European People Party (EPP) কর্তৃক আয়োজিত গত ০৫/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে Brussels এ অনুষ্ঠিত- "Hearing on Bangladesh Towards Free and Fair National Election. on December 5, 2013" শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশগ্রহন করেন। উক্ত শুনানীতে Distinguished members of European parliament, representative of the European External Action Service (EEAS), representatives from Bangladesh Awami League and Bangladesh Nationalist Party together with young activists as well as representatives of the south Asia Democratic, Forum Scholars from the South Asia Institute of the University of the Heidelberg এর সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম উক্ত Hearing এর একজন সদস্য প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত শুনানীতে বক্তব্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং গণতন্ত্র সুসংহতকরণে তথ্য কমিশন এবং মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা উল্লেখ করেন।

বেলজিয়ামের, ব্রাসেলস-এ বাংলাদেশের প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন

বেলজিয়ামের, ব্রাসেলস-এ ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে বাংলাদেশের বর্তমান গণতন্ত্রের অবস্থা, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনারত তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

তথ্য কমিশনের সচিব মো: ফরহাদ হোসেন কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও জনঅবহিতকরণ সভা

৩০-০১-২০১৩	খাগড়াছড়ি তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত **"গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন"** শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ এবং ৩১-০১-২০১৩ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের সহায়তায় খাগড়াছড়ি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত ১ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ ।
১৯/০২/২০১৩	সকাল ১০:৩০ টা থেকে দুপুর ১:০০ টা পর্যন্ত বরগুনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে এবং বিকাল ২:৩০ টা থেকে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত বরগুনা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।
২০/০২/২০১৩	সকাল ১০:০০ টা থেকে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জনঅবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
২৫/০২/২০১৩	প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ ফারুক এবং তথ্য কমিশনার জনাব এম এ তাহেরের সাথে ঢাকা জেলা প্রশাসকের সহায়তায় ঢাকা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান।
০৮/০৩/২০১৩	প্রধান তথ্য কমিশনার এর সাথে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সকাল ১০.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ০১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ১ দিন ব্যাপী গোপালগঞ্জ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিকাল ০৪.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৫.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভায় যোগদান।
২৯/০৩/২০১৩	ভোলা জেলার অন্তর্গত চরফ্যাশন উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে জনঅবহিতকরণ সভায় যোগদান ।
৩০/০৩/২০১৩	সকাল ১০.০০ ঘটিকায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সকাল ১০.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ০১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ভোলা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও দুপুর ০২.৩০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত জনঅবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ। এ কর্মসূচীতে প্রধান তথ্য কমিশনারও উপস্থিত ছিলেন।
০৫/০৫/২০১৩	গাজীপুর জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের অডিটোরিয়ামে সকাল ১০.৩০ ঘটিকা থেকে দুপুর ০১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রধান তথ্য কমিশনার এর সাথে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে যোগদান ।
১৬/০৮/২০১৩	লালমনিরহাট শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত জনঅবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ। লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের ১৬৩ জন এ জনঅবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।
১৭/০৮/২০১৩	গাইবান্ধা জেলায় অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সর্ম্পকিত জনঅবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ। গাইবান্ধা জেলার জনঅবহিতকরণ সভায় মোট ১৬৪ জন অংশগ্রহণ করেন।
১৮/০৮/২০১৩	তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সর্ম্পকিত জনঅবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। নীলফামারী জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে জনঅবহিত করণ সভাটি অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০৯ জন এ সভায় অংশগ্রহণ করেন।
০৩/১০/২০১৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সহায়তায় এর সম্মেলন কক্ষে প্রধান তথ্য কমিশনার এ সাথে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । এ প্রশিক্ষণ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩২ জন।
০৫/০৯/২০১৩	কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে তথ্য প্রদানকারী ইউনিটের (সরকারী ও এনজিও) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
২১/১১/২০১৩	মৌলভীবাজার জেলায় তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ।
২৩/১১/২০১৩	সুনামগঞ্জ জেলায় জেলা প্রশাসনের সহায়তায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

তথ্য কমিশনের সচিব মো: ফরহাদ হোসেন কর্তৃক অংশগ্রহণকৃত বিভিন্ন সভা/অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্তসার

২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইনের উপরে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন । এ প্রশিক্ষণ প্রদান অনুষ্ঠানে তথ্য কমিশনার জনাব এম এ তাহের উপস্থিত ছিলেন ।
১৮ ডিসেম্বর ২০১৩	সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গণমাধ্যমের কর্মকর্তা এবং কলাকুশলীদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কাজের গুণগতমান উন্নয়নে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে "রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট" বিষয়ে বিষয়বোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ।
২৬ জুন ২০১৩	তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ প্রদান অনুষ্ঠানে তথ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সকল প্রতিষ্ঠানের ১ম শ্রেণীর সকল কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।
২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩	রেলওয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে রেল মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ কর্মকর্তাদের কে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।
৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর অডিটোরিয়ামে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।
২৬ জুন, ২০১৩	তথ্য কমিশনার জনাব এ এ তাহেরে সাথে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক সাংবাদিক কর্মশালায় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ।
১৯-০৫-২০১৩	ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।
৩০-০৬-২০১৩	ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

২.১০ স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে তথ্য কমিশনের ভূমিকা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধিান মালা, ২০১০ এর আলোকে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I প্রজেক্ট, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং তথ্য কমিশনের সমন্বয়ে ১৩-০৮-২০১৩ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় উপস্থাপিত খসড়া স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকাটি সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত করা হয় এবং কমিশনের পরবর্তী সভায় অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত ।

[তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর আলোকে প্রণীত-
স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো]

১ । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর সাথে সংগতি রেখে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করবে এবং তদানুযায়ী তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে ।

২ । কর্তৃপক্ষ স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের উক্ত নির্দেশিকা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে ।

৩ । ওয়েবসাইটসমূহ প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার উপযোগী করে তৈরি করতে হবে ।

৪ । ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যাবলী অবশ্যই ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করে বাংলায় প্রকাশ করতে হবে । ওয়েবসাইটের কারিগরি দিকসমূহ সরকার অনুমোদিত ইন্টারঅপারেবিলিটি গাইডলাইনের আলোকে প্রস্তুত করতে হবে ।

৫ । কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নাগরিকের জন্য প্রদেয় সকল সেবার বিবরণ ও সেবা প্রাপ্তির ধাপসমূহ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে ।

৬। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিল ১ এবং ২ এর কলাম ২ এ বর্ণিত সকল তথ্য (যথা- সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রম, কার্যপ্রণালী ও দায়িত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি, জবাবদিহিতা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ডিরেক্টরি, তথ্য প্রদান ইউনিট সম্পর্কিত তথ্য, আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্য এবং তথ্য কমিশনের তথ্য ইত্যাদি) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৭। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত নতুন কোন আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল, ডকুমেন্ট, রেকর্ড এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি অনুমোদিত হবার সাথে সাথে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৮। কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর আলোকে যে সকল তথ্য নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত নয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

৯। কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সাথে সংগতি রেখে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদান করবে।

১০। কর্তৃপক্ষ ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করবে এবং ওয়েবসাইটের প্রতিটি পাতার উপরের দিকের ডানপাশে বাধ্যতামূলকভাবে তথ্য হালনাগাদের সর্বশেষ তারিখ প্রকাশ করবে।

১১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও নিষ্পত্তির হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১২। কর্তৃপক্ষ ওয়েবসাইটের সাথে নিউ মিডিয়ার (ব্লগ, সামাজিক সাইট ইত্যাদি) যোগসূত্র স্থাপন করবে এবং জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত তথ্যাবলীর প্রচারে নিউ মিডিয়াকে ব্যবহার করবে।

১৩। কর্তৃপক্ষ স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকার আলোকে কতটুকু তথ্য ওয়েবসাইটসহ অন্যান্য মাধ্যমে প্রকাশ করেছে তা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে প্রতিবছর নিরীক্ষা করতে হবে। কর্তৃপক্ষ অডিট রিপোর্টটি প্রতিবছর তথ্য কমিশনে প্রেরণ করবে। তথ্য কমিশন অডিট রিপোর্টের আলোকে কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।

১৪। তথ্য কমিশন প্রতিবছর নমুনার ভিত্তিতে কয়েকটি কর্তৃপক্ষের স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা ব্যবহারের অগ্রগতি বিষয়ক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১৫। কর্তৃপক্ষ স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সম্ভাব্য ব্যয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করবে।

১৬। কর্তৃপক্ষ বছরে অন্তত একবার তথ্য ও সেবা সম্পর্কিত নাগরিক সভা করবে এবং সভা সম্পর্কিত সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

১৭। কর্তৃপক্ষ তাদের নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের বিষয় আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করবে।

১৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬ ধারার সাথে সংগতি রেখে কর্তৃপক্ষ বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

১৯। কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তার নাম, পদবী, ই-মেইল ও ফোন নম্বর (যদি থাকে) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

২০। মন্ত্রণালয়/বিভাগ, জেলা ও উপজেলাসমূহে গঠিত ইনোভেশন টিম স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা বাস্তবায়নের বিষয় তত্ত্বাবধান করবে।

স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে লালমনিরহাট ও সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত বিলবোর্ড

২.১১ তথ্য অধিকার ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের অন্যতম মোবাইল ফোন অপারেটর "গ্রামীণফোন", "রবি এক্সিয়াটা লিমিটেড" ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের "A2I Project" এবং তথ্য কমিশন এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া FRIEDRICH NAUMANN STIFTUNG FUR DIE FREIHEIT (FNF) এর সাথে (MoC) স্বাক্ষরিত হয়েছে। "গ্রামীণফোন" ও "রবি এক্সিয়াটা লিমিটেড" তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কয়েক কোটি গণসচেতনতামূলক মোবাইল মেসেজ তাদের গ্রাহকদের মাঝে পাঠিয়ে দিয়ে বিরাট দায়িত্বপালন করেছে।

ক. বেসরকারী মোবাইল অপারেটর 'গ্রামীণফোন' ঃ

তথ্য কমিশন বেসরকারী মোবাইল কোম্পানী গ্রামীণ ফোন অপারেটর, গ্রামীণফোন এর সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রচারণার কাজ এগিয়ে নিতে MoU স্বাক্ষর করে। উক্ত সমঝোতা স্মারকের প্রেক্ষিতে গত এক বছরে গ্রামীণ ফোন তথ্য অধিকার বিষয়ক যে সকল প্রচারণামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করেছে তা পরিশিষ্ট 'ঘ' তে দেখানো হলো।

২.১২ তথ্য কমিশন ও বেসরকারী সংগঠনসমূহের যৌথ কর্মকাণ্ড ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি ও তথ্য কমিশন গঠন হওয়ার পর হতে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং বেসরকারী সংস্থা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

ক. তথ্য জানার অধিকার দিবস

সারাবিশ্বব্যাপী আনুষ্ঠানিকভাবে পালনের অংশ হিসেবে গত ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষেতথ্য কমিশন এই প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেয়।

এদিন দৈনিক ও আঞ্চলিক ১৭টি পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, নিয়মিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনার অংশ হিসেবে বিশেষ নিউজলেটার এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ, ঢাকায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং জাতীয় উন্নয়ন একাডেমী মিলনায়তনে তথ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আলোচনাসভা, ঢাকার প্রধান সড়কসমূহ সজ্জিতকরণ, জেলা প্রশাসন কর্তৃক ৬৪ জেলায় তথ্যমেলা, শোভাযাত্রা ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠান, সারাদেশে প্রচারণামূলক পোস্টার ও স্টিকার বিতরণ ছাড়াও রেডিও-টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।

উল্লেখ্য যে, ঢাকায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে জাতীয় উন্নয়ন একাডেমী মিলনায়তনের আলোচনা সভাস্থলে গিয়ে সমাপ্ত হয়।

প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, বিশেষ অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে আলোচক হিসেবে যোগ দেন যথাক্রমে তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের ও অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম, টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ডঃ ইফতেখারুজ্জামান, নাগরিক উদ্যোগের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ এর সহকারী পরিচালক সুরাইয়া বেগম এবং অন্যান্য এনজিও প্রতিনিধিগণ।

সভায় মূলপ্রবন্ধ পেশ করেন আর্টিকেল ১৯ এর দক্ষিণ এশিয়ার পরিচালক তাহমিনা রহমান।

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত র‍্যালি

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে তথ্য কমিশনের স্টল

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবসে কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ

খ. এফএনএফ

বেসরকারী সংগঠন FNF (FRIEDRICH NAUMANN STIFTUNG FUR DIE FREIHEIT) ও তথ্য কমিশন এর সাথে স্বাক্ষরিত MoC (Memorandum of Co-operation) এর প্রেক্ষিতে বছরব্যাপী যৌথভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়ঃ

Launching Ceremony of a Report on "Stakeholders' Perception Survey on the Functioning of the Information Commission in implementing the Right to Information ACT 2009"

Dhaka; November 2013

Partner: Bangladesh Enterprise Institute (BEI)

Number of participants: 30

To disseminate the findings with participation from the Information Commission Bangladesh, policymakers, government representatives, civil society and media. The report highlights the successes of the Information Commission as well as identifies the concerns of various stakeholders that deserve attention.

Workshop on "Right to Information Act 2009" training for RAJUK's Officials

Dhaka; September 2013

Partner: Information Commission, Bangladesh

Number of participants: 80

Rajdhani Unnayan Kartripakkha (RAJUK) is literally the Capital Development Authority of the Government of Bangladesh. The need of transparency is eagerly awaited as public continuously seek answers to Bangladesh's capital development.

Closing Ceremony of Workshop on "Right to Information Act 2009" training for Ministry of Railway's Officials

Dhaka; September 2013

Partner: Information Commission, Bangladesh

Number of participants: 50

The closing ceremony of a 10 series training programme on Right to Information Act 2009 for media stakeholders in the presence of Honorable Information Minister Hasanul Haq Inu.

Workshop on "Right to Information Act 2009" training for Ministry of Railway's Officials

Dhaka; September 2013

Partner: Information Commission, Bangladesh

Number of participants: 60

The first Right to Information Act 2009 training for Ministry of Railway's Officials.

Workshop on "Right to Information Act 2009" training for Journalists
Dhaka; July 2013
Partner: Information Commission, Bangladesh
Number of participants: 50
Third out of a 10 series training programme on Right to Information Act 2009 for media stakeholders.

Workshop on "Right to Information Act 2009" training for Journalists
Dhaka; July 2013
Partner: Information Commission, Bangladesh
Number of participants: 50
Second out of a 10 series training programme on Right to Information Act 2009 for media stakeholders.

Workshop on "Right to Information Act 2009" training for Journalists
Dhaka; July 2013
Partner: Information Commission, Bangladesh
Number of participants: 50
First out of a 10 series training programme on Right to Information Act 2009 for media stakeholders.

Orientation and Training of Government Officials Responsible for Implementing RTI Law at the Local Level
Nagarpur, Tangail; June 2013
Partner: Information Commission, Bangladesh
Number of participants: 109
Not only the first training on Right to Information Act 2009 at an upazila level, but also the first attention towards on the private sector group.

তথ্য কমিশনের উদ্যেগে ও এফএনএফ এর সৌজন্যে বিভাগীয় শহরে স্থাপিত বিলবোর্ড (সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগ)

তথ্য কমিশনের উদ্যেগে ও এফএনএফ এর সৌজন্যে বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী এর কার্যালয়ে স্থাপিত বিলবোর্ড

সূত্র ঃ 'এফএনএফ' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

গ. ব্র্যাক

ব্র্যাক জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পরিমণ্ডলে সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে সুনামের সাথে কাজ করে আসছে। ব্র্যাক শুরু থেকেই তথ্য অধিকার ফোরামের একজন সদস্য হিসেবে সক্রিয় এবং দীর্ঘদিন ধরেই ব্র্যাক তথ্য অধিকার আইনের সমর্থক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদানসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, এনজিও, অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমের (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আরো কার্যকর ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার কাজ করার জন্য ব্র্যাক Partnership Strengthening Unit (PSU) গঠন করেছে। ব্র্যাক ২০১০ সালে জেলা পর্যায়ে পূর্ণ সময়কালীন District BRAC Representative (DBR) নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বর্তমানে ৬৪টি জেলায় নিয়মিত কর্মকা-ের পাশাপাশি DBR–গণ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে ব্র্যাক ৪৮৫টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন অনুসারে উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছে। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাগণ উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাদেরকে তথ্য অধিকার আইন'২০০৯ এর উপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ে পার্টনারশীপ স্ট্রেনদেনিং ইউনিটের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন এবং ব্র্যাকের পক্ষে প্রশাসন, অবলোকন ও তদন্ত বিভাগের সহযোগী পরিচালক সকল জেলা ও প্রধান কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ব্র্যাক ২০১৩ সালে ২,৯০৩টি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে তথ্য সরবরাহ করেছে।

এছাড়া ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি (সিইপি) বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে "Creating Awareness on RTI Law for Community Empowerment" (CARE) প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পের সুফল ও ভাল শিক্ষণগুলোকে ধরে রাখার জন্য ও শিক্ষণগুলোকে সিইপি'র নিয়মিত কার্যক্রমের সাথে একীভূত করার জন্য CARE-2 নামে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো তৃণমূল জনগণের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতা ও এর ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়ন ও স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা। এর আওতায় ময়মনসিংহ, গাজীপুর ও মৌলভিবাজারের ১৭টি উপজেলায় ৪৪০ জন তথ্যবন্ধু তৈরি করা হবে, যারা অন্যদের জন্য, পল্লীসমাজের (স্থানীয় সামাজিক সংগঠন) সদস্যদের জন্য ও নিজেদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী অফিসগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্যবন্ধু তৈরি, কর্মসূচীর অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রমকে যুক্ত করা, গণনাটক ও কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমেও তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক অভিযান এই প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম।

সূত্র ঃ 'ব্র্যাক' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

ঘ. টিআইবি

- ***তথ্য মেলা:*** আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩৭ টি[১] সনাক (সচেতন নাগরিক কমিটি) অঞ্চলে জেলা প্রশাসন ও তথ্য কমিশনের সহযোগিতায় দুই-তিন দিন ব্যাপী তথ্য মেলার আয়োজন করা হয়। মেলা সমূহে সরকারী ও বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান স্টল স্থাপন করে তাদের সেবা সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণকে অবহিত করে।

- ***শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ প্রকাশ:*** টিআইবি ও এর ৪৫টি সনাক এলাকাসমূহে বিতরণের জন্য 'তথ্যই শক্তি: 'জানবো জানাবো, দুর্নীতি রুখবো' শ্লোগান নিয়ে এক ধারনাপত্রসহ ৫০ হাজার 'তথ্যই শক্তি' লিফলেট, পাঁচ হাজার 'জানবো জানাবো- দুর্নীতি রুখবো' পোস্টার ও ৫০ হাজার স্টিকার এবং ১৬ হাজার টি-শার্ট তৈরী এবং বিতরণ করা হয়েছে।

- ***সেমিনার:*** আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৫ টি[২] সনাক অঞ্চলে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর উপর সেমিনার আয়োজন করা হয়। সনাক যশোর "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার করণীয়" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম উপস্থিত ছিলেন।

- ***আলোচনা সভা:*** আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৩ উপলক্ষে ৩৫ টি[৩] সনাক অঞ্চলে ৩৭ টি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সরকারের মন্ত্রী, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, তথ্য কর্মী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় টিআইবি অংশগ্রহণ করে। তথ্য অধিকার ফোরাম ঢাকার মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে চাহিদা বৃদ্ধি: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, এমপি এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা ও প্রধান তথ্য কমিশনার মো. ফারুক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

- ***শোভাযাত্রা ও মানব বন্ধন:*** ২৮ সেপ্টেম্বর, আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে ৪৪ টি[৪] সনাক অঞ্চলে জেলা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে শোভাযাত্রা ও মানব বন্ধনের আয়োজন করা হয়। এছাড়া ঢাকাতে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং স্টলের কার্যক্রমেও টিআইবি অংশগ্রহণ করেছে।

- ***ভ্রাম্যমান তথ্য ও পরামর্শ বিতরণ কার্যক্রম:*** ইয়েস সদস্যদের সহযোগিতায় ৪৫ টি সনাক অঞ্চলে তথ্য অধিকার আইন, আইনের প্রায়োগিক দিক এবং বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ১০৬ টি ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর বহির্বিভাগে ৩টি ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

---

[১] ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা, জামালপুর, নালিতাবাড়ি, মধুপুর, কিশোরগঞ্জ, রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, চাপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, সিলেট, কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, ঝিনাইদহ, চাঁদপুর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, সাভার, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গাইবান্ধা, বগুড়া, পটুয়াখালী, খাগড়াছড়ি, নীলফামারী, দিনাজপুর, লক্ষ্মীপুর

[২] রাজশাহী সিটি, শ্রীমঙ্গল, যশোর, ঝিনাইদহ, চকরিয়া

[৩] ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা, নালিতাবাড়ি, মধুপুর, কিশোরগঞ্জ, রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, চাপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী সিটি, সিলেট, কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, ঝিনাইদহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, বাগেরহাট, খুলনা, চকরিয়া, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গাইবান্ধা, বগুড়া, বরগুনা, পটুয়াখালী, খাগড়াছড়ি, নীলফামারী, লক্ষ্মীপুর

[৪] ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা, জামালপুর, নালিতাবাড়ি, মধুপুর, কিশোরগঞ্জ, রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, চাপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী সিটি, চট্টগ্রাম সিটি, সিলেট, কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, ঝিনাইদহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পটিয়া, চাঁদপুর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, চকরিয়া, সাভার, মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গাইবান্ধা, বগুড়া, বরগুনা, পটুয়াখালী, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, নীলফামারী, দিনাজপুর, লক্ষ্মীপুর

- ***গণনাটক :*** ঢাকা এবং ৩৩ টি[৫] সনাক এলাকায় তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রাপ্তির অধিকার বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে নাটকের ৬১ টি শো প্রদর্শন করা হয়। নাটকে মুলত তথ্য অধিকার আইন এর প্রয়োগ, বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানেসমূহের অনিয়মগুলো সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়।
- ***আরটিআই ওয়েবপেজ এর ধারাবাহিক প্রচারণা:***
- টিআইবি'র তরুণ স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা বৃহত্তর ঢাকার তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে নির্মিত ওয়েবপেজ (https://www.facebook.com/rtibd)- এ 'তথ্য অধিকার আইন (বাংলাদেশ)' এর ধারাবাহিক প্রচারণা সম্পন্ন করেছে ।
- ***অন্যান্য:*** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে টিআইবি'র অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ কর্মশালার অংশ হিসেবে ৬ জুলাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ও ৬৫ জন তরুণ সাংবাদিকদের সাথে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তথ্য মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন সনাক এলাকায় তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কিত টিভিসি এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। ঢাকাতে জাতীয় উন্নয়ন একাডেমী মিলনায়তনে তথ্য অধিকার বিষয়ে স্বল্প-দৈর্ঘ্য টিভি বার্তা প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" নিয়ে রচিত কবিগান, বাউলগান, পটগান ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়।
- ***সচেতন নাগরিক কমিটি(সনাক):*** একটি নির্দিষ্ট এলাকার স্থানীয়, সচেতন, শিক্ষিত ও সামাজিকভাবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এমন ব্যক্তিদেরকে নিয়ে সনাক গঠিত যারা স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতিরোধে স্থানীয় নাগরিকদের উৎসাহী ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ কমিটি তাদের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গুরুত্ব অনুসারে তা বাস্তবায়ন করছে এবং টিআইবি এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছে। দেশের সবকটি বিভাগ, কিছু জেলা ও উপজেলায় ৪৫টি সনাক রয়েছে যা টিআইবি'র স্থানীয় পর্যায়ের কার্যালয়।
- ***ইয়েস (ইয়ুথ এনগেজমেন্ট এন্ড সাপোর্ট):*** তরুণরা যাতে নিজস্ব উদ্যোগে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে তাদের ভাবনা, ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানোর উপায় এবং সফল হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে তার জন্য একটি প্লাটফরম হল ইয়েস কার্যক্রম। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ স্বেচ্ছাসেবক এবং সাংস্কৃতিক দল এর সমন্বয়ে ইয়েস গ্রুপ গঠন করা হয়।
- ***ইয়েস-ফ্রেন্ডস:*** ইয়েস সদস্যস্যদের পাশাপাশি টিআইবি এবং সনাকের নেতৃত্বে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দেলনে আগ্রহী তরুণদের নিয়ে ইয়েস-ফ্রেন্ডস গ্রুপ গঠিত হয়। মূলত যাদেরকে সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতার কারণে সরাসরি ইয়েস সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত করার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়না তাদেরকে নিয়েই ইয়েস-ফ্রেন্ডস গ্রুপ গঠন করা হয়।

ক্যাপশন	ছবি
'তথ্যই শক্তি' - ব্রোশিওর	
'জানবো জানাবো- দুর্নীতি রুখবো' পোস্টার	

[৫] ময়মনসিংহ, জামালপুর, মধুপুর, কিশোরগঞ্জ, রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, চাপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী সিটি, চট্টগ্রাম সিটি, সিলেট, সুনামগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গাইবান্ধা, বগুড়া, বরগুনা, পটুয়াখালী, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, নীলফামারী, দিনাজপুর, লক্ষ্মীপুর

ক্যাপশন	ছবি
‘তথ্যই শক্তি’ লিফলেট	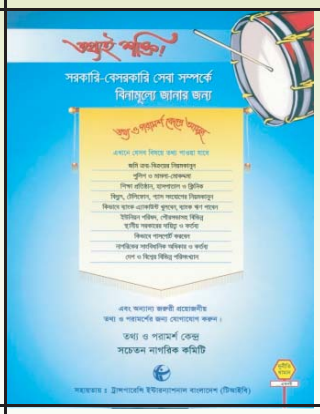
‘তথ্যই শক্তি: ‘জানবো জানাবো, দুর্নীতি রুখবো’ – ধারনাপত্র	
আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে তথ্য অধিকার ফোরাম আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনা- ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩	
আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সিলেটে তথ্য মেলা ২০১৩-এর উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত	
তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উঠান বৈঠক	
সাতক্ষীরা সনাক অঞ্চলে গণনাটকের একটি দৃশ্য	

ক্যাপশন	ছবি
আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে র‍্যালি	
তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণসমূহ প্রদর্শন ও বিতরণ	
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি সাংবাদিকদের সাথে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে আলোচনা- ৬ জুলাই, ২০১৩	
ইয়েস সদস্যদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে কর্মশালা	
তথ্য মেলার স্টল	
ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক	

সূত্র ঃ 'টিআইবি' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

ঙ. *নিজেরা করি*

নিজেরা করি ১৯৮০ সাল হতে গ্রামীণ পর্যায়ে দরিদ্র নারী ও পুরুষের চেতনায়ন, ক্ষমতায়ণ এবং সমাবেশীকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সেকারণে নিজেরা করি'র সকল কার্যক্রমের মধ্যেই তথ্য অধিকার আইন এবং এর বাস্তয়নের বিষয়টি গুরুত্বর সাথে গ্রহণ ও যুক্ত করেছে। নিজেরা করি এবং ভূমিহীন সংগঠন উভয় ক্ষেত্রেই মূল কর্মসূচীর সাথে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নিম্নে ২০১৩ কর্মবছরে পরিচালিত কার্যক্রম গুলো বিশ্লেষিত হলো। নিজেরা করি'র কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে একজন এবং উপকেন্দ্র (মাঠ পর্যায়ের ইউনিট কার্যালয়) গুলোতে মোট ৫১ জন কর্মী, তথ্যকর্মীর দায়িত্ব পালন করে আসছে। ২০১০ সালেই সকল তথ্য কর্মীদের তালিকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা প্রশাসন ও তথ্য কমিশনে প্রেরিত হয়েছে।

১) নিজেরা করি ৫০টি উপকেন্দ্র কার্যালয়ের এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের ১৭টি জেলা, ৪০টি উপজেলা, ১৭১টি ইউনিয়নের মোট ১,৩৬৬টি গ্রামে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিজেরা করি' ২০১৩ কর্মবছরে তথ্য অধিকার আইন শীর্ষক ২টি কর্মশালা অনুষ্ঠান করে। উক্ত প্রশিক্ষণ সমূহে নিজেরা করি'র মোট ৫০জন কর্মী (নারী ২৪জন ও পুরুষ ২৬জন) অংশগ্রহণ করেছে। কর্মশালার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা এবং বাস্তবায়নে করনীয় দিকগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এই কার্যক্রম এর ফলে তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন যথাযথ ভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরীর প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হয়েছে।

২) কর্মবছরে নিজেরা করি তৃণমূল পর্যায়ে ভূমিহীন প্রান্তিক নারী ও পুরুষ দলীয় সদস্যদের নিয়ে "তথ্য অধিকার আইন" বিষয়ে যেমন- তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার ও সুযোগ, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, প্রাপ্ত তথ্যর ব্যবহার ও জীবন-জীবিকায় এর সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে মোট ১০টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান করে। প্রশিক্ষণ সমূহে মোট ২৪৫জন (নারী ১২৫জন, পুরুষ ১২০ জন) ভূমিহীন সদস্য অংশগ্রহণ করে। এ সকল প্রশিক্ষণ গুলোতে তথ্য অধিকার আইন, তথ্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব, নীতিমালা, তথ্য আইনের প্রয়োজনীতা, তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করার পদ্ধতি, তথ্য আবেদনের ফরম এর ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সমাজ-রাষ্ট্রে কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নাগরিক অধিকার আদায়ের প্রক্রিয়াটি বঞ্চিত নারী-পুরুষের মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছে।

৩) ভূমিহীন নারী-পুরুষ সদস্যদের নিয়ে নিজেরা করি মাঠ পর্যায়ে ১৬টি কর্মশালা অনুষ্ঠান করে। কর্মশালায় মোট ৩৯৬ জন (নারী ২০৫ জন,পুরুষ ১৯১জন) অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও ভূমিহীন দলের আনুমানিক ৩১,১০০টি দলীয় সভায় নিজেরা করি'র কর্মীরা তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহারের বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা করেছে।

৪) গ্রামের হাট/বাজার, স্কুল প্রভৃতি মুক্ত মাঠে নিজেরা করি'র ভূমিহীন সাংস্কৃতিক দল তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার পদ্ধতি এবং কার্যকারিতা বিষয়ে মোট ৪৩টি নাটক, ৪টি সাংস্কৃতিক পদযাত্রা ও গণসংগীত পরিবেশন করে। ফলে এলাকার সকল স্তরের মানুষের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন এবং তার কার্যকর ব্যবহার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ নিশ্চিত হয়েছে।

৫) তথ্য পাওয়ার জন্য ভূমিহীন দলীয় সদস্যরা যে সকল বিষয়ে কর্মবছরে আবেদন করেছে তাহলো-

আবেদনের বিষয়গুলো-

ক. স্বাস্থ্য বিষয়ে আবেদন করে ১২টি। স্বাস্থ্য বিষয়ে আবেদনের মধ্যে উলে堪খযোগ্য তথ্যগুলো যেমন ইউনিয়ন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে কি কি ধরনের চিকিৎসা সেবা আছে, বিনামূল্যে কি কি ঔষধ বিতরণ করা হয়, আউটডোরে চিকিৎসা সেবা প্রদানের সময় সূচী ও মাতৃস্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি ও নীতিমালা প্রভৃতি।

খ. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী (সেফটিনেট) বিষয়ে আবেদন করে ২২টি। আবেদন গুলোতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের চাহিদা যেমন ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা ও কর্মসৃজন কর্মসূচী প্রভৃতি ক্ষেত্রে তালিকা প্রণয়নের পদ্ধতি, বরাদ্ধ কত, সেবা প্রাপ্তদের তালিকা প্রভৃতি।

গ. খাসজমি ও জলা বিষয়ে আবেদন করে ১১টি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল- খাসজমি ও জলার পরিমাণ, বন্দোবস্তের পরিমাণ, বন্দোবস্ত প্রাপ্তদের নামের তালিকা, বন্দোবস্ত কমিটির সদস্যদের তালিকা, ভূমিহীন বাছাই প্রক্রিয়া প্রভৃতি।

ঘ. ***স্থানীয় উন্নয়ন বিষয়ে আবেদন করে ৬টি।*** তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গুলোর মধ্যে উলেখযোগ্য বিষয়গুলো ছিল- ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের ধরণ, প্রস্তাবিত প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ, চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ, স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য তালিকা প্রভৃতি।

ঙ. ***শিক্ষা বিষয়ে আবেদন করে ৫টি।*** আবেদনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ছিল- উপবৃত্তি কার্যক্রমের নীতিমালা, উপবৃত্তি প্রাপ্তদের নামের তালিকা ও স্কুলের সময়-সূচী প্রভৃতি।

চ. ***অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন বিষয়ে আবেদন করে ২টি।*** বিষয়গুলোর মধ্যে অর্পিত সম্পত্তির (ক) ও (খ) তফসিলের ফটোকপি, গেজেট প্রকাশ ও ভিপি হওয়ার তারিখ।

কর্মবছরে ভূমিহীন সংগঠনের সদস্যরা তথ্য অধিকার আইন এর ভিত্তিতে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে তথ্য প্রাপ্তির জন্য মোট ৫৮টি আবেদন করে। উল্লেখ্য মোট ৫৮টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মধ্যে ১১টি আবেদন করেছে ভূমিহীন নারী সদস্য এবং ৪৭টি আবেদন করেছে ভূমিহীন পুরুষ সদস্য। তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী সদস্যদের আবেদন করার এই উদ্যোগ নারী ক্ষমতায়ণ ও সচলতার (মবিলিটি) ক্ষেত্রে ইতিবাচক উদাহর।

কর্মবছরে নিজেরা করি'র ভূমিহীন সদস্যরা ৫৮টি আবেদনের মধ্যে তথ্য পেয়েছে ৪৮টিতে। বাকী ১০টি আবেদনে তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। যার মধ্যে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে ১৩টি; শুনানী হয় ৭টিতে। ফলে সরকারের গৃহীত কর্মসূচীতে দরিদ্র তৃণমূল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এর সুযোগ বৃদ্ধি হচ্ছে। যা অংশীদারিত্ব এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক দিক।

মন্তব্যঃ

নিজেরা করি এবং নিজেরা করি'র ভূমিহীন সংগঠন ইতিমধ্যে ১৮টি অভিযোগ শুনানী নিস্পত্তিতে অংশগ্রহণ করে। এ প্রেক্ষিতে আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, অভিযোগ শুনানী পরবর্তী, তথ্য কমিশন নিস্পত্তির কোন কপি অভিযোগকারী বা বিবাদীকে প্রদান করেননি। সেকারণে অভিযোগ শুনানী পরবর্তী অভিযোগকারী এবং বিবাদী উভয়ের জন্য তথ্য কমিশনের রায় বাস্তবায়ন করতে নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সেহেতু আমাদের প্রস্তাব "প্রতিটি অভিযোগের শুনানী পরবর্তী অভিযোগকারী ও বিবাদীকে নিস্পত্তি কপি প্রদান" করে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের কাছে আমাদের প্রস্তাবনা।

সূত্র ঃ 'নিজেরা করি' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

চ. ডেমোক্রেসি ওয়াচ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নিয়ে ডেমোক্রেসি ওয়াচ মানুষের জন্য অর্থায়নে Promoting Access to Information in Local Governance প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী সদর উপজেলার ৩টি ইউনিয়ন ও দিনাজপুর এর বিরামপুর উপজেলার ৩টি ইউনিয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায়:

- তথ্য অধিকার বিষয়ক জনসভা- ১৮টি
- নীলফামারী সদর উপজেলার ৩টি ইউনিয়ন ও দিনাজপুর এর বিরামপুর উপজেলার তিনটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের উপর ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৬টি ইউনিয়ন পরিষদে সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করা
- ইউনিয়ন পরিষদে তথ্যের জন্য আবেদন করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ
- ইউনিয়ন পরিষদে আবেদনকৃত তথ্যের ফলোআপ করা
- তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ে ইস্যুভিত্তিক আলোচনার আয়োজন করা ও অংশগ্রহন করা
- তথ্য কমিশন কর্তৃক অভিযোগের শুনানীতে উপস্থিত থাকা

তথ্য অধিকার আইনের ওপর ডেমোক্রেসিওয়াচের মাঠ কর্মীদের প্রশিক্ষণ

তথ্য অধিকার আইনের উপর সিরডাপ মিলনায়তনে অংশগ্রহণকৃত অতিথিবৃন্দ

নীলফামারী সদর উপজেলায় তথ্য অধকিার আইনের উপর ডক-ড্রমা প্রদর্শন

তথ্য আমার অধিকার পাবার বিষয়ক প্রচারাভিযানে দিনাজপুর এর বিরামপুর উপজেলায় অংশগ্রহণকৃত জনগণ

তথ্য কমিশনের আয়োজনে তথ্য জানার অধিকার দিবস উদ্‌যাপন

নীলফামারী সদর উপজেলায় রামনগর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তথ্য আমার অধিকার পাবার ক্যাম্পেইন এ বক্তব্য রাখছেন

সিরডাপ মিলনায়তনে ডেমোক্রেসিওয়াচ কর্তৃক তৃনমূলে তথ্য অধিকার শীর্ষক মত বিনিময় সভা

সূত্র ঃ 'ডেমোক্রেসিওয়াচ' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

ছ. এমআরডিআই

আরটিআই হেল্প ডেস্ক এর মাধ্যমে ৩১টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রদানে সহায়তা দান করা হয় ।

এমআরডিআই আয়োজিত বিভিন্ন ইস্যুতে আয়োজিত ১৫টি প্রশিক্ষণে ক্রস-কাটিং ইস্যু হিসেবে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর সেশন যুক্ত করা হয় । এর মাধ্যমে ২৯৯ জন প্রশিক্ষনার্থী তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে ।

এমআরডিআই এ বছর দি এশিয়া ফাউন্ডেশানের সহায়তায় 'ইন সাউথ এশিয়া: কান্ট্রি ডায়াগনোসিস, বাংলাদেশ চ্যাপ্টার নামক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে । এ প্রকল্পের আওতায় তথ্য অধিকার বিষয়ক আইন ২০০৯ বিষয়ক নিম্নলিখিত কর্মসূচী পরিচালনা করে তার আলোকে একটি প্রতিবেদন তৈরী করে এবং নেপালের একটি সেমিনারে এটি উপস্থাপন করা হয় হয় :

১. *প্রশ্নমালা জরিপ*

সংখ্যা: ১৩২টি (সরকারী কর্মকর্তা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সাধারন জনগন, তথ্য কমিশন, আপীল কর্তৃপক্ষ, মিডিয়ার সিদ্ধান্তগ্রহীতা)

২. *মাঠ পরিদর্শন*

সংখ্যা: বগুড়া, যশোর ও বরিশাল জেলার ৬৬ সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ঢাকার ৭টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ৩টি মন্ত্রণালয় ।

৩. *মিডিয়ায় প্রকাশিত তথ্য অধিকার বিষয়ক সংবাদের বিশ্লেষণ*

পত্রিকার সংখ্যা: ১০টি বাংলা এবং চারটি ইংরেজী দৈনিক

সময়কাল: ১ বছর (সেপ্টেম্বর ২০১১-আগষ্ট ২০১২) ।

৪. *কেইস স্টাডি সংগ্রহ*

সংখ্যা: ১৫টি কেইস সংগ্রহ করা হয়েছে

৫. *ফোকাস গ্রুপ আলোচনা*

সংখ্যা: ৩টি (সাংবাদিক,শিক্ষার্থী এবং গ্রামীন মহিলা)

৬. *ডেস্ক রিভিউ*

এর আওতায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বিশ্লেষন করা হয় ।

৭.*চুড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরী*

উপরোল্লিখিত কর্মসূচী সম্পন্ন করার পর এর উপর ভিত্তি করে একটি চুড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরী করা হয় ।

এমআরডিআই এ বছরের আগষ্ট মাস থেকে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশানের সাথে প্রোমোটিং সিটিজেনস একসেস টু ইনফরমেশান নামে তিন বছর মেয়াদী একটি প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে ।

এ প্রকল্পে আওতায় এ বছর একটি ভিত্তি জরিপ পরিচালিত হয় যার অধীনে নিম্নলিখিত কর্মসূচী সম্পাদন করা হয়;

১. *ফোকাস গ্রুপ আলোচনা*

সংখ্যা: ১২টি যশোর ও বরিশালের ১২টি উপজেলায় (সাংবাদিক,কমিউনিটি লীডার, এনজিও, সরকারী কর্মকর্তা, সাধারন মানুষ, মিশ্র গ্রুপ)

২. *কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ*

সংখ্যা: ৬০টি (১২টি যশোর ও বরিশালের ১২টি উপজেলায়)

এ বছর ***এমআরডিআই*** তথ্য জানার দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে নিম্নলিখিত কর্মসূচী পালন করে;

১. যশোরের জেলা প্রশাসন এবং টিআইবি এর সাথে যৌথভাবে যশোরে একটি সেমিনারের আয়োজন করে ।

২. ঢাকায় তথ্য কমিশনের কর্তৃক র‍্যালী এবং তথ্য মেলায় আয়োজনে সহায়তা প্রদান করে ।

৩. রাজধানীর ব্র্যাক অডিটোরিয়ামে আরটিআই ফোরামের সাথে গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ।

সূত্র ঃ 'এমআরডিআই' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

অধ্যায় - ৩
তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

অধ্যায় - ৩

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০ ধারায় প্রতি বছর ৩১ মার্চ এর মধ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক এর পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন থেকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০(২) উপধারায় উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সম্বলিত সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য দেশের সকল মন্ত্রণালয়গুলো/বিভাগ, জেলা প্রশাসন এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সকল জেলা, কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ০৪ টি মন্ত্রণালয় ব্যতীত অবশিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বিত করে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলোঃ

৩.১ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জারিকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালায় নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে তথ্য জানার জন্য আবেদন করার বিধান রয়েছে। আবেদনের বিষয়টি তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ (যে সকল তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক নয়) এর অন্তর্ভুক্ত না হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে তার যাচিত তথ্য প্রদান করতে হবে। তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০১৩ তারিখ হতে ৩১/১২/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ১১,৭২৭টি। তন্মধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৭,৮১৬টি (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর পর্যায়ে ২,৯৫৫টি ও জেলা পর্যায়ে ৪,৮৬১টি), এনজিওগুলোতে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা ৩,৯১১টি। সরকারী দপ্তরে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ৬৬.৬৫% এবং বেসরকারী দপ্তরে দাখিলকৃত তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের হার ৩৩.৩৫%।

৩.২ সরবরাহকৃত ও অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সংখ্যা

২০১৩ সনে দেশের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ১১,৭২৭টি। তন্মধ্যে ১১,২৭৫টি (৯৬.১৫%) আবেদনের যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৪৫২টির মধ্যে ১১টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান না করার কারণ হিসেবে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ পরিলক্ষিত হয়-

- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারা;
- আইনে ব্যয় ভাউচারকে নোটের অংশ বিবেচনা করা;
- আবেদনে বর্ণিত স্মারক ও তারিখের সংগে নথিতে সংরক্ষিত প্রতিবেদনের স্মারক ও তারিখে গরমিল পরিলক্ষিত হওয়ায়;
- আবেদনপত্রসমূহ ভূল, অপ্রাসঙ্গিক, অসম্পূর্ণ, সুনির্দিষ্ট ও আইন দ্বারা নির্ধারিত না হওয়া;
- সঠিক কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন প্রেরণ না করায়;
- আবেদনের বিষয়ে আবেদনকারীর নিকট তথ্য চাওয়া;
- যাচিত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা সম্পর্কিত না হওয়ায়;
- আবেদন সুনির্দিষ্ট না হওয়ায়;
- চাহিত প্রতিবেদন আবেদনকালীন সময়ে না হওয়ায়;
- Intellectual Property Right হওয়ায়;
- যাচিত তথ্যাদি সংরক্ষিত না থাকায়;
- আবেদনকারী যাচিত তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী না হওয়ায়;
- অর্থ বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই উক্ত অর্থ বছরের তথ্য চাওয়ায় এবং কাজ সমাপ্তির হওয়ার পূর্বেই সে সম্পর্কে তথ্য চাওয়ায়;
- জমি নিয়ে বিবাদ নিষ্পত্তি না হওয়ায়;
- নিয়োগ বিধি চূড়ান্ত না হওয়ায়;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২(চ) ধারা অনুয়ায়ী ফটোকপি দেয়ার বিধান না থাকায়;
- সংশ্লিষ্ট নথির নোট সীট তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২(চ) ধারা মতে দেয়ার বিধান না থাকায়;

- যাচিত প্রতিবেদন ও আবেদনের অস্তিত্ব না থাকায়;
- তারিখ ও বিষয় সুস্পষ্ট না থাকায়;
- তথ্য মূল্য প্রদান না করায়;
- ব্যবসায়িক গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে;
- মহামান্য হাইকোর্টে মামলা বিচারাধীন থাকায়;

তবে তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত সমন্বিত প্রতিবেদনে কিছু কর্তৃপক্ষ তথ্য না দেয়ার কারণ উল্লেখ করেননি ।

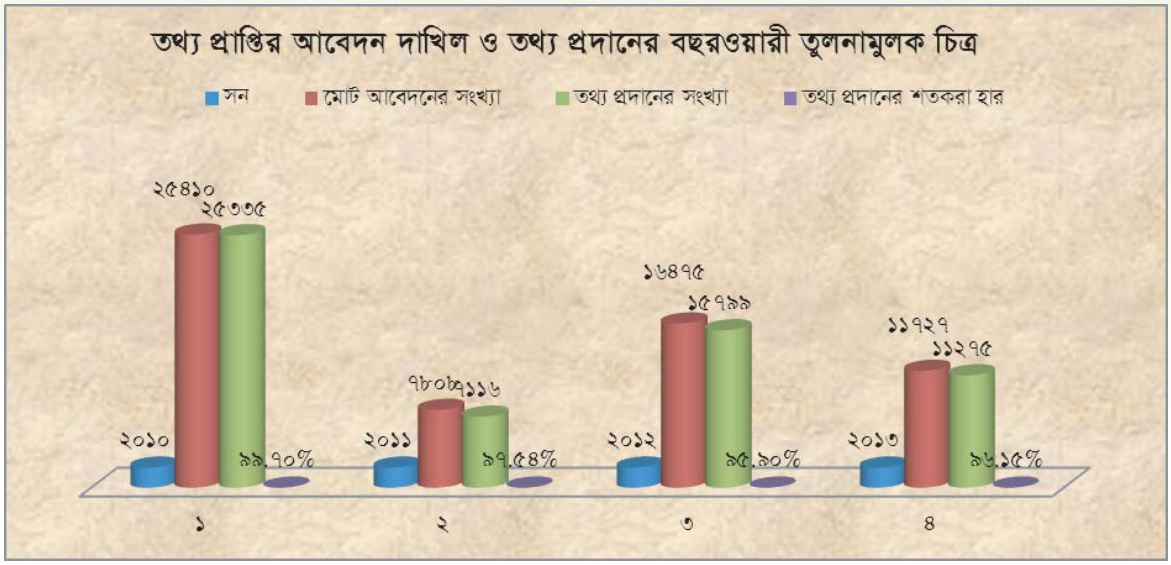

৩.৩ আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তির অবস্থা

সমগ্র দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান না করার কারণে বা তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ৬৫টি আপীল আবেদন করা হয়েছে তার মধ্যে ৫২টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৩ টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

৩.৪ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

সারাদেশ থেকে প্রাপ্ত সমন্বিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি । এছাড়া, তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে কোন কর্মকর্তাকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি ।

৩.৫ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ মোট ৯,০৭,১৫৬/- টাকা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় করা হয়েছে মর্মে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় । প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, অধিকাংশ কর্তৃপক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করলেও কোন অর্থ আদায় করেননি ।

৩.৬ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি

তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহযোগিতা করে চলছে । মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সর্বদা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহায়তা করে আসছে । তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে । গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা	• জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় হতে জনগণ যাতে সহজে তথ্য পেতে পারে সেজন্য জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে তথ্য ইউনিট গঠন। • স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত নীতিমালা জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে প্রেরণ। • তথ্যের অবাধ সরবরাহ অর্থাৎ জনগণ যাতে সহজে তথ্য পেতে পাবে সে লক্ষ্যে হালনাগাদ তথ্য ওয়েব সাইটে সন্নিবেশ করা
বিএআরসি	• সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশন করা হয়েছে এবং প্রয়োজন মাফিক তথ্য আপডেট করা হয়। • সংস্থার কর্মকা- প্রয়োজন অনুযায়ী সংবাদ বিজ্ঞপ্তি/প্রতিবেদন এর মাধ্যমে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়। • সংস্থার বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম উল্লেখপূর্বক সিটিজেন চার্টার সংস্থার পথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।
তুলা উন্নয়ন বোর্ড	• সিটিজেন চার্টার তৈরি করে ডিসপ্লে করা হয়েছে। • বিভিন্ন মিডিয়াতে যেমন- প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যাদি প্রচার করা হচ্ছে।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	• On the Job Training এর আলোকে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(ক) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (খ) আহসান মঞ্জিল জাদুঘর (গ) শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ। (ঘ) জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম (ঙ) ওসমানী জাদুঘর, সিলেট	• বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ইতিহাস পরিচিতি এবং শাখা জাদুঘরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরিচিতি পুস্তিকার মাধ্যমে দেশী-বিদেশী দর্শক, গবেষক ও সাধারণ জনগণের জন্য প্রচার ও ক্ষেত্র বিশেষ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। • বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কর্মকা- ও সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সিটিজেন চার্টার (ইংরেজী ও বাংলা) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরের সামনে প্রদর্শন স্থানে এবং জাদুঘরের ডায়নামিক ওয়েব সাইটের মধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে • এছাড়া তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৩০ ধারা অনুযায়ী চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়।
কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার	• তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সহযোগিতা প্রদানসহ প্রতিষ্ঠান হতে যে সব সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে তা সেবা গ্রহণকারীদের অবহিত করা হয়ে থাকে।
বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)	• ভূ-উপগ্রহ চিত্র সরবরাহ, ভূ-উপগ্রহ উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক মানচিত্র প্রনয়ণ, দূর অনুধাবন ও জি আই এস প্রযুক্তি বিষয়ে কারিগরী পরামর্শ প্রদান, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রহণকারী কর্মকর্তা, সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাদের স্যাটেলাইট প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। • এমএস ও পিএইচডি কোর্সের গবেষকদেরকে তদারকীসহ তথ্য সরবরাহ করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সংস্থার অনুরোধ/রিকুইজিশন কিংবা চুক্তির ভিত্তিতে দূর অনুধাবন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন ভু-সম্পদসহ তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তির লক্ষ্যে গবেষণা/জরিপ কার্য সম্পন্ন করা হয়।

	• স্পারসো কর্তৃক আধুনিক প্রযুক্তি নিয়মিত প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষণা/মাঠজরিপ সম্পন্ন করে জাতীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং দেশের ভূ-সম্পদের উপর হালনাগাদ প্রকৃত-সময়ভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত ভা-ার প্রস্তুত, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং তা জনকল্যাণে গবেষণার স্বার্থে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিতরণ ও বিস্তার ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রাপ্তির লক্ষ্যে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চেয়ারম্যান, স্পারসো বরাবরে লিখিত আবেদন করতে পারেন। • আবেদন প্রাপ্তির ৭ কর্ম দিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য/উপাত্ত সরবরাহ যোগ্য কিনা, সরবরাহ যোগ্য হলে তার মূল্যসহ সরবরাহ দেয়ার পূর্বে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আবেদনকারীকে জানানো হয়। • নির্ধারিত সময়ে স্পারসোর নিকট হ'তে কোন জবাব না পাওয়া গেলে আবেদনকারী সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে অভিযোগ করতে পারেন। • আবেদনকারী সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক হয়ে স্পারসোকে লিখিতভাবে অবহিত করলে এবং প্রাক্কলিত অর্থ স্পারসোর অনুকূলে জমা প্রদান করলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাহিত তথ্য/উপাত্ত সরবরাহ করা হয়। • কোন তথ্য/উপাত্ত সরবরাহে বিলম্ব হলে আবেদনকারী বিষয়টি চেয়ারম্যান স্পারসো এর তাৎক্ষণিক নজরে আনতে পারেন বা প্রয়োজনে অভিযোগ করতে পারেন। • জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য জনগণকে অবহিতকরণের জন্য ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে এবং প্রতিদিন তাতে আপডেট দেয়া হয়। • এসব নাগরিক সুবিধাদি উত্তরোত্তর সহজীকরণ ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে স্পারসো নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। স্পারসো তার কাজের জন্য রাষ্ট্র/সরকার, দেশ, জাতি ও জনগণের নিকট প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিশ্রুত অংগীকার নিয়ে কাজ করে থাকে।
ব্যানবেইস	• প্রতিষ্ঠানের ব্রশিয়ার, প্রকাশনার তালিকা, প্রকাশনার হার্ডকপি ও সফটকপি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা সম্পর্কিত (Post Primary) পর্যায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ব্যানবেইসের ওয়েব সাইটে রয়েছে (ওয়েব সাইট www.banbeis.gov.bd)
বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন	• তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আলোকে তথ্য প্রদানের জন্য এ অফিসের সহকারী সচিব জনাব এ কে এম মুনিরুল ইসলামকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট	• তথ্য সেন্টারের মাধ্যমে সরাসরি অফিস চলাকালীন তথ্য প্রদান করা হয়। • টেলিফোন এবং মোবাইলের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা। • ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা। • মুক্তিযোদ্ধা, গুরুতর অসুস্থ, মৃত ও হজ্বযাত্রী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হয়।
বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড	• তথ্য সেন্টারের মাধ্যমে সরাসরি অফিস চলাকালীন তথ্য প্রদান করা হয়। • টেলিফোন এবং মোবাইলের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা। • ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা। • মুক্তিযোদ্ধা, গুরুতর অসুস্থ, মৃত ও হজ্বযাত্রী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হয়।

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
কুমিল্লা জেলা	• ইমামদের ২০২ টি সমন্বয় সভায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে সচেতন করা হয় • বিভিন্ন প্রচার ও সভা সমাবেশ এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রচারণা • সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন • উপজেলা পরিষদের আওতায় বিভিন্ন কার্যাবলী গৃহীত হয়
রাঙ্গামাটি জেলা	• তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত অলোচনা, প্রতিবেদন, কথিকা, গান /জিঙ্গেল, কবিগান/জারিগান, স্লোগান ইত্যাদি বেতার অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত সিটিজেন চার্টার সকলের দৃশ্যমান হয় এরূপ স্থানে স্থাপন করা আছে • তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন করা হয় এবং প্রতিমাসে জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়
বান্দরবন জেলা	• কৃষক ও অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ সভায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে
চট্টগ্রাম জেলা	• জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সভায় আলোচনা করা হয় • ১ টি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে
পঞ্চগড় জেলা	• সভা/সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা হয়
মৌলভীবাজার জেলা	• ১৮ টি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল মাসিক সভার এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা করা হয়
সিলেট জেলা	• উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়ে থাকে • তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে মাইকিং করে সর্বসাধারণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে • উপজেলা চোরাচালান নিরোধ ও সমন্বয় কমিটির সভা, উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা, এনজিও বিষয়ক সভা, উপজেলা পর্যায়ের রাজস্ব সংক্রান্ত সভা ও বিভিন্ন ধরনের উপজেলা পর্যায়ের সভা, সিম্পোজিয়ামে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সর্বসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে
ঝালকাঠি জেলা	• পোষ্টার, লিফলেট বিতরণ করা হয় • উঠানবৈঠকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে আলোচনা করা
কুষ্টিয়া জেলা	• ২য় প্রজন্মের নাগরিক সনদ, বিলবোর্ড স্থাপন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি সেবা প্রাপ্তির সুস্পষ্ট বিবরণ ইত্যাদি • আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করা
যশোর জেলা	• অবহিতকরন সভা আয়োজন, সিটিজেন চার্টার স্থাপন, লিফলেট বিতরণ, ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন তথ্য উন্মুক্ত করণ • তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে
মাগুরা জেলা	• তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন সভায় সংশ্লিষ্টগণকে অবহিতকরণ এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধারনা প্রদান করা হয়।

	• তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানে যে সব তথ্য সরবরাহযোগ্য তা একটি ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে
সাতক্ষীরা জেলা	• তথ্য অধিকার দিবস ২০১৩ উপলক্ষ্যে কলেজ ছাত্রীদেরকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
পাবনা জেলা	• ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও প্রতিনিধিগণকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। • তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রচার অভিযান বাস্তবায়ন করা হয় • জনগণের অবহতির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পোষ্টার ও বিলবোর্ড লাগানো আছে
নাটোর জেলা	• সরকারী নির্দেশনাসমূহ নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে • উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা, গ্রুপ মিটিং ও তথ্য মেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়েছে
সিরাজগঞ্জ জেলা	• তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জনঅবহতির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পোষ্টার লাগানো হয়েছে
নওগাঁ জেলা	• তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালী, আলোচনা সভা এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করা হয়েছে • সিটিজেন চার্টার টাঙ্গানো, সেবাদানের তালিকা টাঙ্গানো, তথ্য কেন্দ্র স্থাপন, ডিজিটাল পোর্টাল ওয়েব পেজ-এ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি হালনাগাদ করা হয়েছে
ময়মনসিংহ জেলা	• তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত 'তথ্য মেলায়' স্টল বরাদ্দ নিয়ে অংশগ্রহন ও চাহিত তথ্যাদি প্রদান এবং তথ্য সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে • বিভিন্ন সভায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে • তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে উপজেলা পর্যায়ে সভা, আলোচনা করা হয়েছে • বছরে ২৬টি জন অবহিতকরণ সভা ও ৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
ঢাকা জেলা	• জনসাধারণকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। • জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে র‍্যালি ও সভা করা হয়েছে। • তথ্য প্রাপ্তি জানার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।
ময়মনসিংহ জেলা	• উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা, এনজিও সমন্বয় সভা ও বিভিন্ন সভা সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে
নারায়নগঞ্জ জেলা	• তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত সিটিজেন চার্টার অফিসে আঙ্গিনায় টাঙ্গানো হয়েছে • তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৩ পালন

● বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাও তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। অনেক বেসরকারী সংস্থা তাদের নিজস্ব তথ্য প্রকাশ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। অনেক সংস্থা জনসাধারণকে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য অধিকার মেলা আয়োজন, তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, তথ্য অধিকার বিষয়ক গান নাটিকা প্রদর্শন প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বেসরকারী সংস্থাসমূহ দেশের তথ্য অধিকার কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
ব্র্যাক	• তথ্যবন্ধু তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ, তথ্য বন্ধুদের ফলো-আপ, তথ্য অধিকার আইনের উপর গণনাটক প্রদর্শনী, শিক্ষণ পর্যবেক্ষণ ও সভা। এছাড়া ব্র্যাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।
ইন্সটিটিউট অফ ইনফরমেটিক্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট	• বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৩ তে তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে তথ্য কমিশন ও অন্য ১২টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্মিলিতভাবে আইআইডি জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীতে একটি সভার আয়োজন করে। • তথ্য অধিকার দিবস ২০১৩ উপলক্ষে তথ্য কমিশন ও আইআইডি যৌথভাবে 'বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের অগ্রযাত্রা' বিষয়ক একটি প্রচারনাপত্র বের করে। • তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ২০১৩তে করা সংশোধন তথ্য অধিকার আইনের এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূলনীতির পরিপন্থী হওয়ায় আইআইডি অন্য ৭টি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ তে সিরডাপ অডিটোরিয়ামে 'তথ্যপ্রযুক্তি আইন (সংশোধিত) ২০১৩: হুমকির মুখে বাক স্বাধীনতা ও তথ্য অধিকার' শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।
নাগরিক উদ্যোগ	• নাগরিক উদ্যোগের কর্মএলাকা ৪টি জেলার (টাঙ্গাইল, রংপুর, বরিশাল ও ঝালকাঠি) ৯টি উপজেলার (কালিহাতী, রংপুর সদর, বদরগঞ্জ, বানারীপাড়া, বরিশাল সদর, গৌরনদী, মেহেন্দীগঞ্জ, ঝালকাঠি সদর ও নলছিটি) প্রতিটি ইউনিয়নে ৯টি উদ্যোগ সাংস্কৃতিক দলের মাধ্যমে "তথ্য অধিকার আইন-২০০৯" এর প্রচারসহ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)	• তথ্য মেলা: আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে • শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ প্রকাশ: 'তথ্যই শক্তি' শ্লোগান সম্বলিত লিফলেট বিতরণ • সেমিনার: আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন • আলোচনা সভা: আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৩ উপলক্ষে • শোভাযাত্রা ও মানব বন্ধন: ২৮ সেপ্টেম্বর, আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে • ভ্রাম্যমান তথ্য ও পরামর্শ বিতরণ কার্যক্রম • গণনাটক • আরটিআই ওয়েবপেজ এর ধারাবাহিক প্রচারণা:
নিজেরা করি	• ২০১৩ কর্মবছরে তথ্য অধিকার আইন শীর্ষক ২টি কর্মশালা অনুষ্ঠান করে। • তৃণমূল পর্যায়ে ভূমিহীন প্রান্তিক নারী ও পুরুষ দলীয় সদস্যদের নিয়ে "তথ্য অধিকার আইন" বিষয়ে যেমন- তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার ও সুযোগ, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, প্রাপ্ত তথ্যের ব্যবহার ও জীবন-জীবিকায় এর সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে মোট ১০টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান করে। • ভূমিহীন নারী-পুরুষ সদস্যদের নিয়ে নিজেরা করি মাঠ পর্যায়ে ১৬টি কর্মশালা অনুষ্ঠান করে।

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
জনতা ব্যাংক লিমিটেড	• প্রধান কার্যালয়ের নীচ তলায় হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সেখানে একটি বড় আকারের সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে যেখানে তথ্য অধিকার কর্মকর্তার ও ফোকাল/আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী ও টেলিফোন নম্বর প্রদান করা হয়েছে। এই সাইনবোর্ডটি জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর ওয়েব সাইট এর Right to Information Act এই Link এ দেয়া হয়েছে। এছাড়া তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র, আপীল আবেদন ফরম ইত্যাদি (ফরম 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ') উক্ত Website Link এ দেয়া হয়েছে যা সহজেই Download করা সম্ভব।
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	• তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	• কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	• তথ্য প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমেটে আবেদন না করলেও প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে টেলিফোনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন অনুরোধের প্রেক্ষিতে চাহিত তথ্য তাৎক্ষণিক ভাবে সরবরাহ করা হয়েছে। তথ্য না দেয়ার কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নি।

৩.৭ তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি

তথ্য কমিশনের অন্যতম প্রধান কাজ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রদান না করা, ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করার কারণে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। ০১-০১-২০১৩ থেকে ৩১-১২-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ২০৭টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১১০টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। কমিশনে দাখিলকৃত কিছু কিছু অভিযোগের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন হতে সমন প্রদান করা হলে প্রতিপক্ষ শুনানীর পূর্বেই আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করেছে এবং কমিশনে হাজির হয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা এবং তথ্য প্রদানে ব্যর্থতার জন্য নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন যথাযথভাবে না পৌঁছানোর জন্যও তথ্য প্রদান কার্যক্রমে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

৩.৮. তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ বিশ্লেষণ

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত সর্বমোট ১০৪ টি অভিযোগ তথ্য কমিশনে দায়ের করা হয়। ৩০-০৮-২০১০, ১৪-১২-২০১০, ৩০-১২-২০১০, ২১-০৩-২০১১, ০৪-০৭-২০১১, ১৯-০৯-২০১১, ১৩-১০-২০১১, ২১-১২-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ৪৪টি অভিযোগ যথাযথ প্রক্রিয়ায় দায়ের হওয়ায় আমলে গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন দিবসে শুনানীর মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ৪১ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়।

০১ জানুয়ারী, ২০১২ থেকে ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ২০২টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১২ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে ১১-০৩-২০১২, ০৪-০৪-২০১২, ০৬-০৬-২০১২, ০৫-০৭-২০১২, ২৬-০৭-২০১২, ৩০-০৭-২০১২, ২৬-০৯-২০১২, ০৬-১১-২০১২, ১০-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ৯৪টি অভিযোগ আমলে নেয়া হয়। ৯১টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। ১০৮টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় ১০৪টি অভিযোগের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ০৪টি অভিযোগ খারিজ করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ২০৭টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১৩ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে ১৪-০১-২০১৩, ১৩-০২-২০১৩, ১৪-০৩-২০১৩, ০৪-০৪-২০১৩, ১৪-০৫-২০১৩, ০৯-০৬-২০১৩, ১৬-০৭-২০১৩, ২৯-০৮-২০১৩, ২৫-০৯-২০১৩ ও ০৫-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ১১৬টি অভিযোগ আমলে নেয়া হয়। ১১০টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়। ৯১টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় ৯০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ০১ টি অভিযোগ নথিজাত করা হয়েছে।

বছরওয়ারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের চিত্র

ক্রমিক নং	সাল	মোট অভিযোগ
১.	২০০৯-২০১১	১০৪
২.	২০১২	২০২
৩.	২০১৩	২০৭

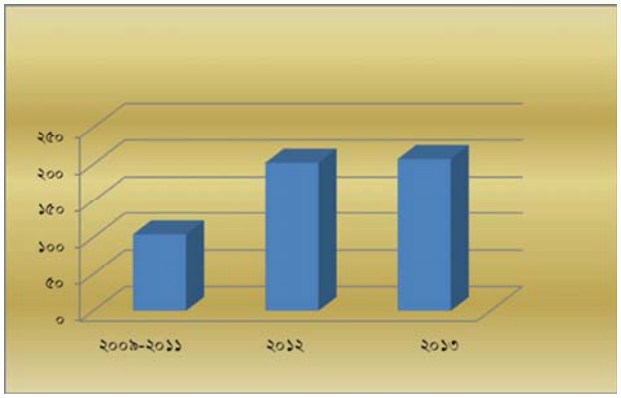

- **২০১৩ সালে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের উপর নিম্নরূপ বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো**

ক. অভিযোগকারীর শ্রেণী/পেশা/অবস্থান ঃ

২০১৩ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ২০৭টি অভিযোগের অভিযোগ দাখিলকারীদের মধ্যে সাধারণ জনগণ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনজীবী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবীসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন রয়েছেন।

খ. তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের প্রকৃতি

১. আমলে গৃহীত অভিযোগের যাচিত তথ্যের প্রকৃতি

আবেদনের বিষয়	সংখ্যা
ভূমি	
নাম জারী	০৪
ভূমি অধিগ্রহণ	০১
কৃষি খাস জমি	০২
মৌজা ওয়ারী খাস জমি ও জলাশয়ের	০১
মৌজা সংক্রান্ত	০৮
ইউনিয়নে খাস খতিয়ান ভূক্ত কি পরিমান জমি এবং জলাশয়	০১

জমির ডিসিআর, খাজনা ও খারিজের মূল্য		০১
সার্টিফাইড পর্চার		০২
ভূমি সংস্কার বোর্ড		০১
হেবাকৃত দলিলনামার মূলকপি		০১
সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত		০৪
আর্থিক		
প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ		০৪
বিজ্ঞাপন খাতের বিল		০২
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশ্ন পত্র ফি বাবদ অর্থ		০১
রুগ্নশিল্প/প্রকল্পের মূল ঋণ অবসায়ন		০৩
টি.আর, কাবিখা, কবিটা, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প		০১
ভ্রমণ, পরিদর্শন ও বিদেশ ভ্রমন অর্থের		০১
রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব		০১
পদবি /নাম /ঠিকানা		০৫
সিদ্ধান্তের কপি		০৬
চাকুরী সংক্রান্ত	নিজ	০৮
	অন্যের	০৫
	মোট	১৩
দুর্নীতি		০৬
টেলিফোন লাইন স্থানান্তর বিষয়ক		০১
খাদ্যশস্য বরাদ্দ		০২
বার্ষিক অডিট নোট		০১
নিয়োগ পরীক্ষার		০৪
বিধিমালা		০৬
সার্বিক তথ্য		০১
প্রতিবেদন কপি		০৩
খেলার অনুমোদন		০১
কারাগারের আদেশ		০১
শিক্ষক নিয়োগ		০১
কমিউনিটি স্কুল		০১
স্কুলের/মাদ্রসার ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন		০৬
ভর্তি পরীক্ষা		০১
মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্তি		০১
লীজের কাগজপত্র		০১
বার্ষিক বই মেলার স্টল বরাদ্দ		০১
ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন		০১
ব্যাংকের লোন		০১
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম		০১
প্রমোট প্রকল্পের মালামাল হস্তান্তর		০১
অবৈধভাবে মৎসজীবী সমবায় সমিতি মালামাল বিক্রি		০১

বিসিএস পরীক্ষার ভাইভার নম্বর	০১
জেলার লাইসেন্স প্রাপ্ত রাইস মিলের সংখ্যা	০১
মোটরসাইকেল ড্রাইভিং লাইসেন্স	০১
তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব	০১
মানবাধিকার কমিশনের নিস্পত্তিকৃত অভিযোগ	০১
অফিসের সিটিজেন চার্টার	০১
উপজেলার পৌরসভা এলাকায় অনুমোদিত পাকা ভবনের	০১
পাউবো এর ইস্যুকৃত লাইসেন্সের	০২
ডাক বিভাগের রেজিস্ট্রেশনের	০১
সর্বমোট	১১৬

২. আমলে না নেয়া অভিযোগের যাচিত তথ্যের প্রকৃতি

আবেদনের বিষয়		সংখ্যা
ভূমি		
জমা খারিজ সংক্রান্ত		০২
খাস জমি প্রাপ্তদের তালিকা সংক্রান্ত		০২
জমি অধিগ্রহন করা সংক্রান্ত		০১
খাস জমির বন্দবস্ত ও দখল		০১
ভূমিহীন বন্দোবস্ত ও জলমহাল হিসাবে লিজ দেওয়া		০১
ডি.সি.আর, খাজনা ও খারিজ		০১
খতিয়ান সংশোধন সংক্রান্ত		০১
ভূমির অধিগ্রহণের বাবদ অর্থ প্রদাণ করা		০৪
পর্চায় অধিগৃহীত এর সঠিক সীল		০২
খতিয়ানের নকল সরবরাহ করা		০২
আর্থিক		
প্রকল্পের মূল ঋণ অবসায়ন, ব্যাংকের দায় পরিশোধ		০২
কাবিটা ও কাবিখা এর ব্যয়কৃত অর্থ সংক্রান্ত		০২
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খরচের সুনির্দিষ্ট তথ্যের		০১
কানসাট ক্লাবের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের		০১
বিজ্ঞাপন খরচ বাবদ		০৫
প্রকল্পের বরাদ্দ সংক্রান্ত		০৪
গ্রাচুইটি /পেনশন		০২
নাম /ঠিকানা		০৩
সিদ্ধান্তের কপি		০৩
চাকুরী সংক্রান্ত	নিজ	০২
	অন্যের	০৫
	মোট	০৭
উন্নয়ন		০১
দুর্নীতি		০১
তালিকা		০১
বিধিমালা		০৬
ওয়ার্ডে স্থায়ী বাসিন্দা সংক্রান্ত		০১

সার্বিক তথ্য	০১
প্রতিবেদন	০৩
এমএস আর সামগ্রী ক্রয়ের দরপত্র দাতাদের নাম ও দরের পরিমান	০১
পরীক্ষার ফলাফল	০৩
স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি গঠন	০১
নিয়োগ পরীক্ষা	০২
প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ফটোকপি	০২
অনিয়ম তান্ত্রিকভাবে সংস্থার পরিচালনার জরুরী অবস্থা গ্রহণ	০১
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	০১
এম পিও ভূক্তির	০২
আদালতের জামিন আবেদন	০১
ঠিকাদার ফার্ম ও টেন্ডারে প্রাক্কলিত টেন্ডার সিডিউল	০১
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বে ও তদন্তের দায়িত্ব দেয়ার	০১
প্রধানমন্ত্রী চাকুরীর পূণর্বহাল এর সুপারিশের প্রতিবেদন	০২
সাময়িক বরখাস্তকরণ	০১
মোতাওয়াল্লী নিয়োগ দেয়ার	০১
গ্রমীনফোনের বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন	০১
জনবল নিয়োগ	০১
দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি নং ও প্রকাশিত পত্রিকার নাম	০১
বরাদ্দকৃত টিআর প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ	০২
গ্রাম প্রতিরক্ষা বা জননিরাপত্তার জন্য	০১
বিদ্যালয় ভিত্তিক শূণ্য পদের	০১
জীব বৈচিত্র হস্তান্তর সংক্রান্ত আইন	০১
Stop Payment এর পর চেক রিটার্ন মেমো ইস্যু করা	০১
সর্বমোট	৯০

গ. অভিযুক্ত দপ্তর ও কার্যালয় সমূহের প্রকৃতি:

২০১৩ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ২০৭ টি অভিযোগের মধ্যে ১৯২ টি সরকারী দপ্তরের বিরুদ্ধে এবং ০৩টি অভিযোগ আধা-সরকারী ১২ টি অভিযোগ বেসরকারী দপ্তরের বিরুদ্ধে ।

আমলে নেয়া অভিযোগসমূহের অভিযুক্ত দপ্তর ও কার্যালয় সমূহের প্রকৃতি:

অভিযুক্ত প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	৫২
বিভাগীয়	০৬
জেলা	৩৭
থানা/উপজেলা	২০
ওয়ার্ড/ইউনিয়ন	০১
সর্বমোট	**১১৬**

অভিযুক্ত দপ্তর/কার্যালয়সমূহ		সংখ্যা
সরকারী	মন্ত্রণালয়	০৯
	অধিদপ্তর	১৪
	তথ্য কমিশন	০১
	মানবাধিকার কমিশন	০৬
	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	০৯
	উপজেলা ভূমি কার্যালয়	১৮
	অন্যান্য	৫৩
	মোট	১১০
আধা সরকারী		০২
বেসরকারী	এন জি ও	০০
	কোম্পানি	০৪
	মোট	০৪
সর্বমোট		**১১৬**

আমলে না নেয়া অভিযোগসমূহের অভিযুক্ত দপ্তর ও কার্যালয় সমূহের প্রকৃতি:

অভিযুক্ত প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	৪১
বিভাগীয়	০৬
জেলা	২৪
পৌরসভা	০২
থানা/উপজেলা	১৭
ওয়ার্ড/ইউনিয়ন	০০
সর্বমোট	**৯০**

অভিযুক্ত দপ্তর/কার্যালয়সমূহ		সংখ্যা
সরকারী	মন্ত্রণালয়	১২
	অধিদপ্তর	০৯
	তথ্য কমিশন	০০
	মানবাধিকার কমিশন	০১
	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	১৯
	উপজেলা ভূমি কার্যালয়	০৮
	অন্যান্য	৩৩
	মোট	৮২
আধা সরকারী		০১
বেসরকারী	এন জি ও	০৬
	কোম্পানি	০১
	মোট	০৮
সর্বমোট		**৯০**

ঘ. প্রাপ্ত অভিযোগ (২০১০-২০১৩) সাল

উপরিউক্ত ছকে প্রতীয়মান যে তথ্য অধিকার আইনের চর্চায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য কমিশনে অভিযোগের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ছকটিতে লক্ষ্যনীয় যে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর ২০১০-২০১১ সালে অভিযোগের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ শতাংশ এবং ২০১১-২০১২ সালে প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-২০১৩ সালে তুলনামূলকভাবে কম বৃদ্ধি পয়েছে (০.২৫) শতাংশ। লক্ষ্যনীয় যে (২০১০-২০১৩) পর্যন্ত প্রাপ্ত মোট অভিযোগ ৫১৩টি। তন্মধ্যে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা ২৪৮টি। তথ্য না পেয়ে সংক্ষুব্ধ অভিযোগকারীর সঠিক পদ্ধতিতে (তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী) না হওয়ার সাপেক্ষে সঠিক প্রক্রিয়ায় আইনের প্রতিটি ধারা (ধারা ৮ এর উপধারা- ১, ২, ৩) ব্যবহারে তথ্য কমিশন কর্তৃক আবেদনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ২৩৬ জনকে। উল্লেখ্য যে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নির্দেশ দেয়ার পর পুণরায় আবেদনের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। যারফলে প্রায় ৫০% অভিযোগকারী তথ্য আহরণে ব্যর্থ হচ্ছে এবং ক্রমশই তথ্য কমিশনে অভিযোগের সংখ্যার হার হ্রাস পাচ্ছে। এই বিষয়টি তথ্য কমিশনসহ তথ্য অধিকার ফোরাম এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়ক বেসরকারী সংগঠনগুলি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে বাস্তবসম্মত পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য আহরণ ত্বরান্বিত করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ ব্যতীত অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অভিযোগের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে সীমিত। বিশেষ করে দরিদ্র জনগণ নিজস্ব উদ্যোগে এ আইনের সুফল ভোগ করতে পারছে না। তাদেরকে এই আইন সম্পর্কে জানানোর যে প্রক্রিয়া তা সঠিকভাবে সম্পন্ন করা না হওয়ার দরুন তারা আইনটি সম্পর্কে অবগত নন। যারফলে যে হারে অভিযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার দরকার তুলনামূলকভাবে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তথ্য কমিশনে অভিযোগ বৃদ্ধি করতে হলে তথ্য কমিশনের জনঅবহিতকরণ, আবেদনকারী সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এ ব্যতীত বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠন যেমন: রিইব, নাগরিক উদ্যোগ, এমআরডিআই, মানুষের জন্য ফাউ-েশন, নিজেরা করি প্রভৃতি এনজিও এদের সহযোগিতায় অভিযোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের পর থেকে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আবেদনকারীদের মৌখিকভাবে তথ্য প্রদানের প্রবণতা কিছুটা হলেও হ্রাস পাচ্ছে। এবং তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে লিখিত তথ্য বা মেইল এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে। যারফলে মানুষের মাঝে তথ্য আইন ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যতীত ৬৪টি জেলায় front desk এর মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় মৌখিকভাবে জনগণকে তথ্য প্রদান করে চলেছে এবং তথ্য কমিশনকে অবগত করছে। **(রচিত: অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশনার)**।

ঙ. নিষ্পত্তিকৃত ভূমি সংক্রান্ত অভিযোগের সংখ্যা

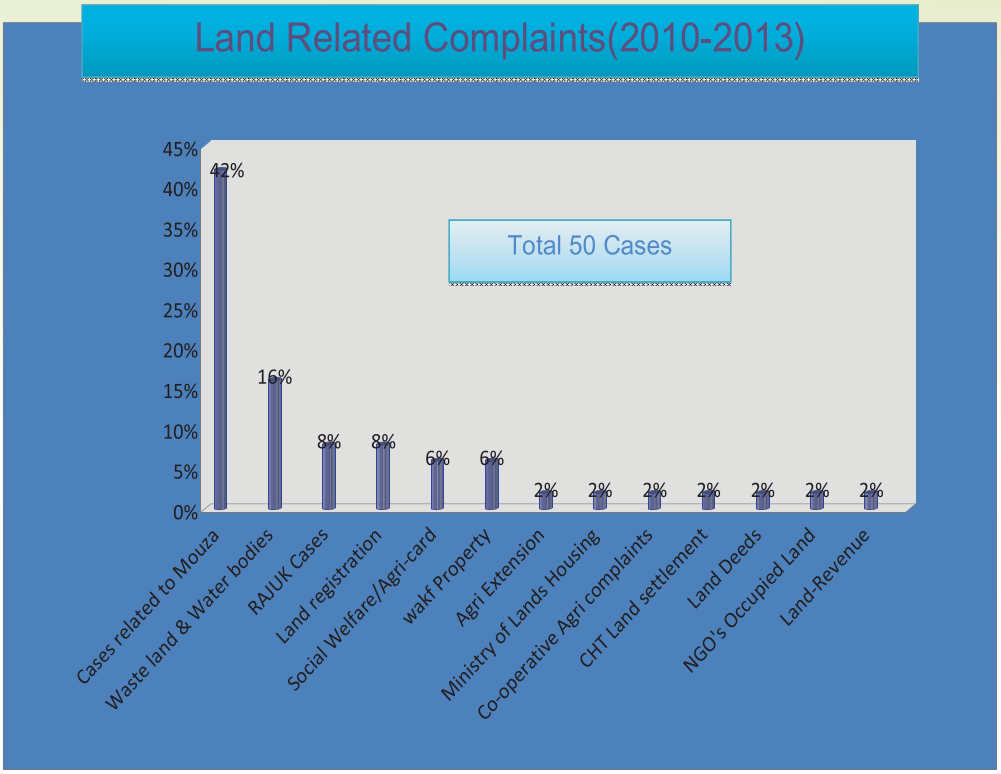

তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের (২০১০-২০১৩) সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিযোগ হচ্ছে ভূমি সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ। যার সিংহভাগই এসেছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট হতে। এ যাবতকালে আমলযোগ্য ভূমি সংক্রান্ত মোট ৫০টি অভিযোগ নিয়ে বিশ্লেষণে প্রতীয়মান যে, মৌজা সংক্রান্ত অভিযোগ (৪২%) খাস জমি ও জলাশয় সংক্রান্ত (১৬%) রাজউক সংক্রান্ত (৮%) ভূমি রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত (৮%) সমাজসেবা অধিদপ্তরের কৃষি কার্ড সংক্রান্ত (৬%) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি সংক্রান্ত (৬%) ওয়াক্‌ফো সম্পত্তি সংক্রান্ত (৬%) কৃষি মন্ত্রণালয়ের আবাসন সংক্রান্ত তথ্য (২%) এছাড়াও সমবায় অধিদপ্তরের কৃষি সংক্রান্ত (২%) পার্বত্য জেলার ভূমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত (২%) ভূমি দলিল (২%) এনজিও সংক্রান্ত (২%) এবং রাজস্ব সংক্রান্ত (২%)। **(রচিত: অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশনার)**।

জ. নিষ্পত্তিকৃত ভূমি সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যের উপাত্ত

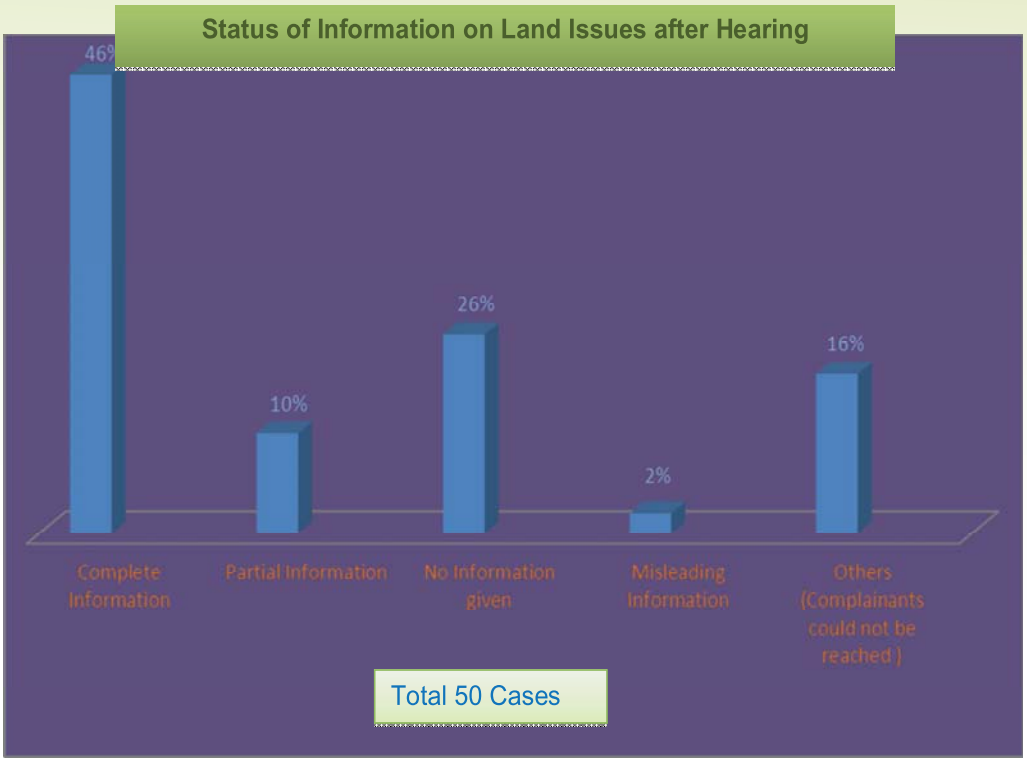

Source: Complainants were contacted to know whether they have received desired information after hearing of their cases by (IC).

উপরোক্ত ছকের মাধ্যমে আবেদনকারীগণ তাদের চাহিত তথ্য কতটুকু পেয়েছেন তা তথ্য কমিশনে নিষ্পত্তিকৃত ভূমি সংক্রান্ত তথ্যের উপর বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে। তথ্য চেয়ে আবেদন করার পর পূর্ণাঙ্গ তথ্য পেয়েছেন ৪৬ শতাংশ, কোন তথ্য পাননি এমন আবেদনকারীর সংখ্যা ২৬ শতাংশ আংশিক তথ্য পেয়েছেন ১০ শতাংশ, বিভ্রান্তিকর তথ্য পেয়েছেন ২ শতাংশ এবং অন্যান্য আবেদনকারী যারা তথ্যের জন্য আবেদন করেছেন অথচ তারা তথ্য পেয়েছেন কিনা কমিশনকে অবগত করেননি এমন ১৬ শতাংশ। ২৬ শতাংশ আবেদনকারীকে শুনানীর মাধ্যমে তথ্য কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত মোতাবেক তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চিতকরণ সত্ত্বেও সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা তাদের তথ্য প্রদান করেননি, যদিও আংশিক/বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা হয়েছে। শুনানী পরবর্তী সিদ্ধান্ত মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান বাঞ্চনীয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবেদনকারী শুনানীর পর তথ্য না পেয়ে পুণরায় কমিশনে আবেদন করে ন্যায়-বিচার কামনা করছে। তাই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষদের তথ্য আইন প্রয়োগে যত্নশীল হওয়া উচিত এবং সঠিক তথ্য লাভে জনগণকে সহায়তা করা একান্ত প্রয়োজন। **(রচিতঃ অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশনার)**।

ঝ. অভিযোগ শুনানী ও নিষ্পত্তি

২০১৩ সালে তথ্য কমিশনের বিভিন্ন সভায় ২০৭ টি অভিযোগের মধ্যে ১১৬ টি আমলে গ্রহণ করা হয় যার শতকরা হার ৫৬.০৪%। আমলে গ্রহণকৃত ১১৬টি অভিযোগের মধ্যে ১১০টি শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে।পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ৯০টি অভিযোগ এবং ০৬টি অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। এছাড়া ০১টি অভিযোগ নথিজাত করা হয়েছে।

ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ ফকরুল কবির, সহকারী প্রশাসক এর বিরুদ্ধে বেগম সৈয়দা শারফুন্নেছা কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৩১-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব জীবন রোয়াজা, নির্বাহী প্রকৌশলী এর বিরুদ্ধে জনাব অমিক চাকমা কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৩১-০৩-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ কৌশুলী তার বক্তব্য পেশ করছেন

সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ হাসিব সরকার, সহকারী কমিশনার এর বিরুদ্ধে জনাব গোলাম মোস্তফা জীবন কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৩০-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

৩০-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী, সচিব এর বিরুদ্ধে জনাব মোঃ ফোরকান কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৯-০৫-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

০৫-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ কামরুল আহসান, উপ-পরিচালক এর বিরুদ্ধে জনাব মোঃ রওশন আলী কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্ণেল মোঃ মোসলেহ উদ্দিন ভূঁঞা, অধ্যক্ষ এর বিরুদ্ধে জনাব বি এইচ বেলাল কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৪-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

২৪-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এর বিরুদ্ধে জনাব মোঃ লুৎফর রহমান কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৪-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

সমবায় অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রিক্তা দত্ত, উপ-নিবন্ধক (গৃঃ মঃ ও বিঃ দল) এর বিরুদ্ধে জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ০৪-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

ধামরাই থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব আলমগীর হোসেন, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এর বিরুদ্ধে জনাব অরূপ রায় কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ০৪-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ শামীম আহসান এনডিসি, মহাপরিচালক (বহি:প্রচার অনুবিভাগ) এর বিরুদ্ধে জেসমিন হক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ১৫-০৯-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ডাঃ পারভেজ রহিম, উপ-পরিচালক (সংস্থাপন), ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ, মহাপরিচালক এর বিরুদ্ধে জনাব ফেরদৌস হাসান কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৩-০৯-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, উপ-পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) মোঃ ফরহাদ হোসেন, সচিব এর বিরুদ্ধে এ্যাডভোকেট জনাব আব্দুল হালিম কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ০৬-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

২২-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এস এম আসাদুজ্জামান, পরিচালক (জনসংযোগ) এর বিরুদ্ধে ড. বদিউল আলম মজুমদার কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২২-১০-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হেলেনা বেগম, জনসংযোগ কর্মকর্তা এর বিরুদ্ধে জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ১৭-১১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

১৭-১১-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ডাঃ শফিউল আজম, চিকিৎসা তত্ত্বাবধায়ক এর বিরুদ্ধে ডাঃ মোঃ নাজিম খান কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২৩-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

ঞ. আমলে গৃহীত না হওয়া আবেদনের ওপর তথ্য কমিশনের কার্যক্রম

আমলে না নেয়া ৯১টি অভিযোগের মধ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক মোট ৯০টির ক্ষেত্রে অভিযোগ আমলে না নেয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শমূলক পত্র প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০১টি অভিযোগ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দাখিল না হওয়ায় নথিজাত করা হয়েছে।

নিম্নলিখিত ত্রুটি থাকার কারণে ৯০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণ করা হয়

আমলে না নেয়ার কারণ	*সংখ্যা*
তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন না করা	০২
যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করা	০৯
যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করা	১৮
যথাযথ দপ্তরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করা	০১
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ যথাযথ না হওয়া	১০
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত না থাকা	১১
নির্ধারিত ফরম ব্যবহার না করা	১৩
আপীল না করেই অভিযোগ দায়ের করা	০৫
নিস্পত্তির লক্ষ্যে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিশ্চিত করণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র প্রেরণ করায়/ অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিশ্চিত না হওয়া	০৬
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতাভূক্ত না হওয়া	০১
প্রার্থীত তথ্য ধারা ৭ এর অন্তর্ভূক্ত হওয়া	০৯
পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পূর্বেই পুনঃ অভিযোগ করা	০৫
সর্বমোট=	**৯০**

উল্লেখ্য, পরামর্শমূলক পত্র প্রদান করা হয়েছে এরূপ অভিযোগকারীদের সাথে পরবর্তীতে টেলিফোনিক আলোচনার প্রেক্ষিতে জানা যায় যেঃ

❖ তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন ৩০ জন অভিযোগকারী, ❖ তথ্য গ্রহণ করেনি ০১ জন, ❖ তথ্য প্রাপ্ত হননি ০৭ জন, ❖ সাব-জুডিস অভিযোগ ছিল ০৯ টি, ❖ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেননি ১৮ জন, ❖ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ১২ টি, ❖ ১৩ জন অভিযোগকারীর সাথে প্রদত্ত মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি

ক. *বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল*

তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সকল শ্রেণীর ও পেশার জনগণ তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে বেশিরভাগ তথ্য জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট; তবে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থে তথ্যের জন্য আবেদনও রয়েছে অভিযোগসমূহের মধ্যে। দাখিলকৃত অভিযোগের অধিকাংশই সরকারী দপ্তরে তথ্যের জন্য। সরকারী দপ্তরসমূহের মধ্যে মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সকল ধরণের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অধিকাংশ অভিযোগ আমলে গ্রহণ না করার কারণ তথ্য অধিকার আইনের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ না করা। জনসাধারণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ থাকলেও আইনটি ব্যবহারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষের মাঝেও আইনের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় তথ্য প্রদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন কর্তৃক সমন বা পত্র প্রদান করা হলে দ্রুততার সাথে আবেদনকারীর নিকট তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

৩.৯ একই আবেদনকারী কর্তৃক একের অধিক অভিযোগ দায়ের

তথ্য কমিশনে একই ব্যক্তিকতৃক দাখিলকৃত ২ বা ততোধিক আবেদন, অনুষ্ঠিত শুনানী এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের তারিখসমূহঃ

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
মোঃ রহিম উল্লাহ্, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফেনী ট্যানারী (প্রাঃ) লিমিটেড, পিতা- মৃত মৌলবী এরশাদ উল্লাহ, ৩২৫/৪/১, ৭/এ, পশ্চিম ধানমন্ডি, ঝিগাতলা, ঢাকা-১২০৯।	উপ-সচিব, ঋন ও রুগ্নশিল্প অধিশাখা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	০৫-১২-২০১২	১ টি	৩০-০১-২০১৩
ঐ	**জনাব গোপী নাথ দাস,** দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই),সোনালী ব্যাংক লিঃ স্থানীয় কার্যালয়,মতিঝিল, ঢাকা।	০২-০৭-২০১৩	১ টি	০৪-০৮-২০১৩
		মোট	২ টি	
জনাব রিপন চাক্মা, পিতা-সুনীতিচাক্মা ,গ্রাম-খবংপড়িয়া, ডাকঘর+উপজেলা-খাগড়াছড়ি, জেলা-খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।	**জনাব জীবন রোয়াজা ,** নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি,খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।	০২-০১-২০১৩	১ টি	৩১-০১-২০১৩
ঐ	ঐ	১৭-০২-২০১৩	১ টি	১৫-০৪-২০১৩
		মোট	২ টি	
মোঃ শফিউর রহমান পিতা-মরহুম মোঃ আব্দুল জাওয়াত, ১/২০, কল্যাণপুর হাউজিং এষ্টেট, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭।	**আনিসুজ্জামান তরফদার** সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড, কল্যাণপুর, ঢাকা।	২৭-১২-২০১২	১ টি	৩১-০১-২০১৩

ঐ	মোঃ আখেরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-পল্লবী, ঢাকা ইলিক্ট্রিক সাপ্লাই কম্পানী লিঃ, বাড়ী-৪, রোড-১৭, ব্লক-সি, সেকশন-১০, মিরপুর হাউজিং এষ্টেট, ঢাকা-১২১৬ ।	২৫-০৩-২০১৩	১ টি	৩০-০৪-২০১৩
		মোট	২ টি	
ইকবাল হোসেন ফোরকান সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স লিঃ, ৮/জি কনকর্ড গ্রান্ড, ১৬৯/১, শান্তি নগরঢাকা-১২১৭ ।	**বেগম রিক্তা দত্ত,** উপ-নিবন্ধক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, এফ-১০/এ-বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ ।	০৮-০১-২০১৩	১ টি	৩১-০১-২০১৩
ঐ	**০১ । রিক্তা দত্ত ,**উপ-নিবন্ধক (সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন,এফ-১০/এ-বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ । **০২ । মোঃ আমীর আজম,** উপ-নিবন্ধক(ব্যাংক ও বীমা) সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, ঢাকা । **০৩ । মোঃ হুমায়ুন খালিদ,**নিবন্ধক সমবায় অধিদপ্তর,সমবায় ভবন, ঢাকা । **০৪ । সভাপতি,**বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স লিঃ সাইহাম স্কাইভিউ টাওয়ার, ৯ ফ্লোর ৪৫, বিজয়নগর, ঢাকা ।	০৫-০৩-২০১৩	১ টি	১৬-০৪-২০১৩
		মোট	২ টি	
ফেরদৌস হাসান, পিতা-মোঃ হাসান আলী শেখ,জেসি রোড, ধানবান্ধি, সিরাজগঞ্জ ।	**সুলতানা-ই-রওশন,** সহকারী মনিটরিং অফিসার,জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, রাজশাহী ।	২০-০২-২০১৩	১ টি	১৫-০৪-২০১৩
ঐ	**ড.পারভেজ রহিম,** উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই),প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ ।	০৮-০৪-২০১৩	১ টি	০৫-০৬-২০১৩
ঐ	**মোঃ আওলাদ হোসেন,** সহকারী মনিটরিং অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আর টি আই),জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, নাটোর ।	০৮-০৪-২০১৩	১ টি	০৫-০৬-২০১৩
	০১ । ডাঃ পারভেজ,উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই),প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,			

ঐ	মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬। ০২। মহাপরিচালক ,প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬। ০৩। **রেবেকা সুলতানা** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশা-১), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	২৯-০৭-২০১৩	১ টি	১৫-০৯-২০১৩
		মোট	৪ টি	
আব্দুল হালিম পিতা- মৃত মোঃ আবুল হাসেম আকন,বাদশা প্লাজা, লেভেল-৩,২০ লিংক রোড, বাংলা মোটর মোড়,ঢাকা।	মোঃ হুমায়ুন কবির,পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, গুলফেশা প্লাজা (১৪ তলা),৮ শহীদ সেলিনা পারভীন রোড,মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।	১০-০৬-২০১৩	১টি	০৪-০৮-২০১৩
ঐ	**ড. এ কে এম মুজাহিদুল ইসলাম** উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলা একাডেমী, ঢাকা	২৬-০৬-২০১৩	১টি	০৪-০৮-২০১৩
ঐ	০১। **মোঃ কামরুজ্জামান** উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তথ্য কমিশন, ঢাকা-১২০৭। ০২। **মোঃ ফরহাদ হোসেন** সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) তথ্য কমিশন, ঢাকা-১২০৭।	১৫-০৭-২০১৩	১ টি	১৫-০৯-২০১৩
		মোট	৩ টি	
আলাউদ্দিন আল মাছুম, পিতা-মরহুম মোঃইয়াকুব আলী, ৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর, থানা-কাফরুল, ঢাকা।	১। **সৈয়দ শরিফুল ইসলাম,**সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগুলশান সার্কেল, ঢাকা। ২। **মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার,**সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তেজগাঁও সার্কেল,১৪/২তোপখানা রোড,ঢাকা।	২৮-০২-২০১৩	১ টি	১৬-০৪-২০১৩
ঐ	১। **সৈয়দ শরিফুল ইসলাম,**সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,গুলশান সার্কেল, ঢাকা। ২। **মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার,**সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,তেজগাঁও সার্কেল,১৪/২তোপখানা রোড,ঢাকা।	২৮-০২-২০১৩	১ টি	১৬-০৪-২০১৩
ঐ	**মোরারজী দেশাই বর্মণ,** নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।	২১-০৩-২০১৩	১ টি	৩০-০৪-২০১৩

ঐ	**সারাহ সাদিয়া তাজনীন,**সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।	১৫-০৭-২০১৩	১ টি	১৫-০৯-২০১৩
ঐ	**সারাহ সাদিয়া তাজনীন,**সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।	১৫-০৭-২০১৩	১ টি	১৫-০৯-২০১৩
ঐ	**সারাহ সাদিয়া তাজনীন,**সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।	১৫-০৭-২০১৩	১ টি	১৫-০৯-২০১৩
ঐ	**মোহাম্মদ কাজী ফয়সাল,**সহকারী কমিশনার ভূমি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই),তেজগাঁও সার্কেল, ১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।	২২-০৭-২০১৩	১ টি	২৩-০৯-২০১৩
ঐ	**মোহাম্মদ কাজী ফয়সাল,**সহকারী কমিশনার ভূমি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই),তেজগাঁও সার্কেল, ১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা।	২২-০৭-২০১৩	১ টি	২৩-০৯-২০১৩
ঐ	**মোহাম্মদ আলী,** অফিসার ইন চার্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই), ভাটারা থানা, ডিএমপি, ঢাকা।	১০-১১-২০১৩	১ টি	২৪-১২-২০১৩
ঐ	ঐ	১০-১১-২০১৩	১ টি	২৪-১২-২০১৩
ঐ	**রাবেয়া আক্তার,** সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই),ভাটারা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, খিলবাড়ীরটেক, ভাটারা, ঢাকা।	১০-১১-২০১৩	১ টি	২৪-১২-২০১৩
		মোট	**১১টি**	
মোঃ রওশন আলী, পিতা-মৃত বিদেশ প্রামানিক, বাসা নং-৪/১৯,ওয়ার্ড নং-৭, বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল বাকী সড়ক, জলেশ্বরীতলা, বগুড়া।	**মোঃ কামরুল আহসান,** উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ,দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া।	১০-০৩-২০১৩	১টি	১৬-০৪-২০১৩
ঐ	ঐ	২৯-০৪-২০১৩	১ টি	০৫-০৬-২০১৩
		মোট	**২ টি**	
দেলাওয়ার বিন সিরাজ পিতা-মৃত হাজী সিরাজ উদ্দিন ২/২, আর কে মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।	**মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান** উপ-মহাব্যবস্থাপক (পরিঃ ও ক্রয়) অঃদাঃ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মিল্কভিটা, ১৩৯-১৪০ তেজগাও শি/এ, ঢাকা	১৮-০৩-২০১৩	১ টি	৩০-০৪-২০১৩

ঐ	**সুকান্তি বিকাশ সান্যাল** উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই),অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ১৮ বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ, ঢাকা।	০৯-০৭-২০১৩	১ টি	০৪-০৮-২০১৩
ঐ	ঐ	০৯-০৭-২০১৩	১ টি	০৪-০৮-২০১৩
ঐ	**মোঃ মোস্তাফিজুর রহমা** উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই),মিল্কভিটা, ১৩৯-১৪০তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা।	২২-০৭-২০১৩	১ টি	২৩-০৯-২০১৩
ঐ	ঐ	২৫-১১-২০১৩	১ টি	২৪-১২-২০১৩
		মোট	৫ টি	
মোঃ মোজাম্মেল হক পিতা-মৃত মুন্সী মর্তুজা আলী, আলী ফায়ার সার্ভিস একাডেমী, ৩০ নং আর এম দাস রোড,সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।	**মোঃ হুমায়ুন কবির** পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, গুলফেশা প্লাজা (১৪ তলা), ৮ শহীদ সেলিনা পারভীন রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।	২৮-০৩-২০১৩	১ টি	৩০-০৪-২০১৩
ঐ	**প্রণব কুমার ভট্টাচার্য** উপ-পরিচালক (জনসংযোগ কর্মকর্তা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা।	০৪-০৭-২০১৩	১ টি	০৪-০৮-২০১৩
ঐ	ঐ	১১-০৭-২০১৩	১ টি	০৪-০৮-২০১৩
		মোট	৩ টি	
মোঃ আবদুল হক পিতা-হাজী মোঃ আবদুল হাকিম, হারুয়া পূর্ব ফিসারী রোড,উপজেলা ও জেলা-কিশোরগঞ্জ	**মোঃ ফজলুল হক** জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ।	৩১-০৩-২০১৩	১ টি	০৫-০৬-২০১৩
ঐ	ঐ	১৮-০৯-২০১৩	১ টি	২২-১০-২০১৩
		মোট	২ টি	
নাসিম আহমেদ পিতা-আবু আহমেদ আমিনুজ্জামান ফ্লাট-বি, বাড়ী নং-০৮, রোড নং-১৯,নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	১৭-০৪-২০১৩	১টি	০৫-০৬-২০১৩
ঐ	**এ টি এম আল ফাত্তাহ ,** সহকারী পরিচলক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর,শিক্ষা ভবন,১৬ আব্দল গণি সড়ক, ঢাকা।	২২-০৭-২০১৩	১টি	২৩-০৯-২০১৩
ঐ	**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই),** ঢাকা সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ,	০৪-০৮-২০১৩	১টি	০৬-১০-২০১৩

ঐ	**এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার** সহকারী পরিচালক (কলেজ-২) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ১৬ আব্দুল গণি সড়ক, ঢাকা ।	২৫-১১-২০১৩	১টি	২৪-১২-২০১৩
		মোট	৪ টি	
মোঃ লুৎফর রহমান,পিতা-মৃত মোঃ জিন্নত আলী (বিএবিটি) গ্রামঃ বেলাব মাটিয়ালপাড়া পোঃবেলাব বাজার,থানাঃ বেলাব,জেলাঃ নরসিংদী ।	**মোঃ মোশারফ হোসেন,** যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই),কৃষি মন্ত্রণালয়, ভবন-০৪, কক্ষ-৪৩৩, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা-১০০০ ।	২৬-০৫-২০১৩	১ টি	২৪-০৬-২০১৩
ঐ	**মোঃ আমিরুল ইসলাম ,** উপ-সচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০ ।	০৪-০৮-২০১৩	১ টি	২৩-০৯-২০১৩
		মোট	২ টি	
মোঃ রইছ উদ্দিন বাদশা অ্যাডভোকেট, পিতা-মৃত হামিজ উদ্দিন মিয়া, সহ সভাপতি, রংপুর আইনজীবী সমিতি, রংপুর ।	**সাঈদ আহমেদ** অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই),মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল ও কলেজ,রংপুর ক্যান্টনমেন্ট, রংপুর ।	০৯-০৬-২০১৩	১ টি	১৮-০৮-২০১৩
ঐ	ঐ	১০-০৯-২০১৩	১ টি	২২-১০-২০১৩
		মোট	২ টি	
এ এস এম আলমগীর পিতা-এ কে এম শাহজাহান, পুরাতন বাজার, বিরামপুর, দিনাজপুর ।	**মিঠুন কুন্ডু** ,প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিরামপুর, দিনাজপুর ।	১৩-০৬-২০১৩	১ টি	১৮-০৮-২০১৩
ঐ	**ফেরদৌস আহমেদ,** প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ।	১৩-০৬-২০১৩	১ টি	১৮-০৮-২০১৩
		মোট	২ টি	
মোঃ আবদুল হাকিম পিতা-মরহুম মমিন উদ্দিন হাওলাদার, গ্রাম-বালিয়া কাঠা, পোঃ-চাখার উপজেলা-বানারীপাড়া, জেলা-বরিশাল ।	**মোমেনা খাতুন** উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।	০৭-০৩-২০১২	১ টি	১৬-০৪-২০১৩
ঐ	ঐ	১০-০৭-২০১৩	১ টি	১৮-০৮-২০১৩
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, উপকূলীয় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় চট্টগ্রাম, জেলা-চট্টগ্রাম ।	২৩-০৭-২০১৩	১ টি	২৩-০৯-২০১৩
		মোট	৩ টি	

অরূপ রায়, পিতা-উৎপল রায়, ৫১/এ বাজার রোড,উপজেলা-সাভার, জেলা-ঢাকা ।	**আলমগীর হোসেন** ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত, কর্মকর্তা (আরটিআই), থানা-ধামরাই, ঢাকা	১১-০৭-২০১৩	১টি	০৪-০৮-২০১৩
ঐ	**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)** সাভার পৌরসভা, গেন্ডা, ঢাকা ।	১২-০৯-২০১৩	১ টি	২২-১০-২০১৩
		মোট	২ টি	
মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ পিতা-ক্বারী হাসমত আলী গ্রাম+পোষ্ট-মেছেরা পোষ্ট কোড নং-২৩০০ হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ	**মোঃ নুরুল ইসলাম তালুকদার** সাব-রেজিস্ট্রার নান্দাইল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাব-রেজিস্ট্রার,নান্দাইল, ময়মনসিংহ	২৪-০৭-২০১৩	১টি	২৩-০৯-২০১৩
জনাব মাওলানা ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ , পিতা-ক্বারী হাসমত আলী ,গ্রাম+পোঃ মেছেরা উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ ।	**মোঃ ওয়াদুদ** উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, কিশোরগঞ্জ ।	২৫-০৮-২০১৩	১ টি	০৬-১০-২০১৩
		মোট	২ টি	
আ. আ. ম. একরামুল হক আসাদ সম্পাদক ও প্রকাশক নির্ভীক সংবাদ, ৫৭ পূর্ব তেজতুরী বাজার রহমান, ম্যানশন(৪র্থ তলা), ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ ।	**অডিট অফিসার ও** দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর ।	১৪-০৮-২০১৩	১টি	০৬-১০-২০১৩
আ. আ. ম. একরামুল হক আসাদ সম্পাদক ও প্রকাশক নির্ভীক সংবাদ, ৫৭ পূর্ব তেজতুরী বাজার রহমান ম্যানশন(৪র্থ তলা) ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ ।	**নূর মুহাম্মদ তেজারত** উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, তালা, সাতক্ষীরা	১৪-০৮-২০১৩	১টি	০৬-১০-২০১৩
ঐ	**কাজী লিয়াকত হোসেন** দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা ।	১৪-০৮-২০১৩	১টি	০৬-১০-২০১৩
		মোট	৩ টি	
মোঃ মোখলেছুর রহমান পিতা-মোঃ আঃ বারী হাওলাদার ৯ নং লেন, সবুজবাগ, পটুয়াখালী ।	**মোঃ সফিউদ্দিন** নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) পানি উন্নয়ন বোর্ড, কলাপাড়া, পটুয়াখালী	০৩-১০-২০১৩	১টি	২৩-১২-২০১৩
ঐ	ঐ	০৮-১০-২০১৩	১ টি	২৩-১২-২০১৩
		মোট	২ টি	

৩.১০ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা।	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা।	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা।	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমান। (টাকা)
১.	কৃষি মন্ত্রণালয়	১,৪৭২	১,৪৭২	০	৩	৩	৩৮
২.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৮৭০	৮৬৩	৩	১১	১০	৪,৩৩২
৩.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১৯৩	১৯৩	০			৫,৭৩,৪০০
৪.	অর্থ মন্ত্রণালয়	৮২	৪০	৪২	১১	১০	৩,৮২৮
৫.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৪৬	৪৬	০	০	০	২,৬১,৫৩৮
৬.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৪৪	৪০	৪	১	১	০
৭.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩২	৩০	২	৬	৫	৮৬০
৮.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৯	১৯	০	০	০	০
৯.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৮	১৬	২	২	১	০
১০.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১৮	১৩	৫	৪	০	২৮,৭৯৯

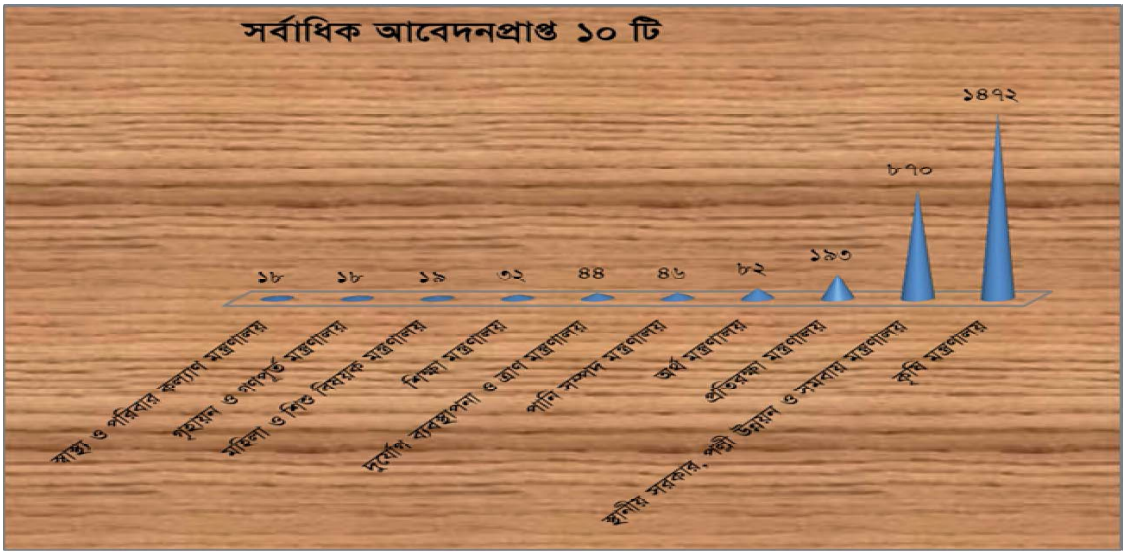

৩.১১ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০ টি জেলা

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা।	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা।	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা।	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমান।(টাকা)
১.	কুমিল্লা	১,০৪৭	১,০৩০	১৪	০	০	১,৯১১
২.	নারায়ণগঞ্জ	৯৪৯	৯৪৯	০	০	০	০২
৩.	সিলেট	৭৯৩	৫৬৪	২২৯	০	০	১৫,৭৮০
৪.	সাতক্ষীরা	৬২২	৬২২	০	০	০	০০
৫.	যশোর	২৮২	২৮২	০	০	০	০০
৬.	ঢাকা	২০৯	২০৯	০	০৪	০৪	১৬
৭.	রাজশাহী	১৯৫	১৯৫	০	০	০	৮,৫০০
৮.	ময়মনসিংহ	১৪৭	১২৯	১৭	০২	০২	৮০০
৯.	চট্টগ্রাম	১২৭	১২৭	০	০	০	২৩০
১০.	ফরিদপুর	৫৭	৫৭	০	০	০	২৩০

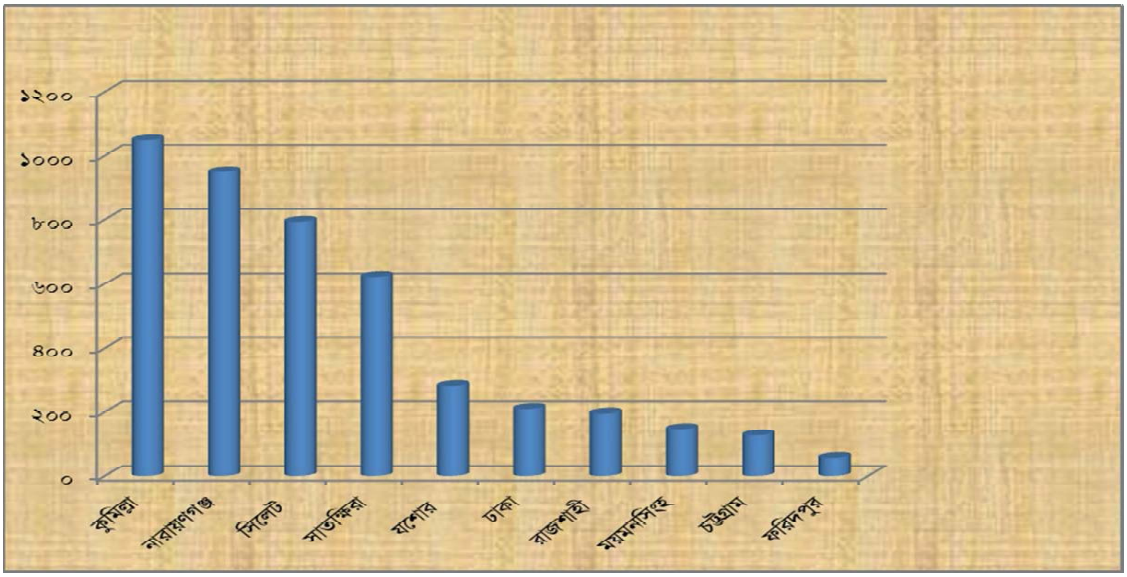

৩.১২ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ৫ টি এনজিও

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা।	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা।	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমান।(টাকা)
১.	ব্র্যাক	২,৯০৩	২,৯০৩	০	০	০

২.	টিএমএসএস	৮৯৮	৮৯৮	০	০	০
৩.	রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব)	৯০	১২	৭৮	০	০
৪.	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)	১৫	১৫	০	০	০
৫.	কারিতাস বাংলাদেশ	০২	০২	০	০	০

৩.১৩ তথ্য কমিশন ঃ কেস স্টাডি

কেস স্টাডি-০১ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় নির্বাচন কমিশনের তথ্য পেলেন

ড. বদিউল আলম মজুমদার।

অভিযোগকারী, ড. বদিউল আলম মজুমদার, পিতা-রঙ্গু মিয়া মজুমদার,১২/২ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ০৯-০৯-২০১৩ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এস এম আসাদুজ্জামান এর নিকট ১২-০৬-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহকে তাদের প্রতি বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। তিনি এ পর্যন্ত যতগুলি পঞ্জিকা বছরের তথ্য তারা কমিশনে প্রদান করেছে তার কপি চেয়ে আবেদন করেন। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এস এম আসাদুজ্জামান অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নিকট হতে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্যের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত বহাল রাখার বিষয়টি অবহিত করেন। এ প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

কমিশনের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৯৭/২০১৩ নং অভিযোগ হিসেবে ২২-১০-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন ইস্যু করা হয়। ধার্য তারিখে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এস এম আসাদুজ্জামান এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব তৌহিদুল ইসলাম প্রতিপক্ষ হিসেবে শুনানীতে উপস্থিত ছিলেন। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন,

২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, নির্বাচন কমিশনের কোন্ কোন্ তথ্য প্রদানযোগ্য তার একটি তালিকা ওয়েবসাইটে রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯ (৮) অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষের কোন গোপনীয় তথ্য তার মতামত বা সম্মতি ব্যতিরেকে অনুরোধকারীকে প্রদান না করার বিধান রয়েছে। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকায় তা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, নির্বাচন কমিশনে জমাকৃত রাজনৈতিক দলের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব (অডিট রিপোর্ট) নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব তথ্য নয়। রাজনৈতিক দলের মতামত ছাড়া তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়।

উভয়পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনান্তে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯ (৮) অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষের মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকায় তৃতীয় পক্ষের বরাবরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে মতামত গ্রহণের জন্য নোটিশ প্রদানের বিষয়ে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন এবং তৃতীয় পক্ষের অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের লিখিত মতামত চেয়ে নোটিশ প্রদান করে অভিযোগকারীকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রাজনৈতিক দলের নিকট লিখিত মতামত চেয়ে নোটিশ প্রদান করেন এবং বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব (অডিট রিপোর্ট) দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

আবেদনকারী ড. বদিউল আলম মজুমদার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব (অডিট রিপোর্ট) সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিলের ভিত্তিতে কমিশন ট্রাইব্যুনালে শুনানী শেষে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগকারী কয়েকটি রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব (অডিট রিপোর্ট) প্রাপ্ত হন।

কেস স্টাডি-০২ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তথ্য পেলেন বেলার সায়েমা আফরোজ।

অভিযোগকারী, সায়েমা আফরোজ, পিতা-সাঈদ বিন ইসকান্দার, বাড়ি-১৫/এ, সড়ক-৩, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫, ২২-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সদস্য (পরিকল্পনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব শেখ আব্দুল মান্নান এর নিকট রাজউক এবং মেসার্স ডাটা এক্সপার্ট (প্রা:) লি: এর যৌথভাবে স্বাক্ষরিত Existing Landuse Map of Gazipur Part এর একটি কপি চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে তিনি ০৩-০৬-২০১৩ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ২৪(১)(২)ধারা অনুযায়ী আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১)(২)(৩) ধারা অনুযায়ী ১১-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

কমিশনের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৭০/২০১৩ নং অভিযোগ হিসেবে ০৪-০৮-২০১৩ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন ইস্যু করা হয়। ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৮-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে ১৫-০৯-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন ইস্যু করা হয়। ধার্য তারিখে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সদস্য (পরিকল্পনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব শেখ আব্দুল মান্নান এবং অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান শুনানীতে উপস্থিত হন।

অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শপথগ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সদস্য (পরিকল্পনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া রাজউকের নিজস্ব

ওয়েবসাইটে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে এবং প্রার্থীত তথ্য পূর্বাচল নতুন প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট।

অভিযোগকারী গাজীপুরের Existing Landuse Map চেয়েছেন কিন্তু তাকে প্রদত্ত পূর্বাচল নতুন প্রকল্পের নক্সাই তার প্রার্থীত নক্সা কিনা সে বিষয়ে কমিশনের প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান অভিযোগকারীকে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে সেটিই গাজীপুরের নক্সা। এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অভিযোগকারীকে অবহিত করা হবে মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সুস্পষ্টভাবে ২৪-০৯-২০১৩ তারিখের মধ্যে প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সদস্য (পরিকল্পনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

আবেদনকারী সায়েমা আফরোজ বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও Existing Landuse Map of Gazipur Part এর একটি কপি সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিলের ভিত্তিতে কমিশন ট্রাইব্যুনালে শুনানী শেষে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগকারী Existing Landuse Map of Gazipur Part এর একটি কপি প্রাপ্ত হন।

কেস স্টাডি-০৩ঃ তথ্য কমিশনের সমন পেয়ে তথ্য দিলেন ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ

অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায়, পিতা-উৎপল রায়, ৫১/এ বাজার রোড, উপজেলা-সাভার, জেলা-ঢাকা ২০-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ঢাকা জেলার ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব আলমগীর হোসেন বরাবরে ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা/ থানার কোটায় পুলিশ কনস্টেবল পদে নিয়োগপ্রাপ্ত যেসব কনস্টেবলদের ধামরাই থানা থেকে ভেরিফিকেশন সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে বছর ভিত্তিক তাদের সংখ্যা, নাম, পিতার নাম ও স্থায়ী-অস্থায়ী পূর্ণ ঠিকানা চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৫-২০১৩ তারিখে ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১১-০৭-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

কমিশনের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৬৯/২০১৩ নং অভিযোগ হিসেবে ০৪-০৮-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন ইস্যু করা হয়। ধার্য তারিখে কমিশনের ট্রাইব্যুনালে ঢাকা জেলার ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব আলমগীর হোসেন এবং অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায় শুনানীতে উপস্থিত ছিলেন।

শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তথ্য কমিশন কর্তৃক সমন প্রদানের পর তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন।

কমিশনের ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ঢাকা জেলার ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব আলমগীর হোসেন তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য সংগ্রহ করতে বেশী সময় প্রয়োজন হওয়ায় অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে বিলম্ব হয়েছে এবং কমিশনের সমন পাবার পর তা সরবরাহ করা হয়েছে।

তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের পর কমিশন কর্তৃক অভিযোগটি আমলে নেয়া হয়। উভয় পক্ষকে সমন জারী করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সমন প্রাপ্তির পর পরই অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়েছেন মর্মে জানান।

৩.১৪ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হলে এসব কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়সমূহ নিজস্ব কার্যালয়সহ অধীনস্ত দপ্তরসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করে এবং জেলা প্রশাসকগণ নিজস্ব কার্যালয়সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। বেসরকারী সংস্থাসমূহ অধীনস্ত শাখা

অফিসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন এবং পৃথকভাবে নিজস্ব প্রতিবেদন প্রেরণ করে। এসব প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্যের নিম্নরূপ বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলোঃ

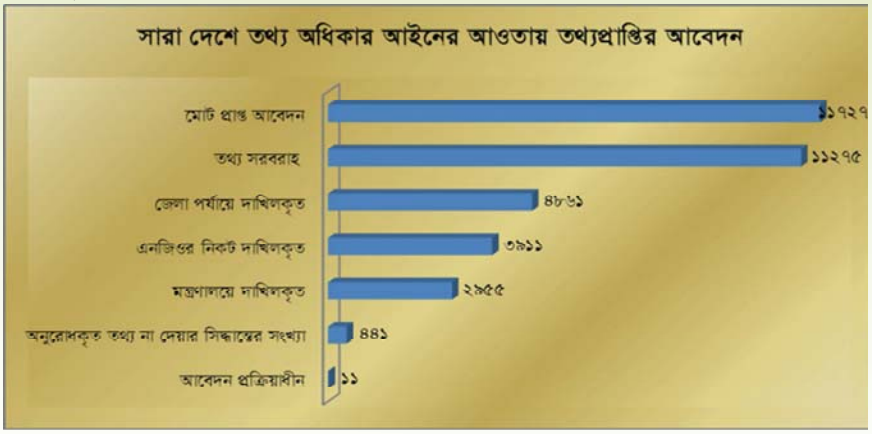

৩.১৪.১ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের সকল মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসূহের পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে একত্রে মোট ২,৯৫৫টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ২,৮৬৬টি (৯৬.৯৯%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তথ্য না দেয়ার আবেদনের সংখ্যা ৮৯টির মধ্যে ০৪টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৩ সালে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং অধীনস্ত দপ্তরসমূহে চাহিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মোট ৮,৭৪,৭৯৮ টাকা আদায় হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ৪৯টি আপীল আবেদন করা হয়েছে, এর মধ্যে ৩৭টি আবেদন নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং ১২টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

উল্লেখ্য, ১৭-১১-২০১৩ তারিখের তকক/প্রশা-৫৮/২০১০-৪০৫ নং স্মারকে ২০-০১-২০১৪ তারিখের মধ্যে ১মবার, ২১-০১-২০১৪ তারিখের তকক/প্রশা-৫৮/২০১০-৬২৫ নং স্মারকে ০৫-০২-২০১৪ তারিখের মধ্যে ২য়বার এবং সর্বশেষ ১৮-০২-২০১৪ তারিখের তকক/প্রশা-৫৮/২০১০-৭২৭ নং স্মারকে ২৭-০২-২০১৪ তারিখের মধ্যে বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ অফিসসমূহের (বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত) সমন্বিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলেও ভূমি মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর নিকট হতে কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

অপরদিকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে নির্ধারিত সময়ের পরে মুদ্রণের জন্য প্রেসে প্রেরণের পূর্বমূহুর্তে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। যার ফলে তাদের প্রেরিত প্রতিবেদনের তথ্য বার্ষিক প্রতিবেদনের সমন্বিত তথ্যাদির সঙ্গে সংযোজন করা সম্ভব হয়নি। উক্ত তথ্য সংযোজন করা হলে বার্ষিক প্রতিবেদনের সামগ্রিক ডাটা পরিবর্তন করা প্রয়োজন হতো যেটি ঐ মূহুর্তে সম্ভব ছিল না।

৩.১৪.২ জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

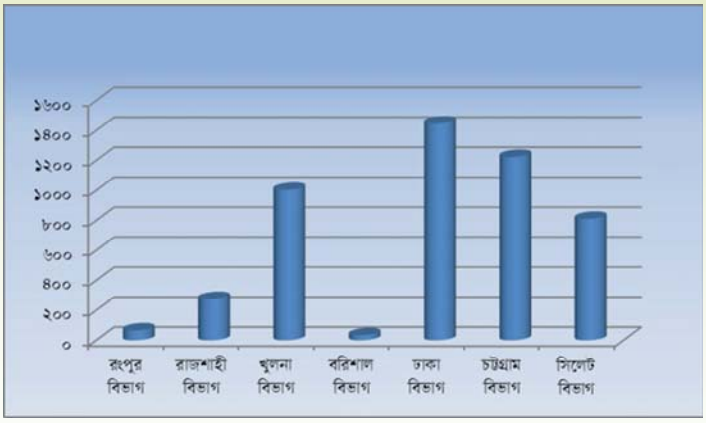

দেশের সকল জেলা থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচন করে দেখা যায় যে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একত্রে মোট ৪,৮৬১ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। তন্মধ্যে শুধু ঢাকা বিভাগেই ১,৪৪৭ টি আবেদন দাখিল হয়েছে যা জেলাগুলোতে প্রাপ্ত আবেদনের প্রায় ২৯.৭৬ শতাংশ। এছাড়াও, মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ৪,৫৭৬টি (৯৪.১৪%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ২৮৫টি (০৫.৮৬%) যার মধ্যে ০৭টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আবেদনের সংখ্যা ১৬টি তন্মধ্যে ১৫টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ০১ টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন। সারা দেশে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে মোট ৩২,৩৫৮ টাকা আদায় হয়েছে।

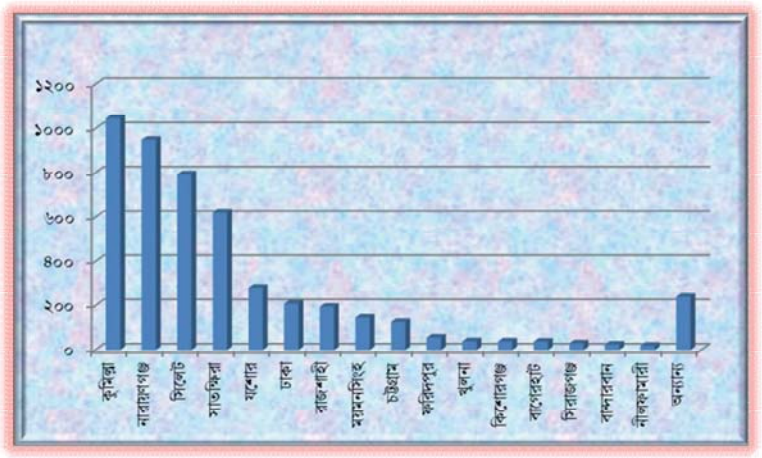

৬৪ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগের শরিয়তপুর, জামালপুর, নরসিংদী, শেরপুর ও মাদারীপুর জেলা; চট্টগ্রাম বিভাগের লক্ষ্মীপুর, ফেনী, কক্সবাজার, চাঁদপুর জেলা, খুলনা বিভাগের চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা; রাজশাহী বিভাগের জয়পুরহাট জেলা, বরিশাল বিভাগের ভোলা ও বরগুনা জেলা; সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলা, অর্থাৎ মোট ১৫টি জেলায় তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন আবেদন/অনুরোধ দাখিল করা হয়নি।

প্রতিবেদনসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশের সকল জেলাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের দপ্তরের অধীনে (১,০৪৭টি)। একইসাথে তথ্য অধিকার আইনের সবচেয়ে কার্যকর প্রয়োগ দেখা গিয়েছে কুমিল্লা জেলাতে, কেননা এ জেলার অধিকাংশ দপ্তরেই কোন না কোন তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ দাখিল করা হয়েছে।

৩.১৪.৩ এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

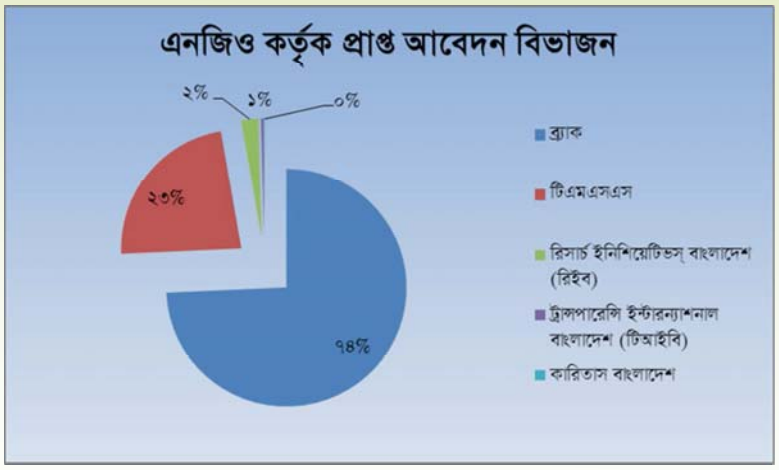

দেশের বিভিন্ন এনজিওসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত এনজিওসমূহে মোট ৩,৯১১ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। এসকল দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ৩,৮৩৩টি (৯৮.০০%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবেদনসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সকল এনজিওসমূহের মধ্যে ব্র্যাকের নিকট সর্বোচ্চ ২,৯০৩টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে, যেখানে চাহিত তথ্যের বিপরীতে ২৯০৩টি তথ্য প্রদান করা হয়েছে। টিএমএসএস ৮৯৮টি এবং রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব) ৯০টি আবেদনের বিপরীতে ১২ টি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৫টি তথ্য প্রদান করেছে। টিআইবির সকল তথ্য ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। তাই অর্থ আদায় করা হয়নি। কিন্তু অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কোন পদ্ধতিতে তথ্য প্রদান করেছেন তা উল্লেখ করেননি এবং প্রেরিত প্রতিবেদনে দেখা যায় চাহিত তথ্য বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে।

৩.১৫ মৌখিক তথ্যের বিশ্লেষণ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত ফরম ব্যবহার না করে মৌখিকভাবে তথ্য প্রাপ্তিতে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। যদিও তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী মৌখিকভাবে তথ্য প্রদান করার কথা উল্লেখ নেই। মৌখিকভাবে কেউ তথ্য চেয়ে না পেলে আইনগতভাবে তার প্রতিকার পাবার কোন সুযোগ থাকে না।

তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ফর্ম ব্যবহার না করা হলেও মৌখিকভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের এ হার তথ্য জানার জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন। তবে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রণীত ফরম্যাট ব্যতীত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিলের পেছনে নির্ধারিত ফরম সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ফরম ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক পরিষ্কার ধারণা না থাকা এবং দ্রুত তথ্য প্রাপ্তির জন্য তারা মৌখিকভাবে তথ্য জানতেই বিশেষভাবে আগ্রহী হচ্ছেন। মৌখিকভাবে সহজেই সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে জনসাধারণ তথ্য পাচ্ছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র যশোর জেলাতেই ২০১৩ সালে ৫,০০৭টি মৌখিক আবেদনের প্রেক্ষিতে ৪,২৪৭টি তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। তার অর্থ এই যে, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে ক্রমশঃই জনবান্ধব হয়ে উঠছে এবং এই প্রবণতা বিদ্যমান থাকলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ব্যবহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে।

৩.১৬ তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

চলতি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে তথ্য কমিশনের জন্য মোট ৩৮২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের বাজেট নিম্নরূপঃ

কোড-	৩-৩৩০৫-৩১২৪-৫৯০০	অংকসমূহ লক্ষ টাকায়			
কোড নং	খাতের নাম	২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	২০১৩-১৪ অর্থবছরে সংশোধিত মোট বরাদ্দ	২০১৩-১৪ অর্থবছরে ডিসেম্বর/১৩ পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থ	ডিসেম্বর/১৩ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়
ক) ৪৫০০	মূল বেতন বাবদ সহায়তা	৬১.৬০	৬১.৬০	৩০.৮২	২৭.৭৯
খ) ৪৭০০	ভাতাদি (মহার্ঘ ভাতা বাদে) ও অন্যান্য ব্যয়	৬৩.২০	৬৩.২০	৩৭.১৪	৩২.৬০
গ) ৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	২৩৮.৬৩	২২০.৮০	১১৯.৩৮	৫২.৭৩
ঘ) ৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	২১.৪৫	২১.৪৫	১০.৭৪	১.৯৫
(ঙ) ৬৮০০	মুলধন ব্যয় মঞ্জুরি	৪৭.৩০	১৪.৯৫	২৩.৬৮	০.৫৫
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ) =		৪৩২.১৮	৩৮২.০০	২২১.৭৬	১১৫.৬২

৩.১৭ উপসংহার

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, জনগণের ক্ষমতায়ন এবং সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছার প্রতিফলন। কমিশন কাজ শুরু করার স্বল্প সময়ে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তথ্য পাওয়ার বিষয়ে জনগণের আগ্রহ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাড়া নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য জানার আকাঙ্ক্ষাপূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে কমিশনের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের কাজ সম্পর্কে জনগণের ব্যাপক সচেতনতার উপর। দেশের আপামর জনগোষ্ঠী এ আইনের সহায়তা নিয়ে সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুগুণে উজ্জ্বল হবে বলে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

তথ্য অধিকার আইন একটি জনকল্যাণকর আইন। জনগণের নিকট সরকারী-বেসরকারী দপ্তরসমূহের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা আনয়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকল স্তরে দুর্নীতি দমনের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবেও তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা রয়েছে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তথ্য অধিকারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

সরকারের আন্তরিকতা সত্ত্বেও তথ্য অধিকার আইনের কতিপয় সীমাবদ্ধতা, আইনটি প্রচারে অপর্যাপ্ততা, আইন বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের অসম্পূর্ণতা, জনসাধারণের বড় অংশের অসচেতনতা, আইন ব্যবহারে পরামর্শমূলক ও উৎসাহমূলক কর্মকাণ্ডের অনুপস্থিতি এবং তথ্য কমিশনের অপর্যাপ্ত জনবল এবং কর্মকাণ্ডের সীমাবদ্ধতা তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা মর্মে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সকল সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের পথে তথ্য কমিশনের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। আশা করা যায়, এর ফলে সকলকে সাথে নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টায় নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের আকাঙ্ক্ষাপূরণ করা সম্ভব হবে।

তথ্য কমিশন

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট - ক
তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

পরিশিষ্ট ক

জনবলঃ

কমিশন সদস্য		০৩
স্কেলভিত্তিক-		৫২
আউট সোর্সিং		
গাড়ী চালক	- ০২	
এম এল এস এস	- ১২	
পিয়ন-	- ০১	২১
নৈশ প্রহরী	- ০৪	
ঝাড়ুদার/ক্লিনার	- ০২	
		৭৬

যানবাহন ঃ
কার---------- ৫টি
জীপ---------- ১ টি
মাইক্রোবাস--- -১ টি

অফিস সরঞ্জাম ঃ
কম্পিউটার----------------------১০টি
ল্যাপটপ------------------------- ৫ টি
মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর- ------------ ১ টি
ফটোকপিয়ার--------------------- ৪ টি
ফ্যাক্স মেশিন--------------------- ২ টি
মাইক্রোফোন------------------- ১ সেট(২৫টি)
ইন্টারকম---------------------- ১ সেট(২০টি)
স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন ও এক্সেল- ৪টি

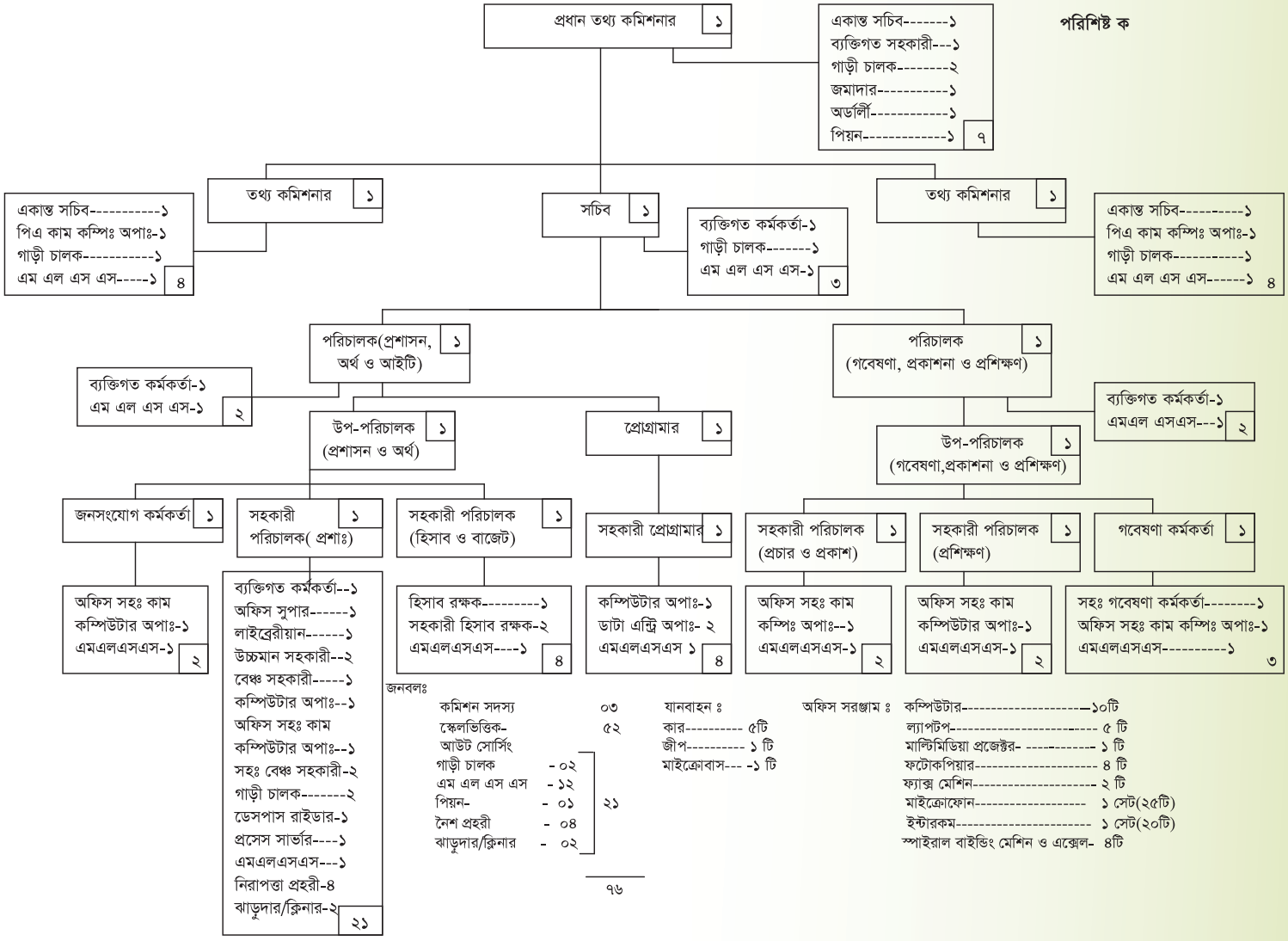

পরিশিষ্ট - খ
তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন

Google Analytics

Go to this report

http://www.infocom.gov.bd - http://www.infocom.gov.bd
www.infocom.gov.bd

Audience Overview

Jan 1, 2013 - Jan 31, 2013

All Visits
100.00%

Overview

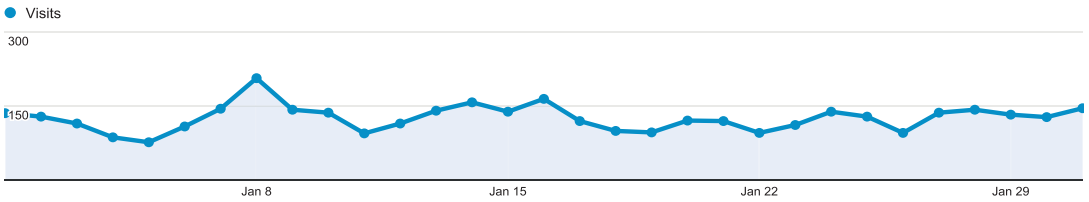

3,048 people visited this site

Visits	Unique Visitors	Pageviews
3,884	3,048	46,992

Pages / Visit	Avg. Visit Duration	Bounce Rate
12.10	00:03:49	1.83%

% New Visits
71.16%

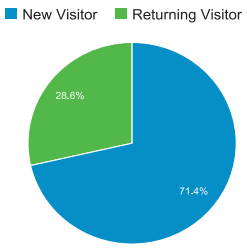

	Country / Territory	Visits	% Visits
1.	Bangladesh	2,345	60.38%
2.	(not set)	986	25.39%
3.	United States	207	5.33%
4.	United Kingdom	83	2.14%
5.	India	81	2.09%
6.	Saudi Arabia	36	0.93%
7.	United Arab Emirates	28	0.72%
8.	Australia	11	0.28%
9.	China	9	0.23%
10.	Canada	7	0.18%

© 2014 Google

Google Analytics

[Go to this report]

http://www.infocom.gov.bd - http://www.infocom.gov.bd
www.infocom.gov.bd

Audience Overview

Feb 1, 2013 - Feb 28, 2013

All Visits
100.00%

Overview

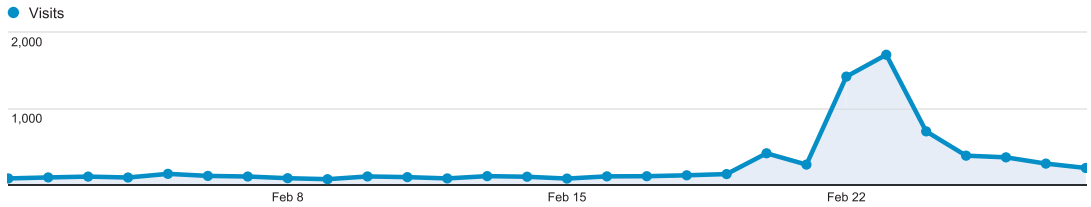

6,796 people visited this site

Visits
7,826

Unique Visitors
6,796

Pageviews
81,261

Pages / Visit
10.38

Avg. Visit Duration
00:03:03

Bounce Rate
2.25%

% New Visits
82.09%

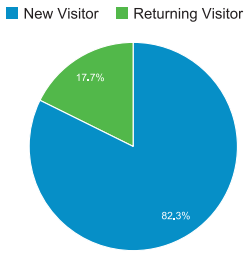

	Country / Territory	Visits	% Visits
1.	Bangladesh	4,093	52.30%
2.	(not set)	2,731	34.90%
3.	United States	551	7.04%
4.	Finland	119	1.52%
5.	India	72	0.92%
6.	United Kingdom	64	0.82%
7.	Saudi Arabia	36	0.46%
8.	China	22	0.28%
9.	United Arab Emirates	14	0.18%
10.	Germany	12	0.15%

© 2014 Google

Google Analytics

Go to this report

http://www.infocom.gov.bd - http://www.infocom.gov.bd
www.infocom.gov.bd

Audience Overview

Mar 1, 2013 - Mar 31, 2013

All Visits
100.00%

Overview

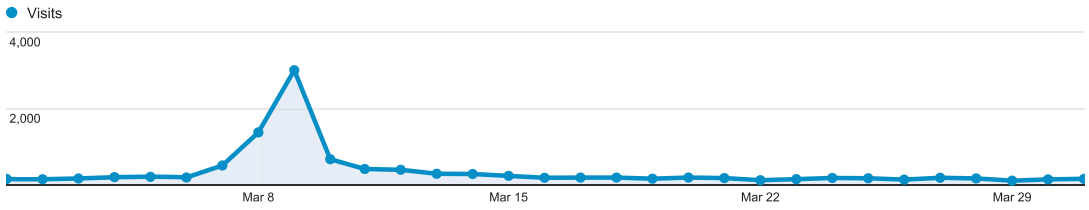

9,456 people visited this site

Visits	Unique Visitors	Pageviews
11,102	9,456	110,064

Pages / Visit	Avg. Visit Duration	Bounce Rate
9.91	00:02:48	2.04%

% New Visits
80.84%

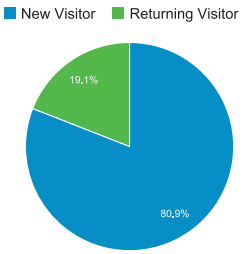

	Country / Territory	Visits	% Visits
1.	Bangladesh	5,500	49.54%
2.	(not set)	4,150	37.38%
3.	United States	796	7.17%
4.	Finland	180	1.62%
5.	Saudi Arabia	88	0.79%
6.	India	75	0.68%
7.	China	53	0.48%
8.	United Arab Emirates	45	0.41%
9.	United Kingdom	40	0.36%
10.	Kuwait	16	0.14%

© 2014 Google

Google Analytics

Go to this report

http://www.infocom.gov.bd - http://www.infocom.gov.bd
www.infocom.gov.bd

Audience Overview

Apr 1, 2013 - Apr 30, 2013

All Visits
100.00%

Overview

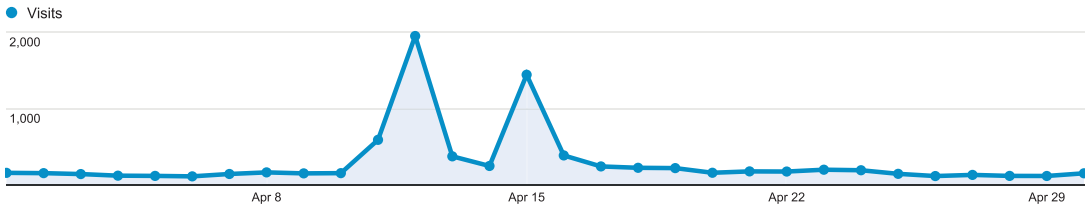

7,621 people visited this site

Visits
8,863

Unique Visitors
7,621

Pageviews
88,923

Pages / Visit
10.03

Avg. Visit Duration
00:02:50

Bounce Rate
2.54%

% New Visits
80.76%

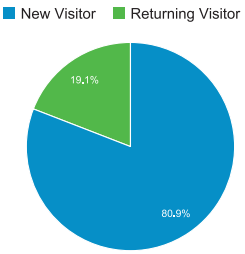

	Country / Territory	Visits	% Visits
1.	Bangladesh	4,392	49.55%
2.	(not set)	3,172	35.79%
3.	United States	520	5.87%
4.	Finland	257	2.90%
5.	Pakistan	157	1.77%
6.	India	67	0.76%
7.	Saudi Arabia	47	0.53%
8.	China	34	0.38%
9.	United Arab Emirates	32	0.36%
10.	United Kingdom	29	0.33%

© 2014 Google

Google Analytics

Go to this report

http://www.infocom.gov.bd - http://www.infocom.gov.bd
www.infocom.gov.bd

Audience Overview

May 1, 2013 - May 31, 2013

All Visits
100.00%

Overview

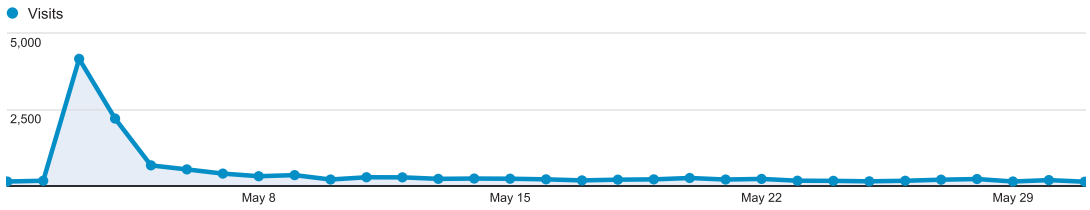

11,287 people visited this site

Visits	Unique Visitors	Pageviews
13,188	11,287	143,100

Pages / Visit	Avg. Visit Duration	Bounce Rate
10.85	00:03:03	2.15%

% New Visits
80.58%

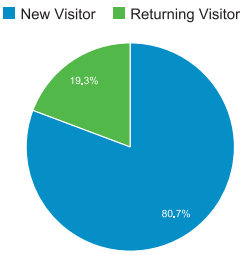

	Country / Territory	Visits	% Visits
1.	Bangladesh	6,766	51.30%
2.	(not set)	4,774	36.20%
3.	United States	498	3.78%
4.	Finland	417	3.16%
5.	Pakistan	225	1.71%
6.	India	195	1.48%
7.	Saudi Arabia	55	0.42%
8.	China	44	0.33%
9.	United Kingdom	31	0.24%
10.	United Arab Emirates	19	0.14%

© 2014 Google

Google Analytics

Go to this report

http://www.infocom.gov.bd - http://www.infocom.gov.bd
www.infocom.gov.bd

Audience Overview

May 1, 2013 - May 31, 2013

All Visits
100.00%

Overview

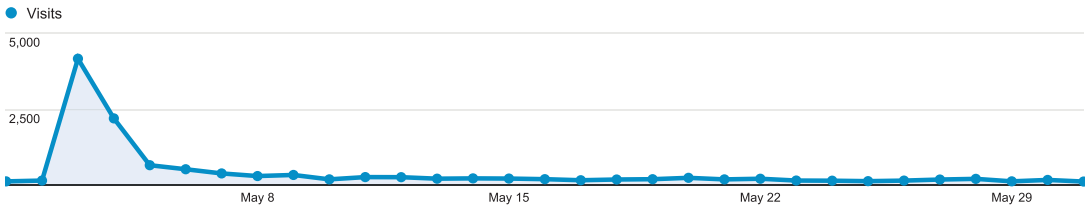

11,287 people visited this site

Visits	Unique Visitors	Pageviews
13,188	11,287	143,100

Pages / Visit	Avg. Visit Duration	Bounce Rate
10.85	00:03:03	2.15%

% New Visits
80.58%

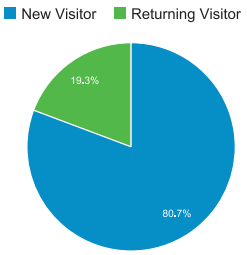

	Country / Territory	Visits	% Visits
1.	Bangladesh	6,766	51.30%
2.	(not set)	4,774	36.20%
3.	United States	498	3.78%
4.	Finland	417	3.16%
5.	Pakistan	225	1.71%
6.	India	195	1.48%
7.	Saudi Arabia	55	0.42%
8.	China	44	0.33%
9.	United Kingdom	31	0.24%
10.	United Arab Emirates	19	0.14%

© 2014 Google

Google Analytics

Go to this report

http://www.infocom.gov.bd - http://www.infocom.gov.bd
www.infocom.gov.bd

Audience Overview

Jun 1, 2013 - Jun 30, 2013

All Visits
100.00%

Overview

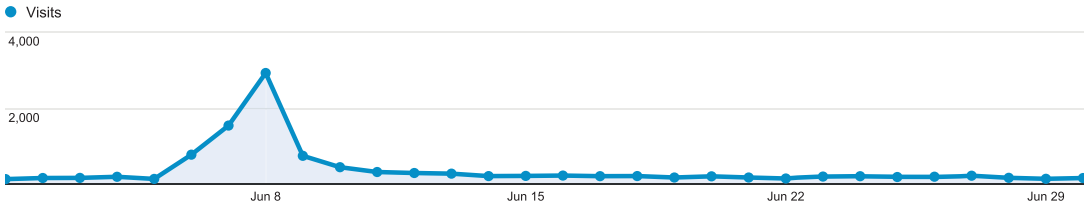

9,636 people visited this site

Visits	Unique Visitors	Pageviews
11,474	9,636	126,619

Pages / Visit	Avg. Visit Duration	Bounce Rate
11.04	00:03:09	3.56%

% New Visits
78.66%

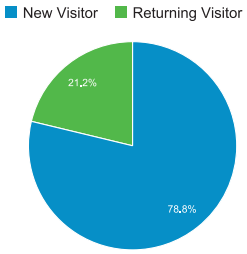

	Country / Territory	Visits	% Visits
1.	Bangladesh	6,493	56.59%
2.	(not set)	3,819	33.28%
3.	Finland	374	3.26%
4.	United States	339	2.95%
5.	India	180	1.57%
6.	Saudi Arabia	48	0.42%
7.	United Arab Emirates	21	0.18%
8.	China	17	0.15%
9.	Singapore	15	0.13%
10.	United Kingdom	14	0.12%

© 2014 Google

Google Analytics

Go to this report

http://www.infocom.gov.bd - http://www.infocom.gov.bd
www.infocom.gov.bd

Audience Overview

Aug 1, 2013 - Aug 31, 2013

All Visits
100.00%

Overview

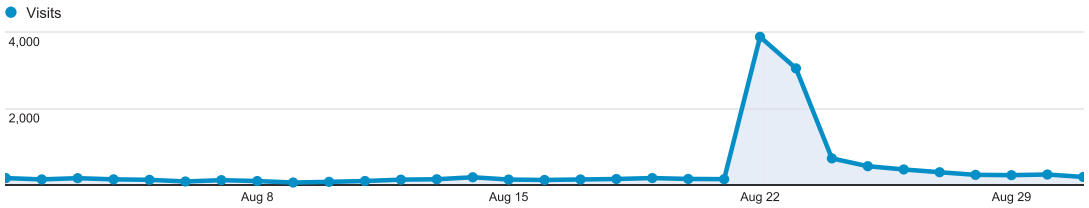

10,943 people visited this site

Visits	Unique Visitors	Pageviews
12,652	10,943	123,304

Pages / Visit	Avg. Visit Duration	Bounce Rate
9.75	00:02:56	3.22%

% New Visits
81.66%

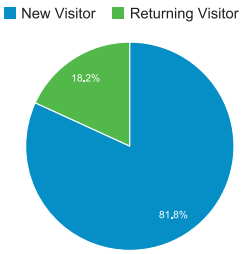

	Country / Territory	Visits	% Visits
1.	Bangladesh	6,060	47.90%
2.	(not set)	5,135	40.59%
3.	United States	538	4.25%
4.	Finland	480	3.79%
5.	India	145	1.15%
6.	Saudi Arabia	39	0.31%
7.	China	33	0.26%
8.	Japan	28	0.22%
9.	Germany	23	0.18%
10.	United Arab Emirates	22	0.17%

© 2014 Google

Google Analytics

Go to this report

http://www.infocom.gov.bd - http://www.infocom.gov.bd
www.infocom.gov.bd

Audience Overview

Sep 1, 2013 - Sep 30, 2013

All Visits
100.00%

Overview

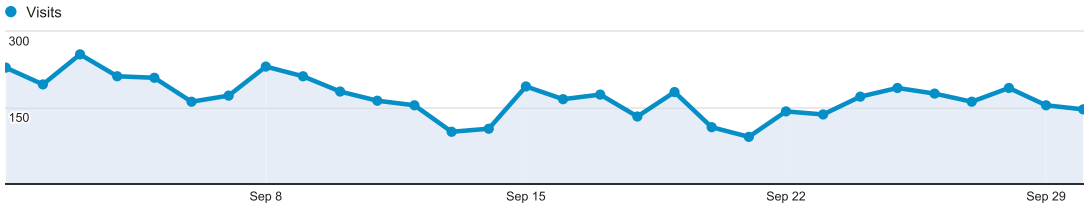

4,046 people visited this site

Visits	Unique Visitors	Pageviews
5,119	4,046	57,288

Pages / Visit	Avg. Visit Duration	Bounce Rate
11.19	00:03:37	3.85%

% New Visits
69.72%

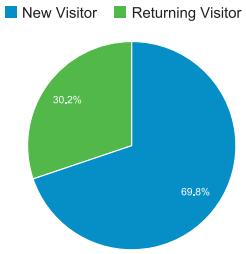

	Country / Territory	Visits	% Visits
1.	Bangladesh	3,472	67.83%
2.	(not set)	1,119	21.86%
3.	United States	169	3.30%
4.	India	89	1.74%
5.	Finland	68	1.33%
6.	Saudi Arabia	43	0.84%
7.	United Kingdom	32	0.63%
8.	United Arab Emirates	16	0.31%
9.	Germany	12	0.23%
10.	Pakistan	11	0.21%

© 2014 Google

Google Analytics

Go to this report

http://www.infocom.gov.bd - http://www.infocom.gov.bd
www.infocom.gov.bd

Audience Overview

Oct 1, 2013 - Oct 31, 2013

All Visits
100.00%

Overview

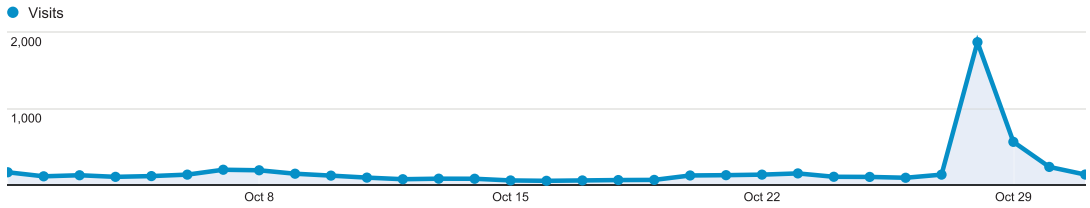

4,865 people visited this site

Visits	Unique Visitors	Pageviews
5,812	4,865	65,546

Pages / Visit	Avg. Visit Duration	Bounce Rate
11.28	00:03:37	3.15%

% New Visits
77.79%

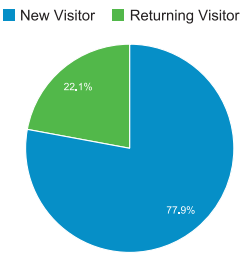

	Country / Territory	Visits	% Visits
1.	Bangladesh	3,276	56.37%
2.	(not set)	1,756	30.21%
3.	Norway	182	3.13%
4.	Finland	164	2.82%
5.	United States	135	2.32%
6.	India	133	2.29%
7.	Japan	16	0.28%
8.	Saudi Arabia	14	0.24%
9.	United Arab Emirates	11	0.19%
10.	United Kingdom	9	0.15%

© 2014 Google

Google Analytics

Go to this report

http://www.infocom.gov.bd - http://www.infocom.gov.bd
www.infocom.gov.bd

Audience Overview

Nov 1, 2013 - Nov 30, 2013

All Visits
100.00%

Overview

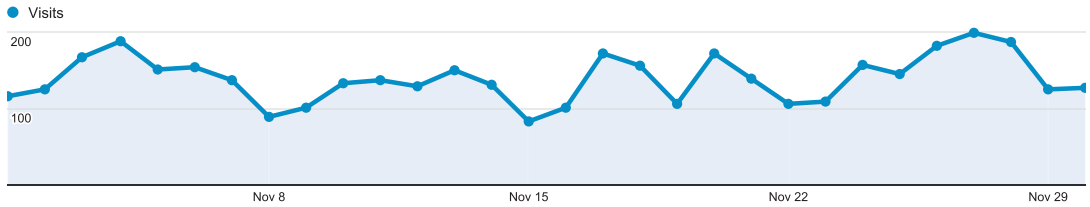

3,295 people visited this site

Visits	Unique Visitors	Pageviews
4,174	3,295	47,638

Pages / Visit	Avg. Visit Duration	Bounce Rate
11.41	00:03:23	2.90%

% New Visits
70.89%

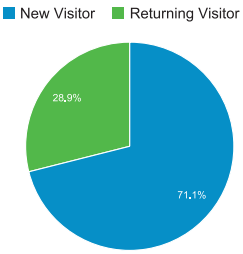

	Country / Territory	Visits	% Visits
1.	Bangladesh	2,806	67.23%
2.	(not set)	908	21.75%
3.	United States	96	2.30%
4.	India	92	2.20%
5.	Finland	53	1.27%
6.	Saudi Arabia	30	0.72%
7.	United Kingdom	20	0.48%
8.	United Arab Emirates	18	0.43%
9.	Germany	15	0.36%
10.	Canada	14	0.34%

© 2014 Google

Google Analytics

Go to this report

http://www.infocom.gov.bd - http://www.infocom.gov.bd
www.infocom.gov.bd

Audience Overview

Dec 1, 2013 - Dec 31, 2013

All Visits
100.00%

Overview

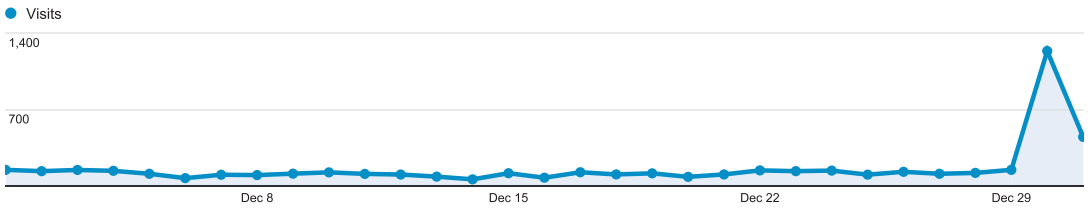

4,235 people visited this site

Visits	Unique Visitors	Pageviews
4,948	4,235	54,267

Pages / Visit	Avg. Visit Duration	Bounce Rate
10.97	00:03:10	2.73%

% New Visits
79.71%

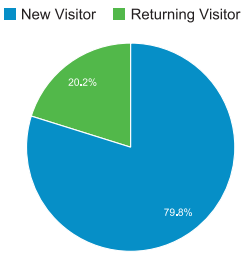

	Country / Territory	Visits	% Visits
1.	Bangladesh	2,955	59.72%
2.	(not set)	1,432	28.94%
3.	United States	173	3.50%
4.	India	105	2.12%
5.	Finland	57	1.15%
6.	United Arab Emirates	27	0.55%
7.	United Kingdom	23	0.46%
8.	Saudi Arabia	20	0.40%
9.	Indonesia	18	0.36%
10.	Japan	13	0.26%

© 2014 Google

পরিশিষ্ট - ঘ
গ্রামীণফোন কর্তৃক তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রচারণামূলক কার্যক্রম

SMS Broadcast Report		
Date	Offer	Total Subs
22-Feb-13	Information Commission (Govt info)	10,000,000
23- Feb-13	Information Commission (Govt info)	12,500,000
24- Feb -13	Information Commission (Govt info)	473,575
8-Mar-13	Information Commission (Govt info)	10,237,599
9-Mar-13	Information Commission (Govt info)	22,973,575
12-Apr-13	Information Commission (Govt info)	10,237,599
13-Apr-13	Information Commission (Govt info)	22,973,575
17-May-13	Information Commission (Govt info)	14,665,886
7-Jun-13	Information Commission (Govt info)	14,665,886
8-Jun-13	Information Commission (Govt info)	21,121,764
14-Jul-13	Information Commission (Govt info)	14,665,886
15-Jul-13	Information Commission (Govt info)	21,121,764
22-Aug-13	Information Commission (Govt info)	14,665,886
23-Aug-13	Information Commission (Govt info)	21,121,764
20-Sep-13	Information Commission (Govt info)	22,973,575
28-Oct-13	Information Commission (Govt info)	21,121,764
29-Oct-13	Information Commission (Govt info)	11,074,878
30-Dec-13	Information Commission (Govt info)	14,665,886
	Total	281,260,862

পরিশিষ্ট - ঙ
তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ফরম সমূহ

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

----------,

---------- (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

---------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম ঃ .....

পিতার নাম ঃ .....

মাতার নাম ঃ .....

বর্তমান ঠিকানা ঃ .....

স্থায়ী ঠিকানা ঃ .....

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ .....

২। কি ধরনের তথ্য* (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) ঃ .....

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) ঃ .....

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ .....

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ .....

আবেদনের তারিখ ঃ ..... আবেদনকারীর স্বাক্ষর

* তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য ।

ফরম 'খ'

[বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]

তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বর ঃ তারিখ ঃ .....

প্রতি

আবেদনকারীর নাম ঃ .....

ঠিকানা ঃ .....

বিষয় ঃ তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার .....তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথাঃ-

১ । .....
.....।

২ । .....
.....।

৩ । .....
.....।

(.....)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ঃ

পদবী ঃ

দাপ্তরিক সীল

ফরম 'গ'

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

----------,

---------- (নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ,

---------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ .....

২। আপীলের তারিখ ঃ .....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে) ঃ .....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ .....

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ .....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ .....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ .....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ .....

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন ঃ .....

আবেদনের তারিখ ঃ .....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'ক'

অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং ----------।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ .....

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ .....

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা ঃ .....

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ .....

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ .....

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা ঃ .....

৭। অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ .....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

ফরম 'গ'

[প্রবিধান-৬ দ্রষ্টব্য]

জবাব

তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং ..... ।

১ । অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ .....

২ । অভিযুক্তের নাম ও ঠিকানাঃ

.....

৩ । অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু (সংক্ষিপ্ত আকারে) ঃ .....

৪ । জবাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা ঃ

.....

কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে)

৫ । জবাবের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা ঃ .....

(কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই জবাবে বর্ণিত জবাবসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য ।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

তথ্য আধিকার আইন,২০০৯ এর আওতায় তথ্য প্রদানকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নির্ধারিত ছক

১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম- ঃ .....
পদবী- .....
অফিসের ঠিকানা (আইডি নং/কোড নম্বর যদি থাকে) .....
ফোন, ...
মোবাইল ফোন .....
ফ্যাক্স, ...
ই-মেইল, ...
ওয়েব সাইট (ক্ষেত্রমতে) .....

২. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আপীল কর্তৃপক্ষ (অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান)-এর নাম- ঃ .....
পদবী - .....
অফিসের ঠিকানা - .....
ফোন- .....
মোবাইল ফোন- .....
ফ্যাক্স- .....
ই-মেইল- .....
ওয়েব সাইট- (যদি থাকে)

৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃ .....

৪. প্রশাসনিক বিভাগ (ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট বরিশাল/রংপুর) ঃ .....

৫. আঞ্চলিক দপ্তরের নাম ও পরিচয় (যদি থাকে) ঃ .....
.....
.....

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ঃ.....

(অফিসিয়াল সীল মোহরসহ তারিখ) ঃ .....

স্থানীয়/আপীল কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন ও স্বাক্ষর ঃ .....

(অফিসিয়াল সীল মোহরসহ তারিখ) ঃ .....

[বিঃ দ্রঃ- এই ছকের বাইরে অন্য কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করার থাকলে তা ক্রমিক নং ৫ এর পর বর্ণনা করা যাবে। এই ছকে বর্ণিত তথ্যের এক কপি তথ্য মন্ত্রণালয়ে এবং অন্য কপি সরাসরি তথ্য কমিশনে পাঠাতে হবে।]

পরিশিষ্ট চ
জনঅবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এরূপ জেলা সমূহের ম্যাপ

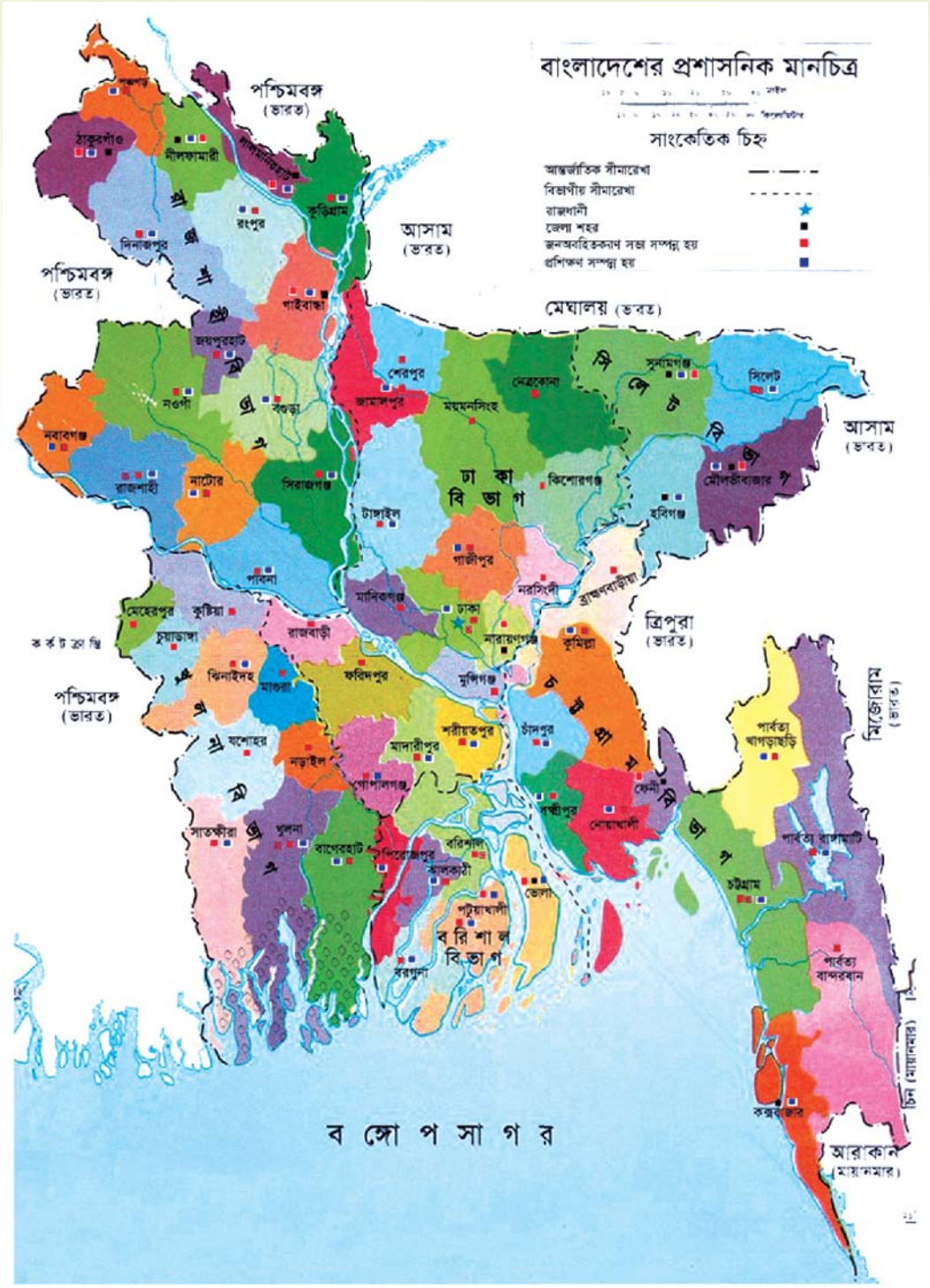

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭
টেলিফোন ঃ ৯১১৩৯০০, ৯১১০৭৫৫, ৯১১০৬৭৫, ৯১১১৫৯০, ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১৫
৮১৮১২১৩, ৮১৮১২১০, ৮১৮১২১৮, ৮১৮১২১৭, ৯১৩৭৩৩২, ফ্যাক্সঃ ৯১১০৬৩৮, ৯১৩৭৩৩২
ই-মেইল ঃ cic@infocom.gov.bd ওয়েব-সাইট ঃ www.infocom.gov.bd